NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৫ নেপালে আটকে গোঘাটের স্বর্ণশিল্পীরা

আমার পাড়া, তৃণমূল তাড়া, কৃষ্ণনগরে কটাক্ষ শুভেন্দুর ৬

কলকাতা ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ২৭ ভাদ্র ১৪৩২ শনিবার উনবিংশ বর্ষ ৯৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 13.09.2025, Vol.19, Issue No. 95, 8 Pages, Price 3.00

উপরাষ্ট্রপতি পদে শপথ নিলেন রাধাকৃষ্ণন

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর: ভারতের পঞ্চদশ উপরাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ নিলেন সিপি রাধাকৃষ্ণন। রাষ্ট্রপতি ভবনে সকাল ১০টা ১০ মিনিটে তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং প্রমুখেরা। সস্ত্রীক উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়ও। গত ২১ জুলাই উপরাষ্ট্রপতি পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর এই প্রথম জনসমক্ষে দেখা গেল তাঁকে।

পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই ধনখড় হঠাৎ পদত্যাগ করায় উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। গত মঙ্গলবার উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এনডিএ সমর্থিত প্রার্থী তথা মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন রাজ্যপাল রাধাকৃষ্ণন এবং বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া' সমর্থিত প্রার্থী তথা সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বি সুদর্শন রেড্ডি। ওই দিন সন্ধ্যায় ফলপ্রকাশের পর দেখা যায় রাধাকৃষ্ণন পেয়েছেন ৪৫২টি ভোট। সুদর্শন পেয়েছেন ৩০০টি ভোট।

ধনখড়ের উত্তরসূরি নির্বাচনের জন্যই মঙ্গলবার ভোটাভুটি হয়। জয়ী রাধাকৃষ্ণন আগামী পাঁচ বছর ভারতের উপরাষ্ট্রপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন। পদাধিকার বলে সংসদের উচ্চ কক্ষ রাজ্যসভার চেয়ারম্যান হিসাবেও দায়িত্বপালন করতে হবে রাধাকৃষ্ণনকে। ধনখড়ের আমলে পক্ষপাতের অভিযোগ তুলেছিলেন রাজ্যসভার বিরোধী সাংসদেরা। তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবও আনা হয়েছিল। রাধাকৃষ্ণন 'নিরপেক্ষ' আচরণ করবেন বলেই আশা বিরোধী শিবিরের।

শারীরিক অসুস্থতার কারণে গত ২১ জুলাই বাদল অধিবেশনের প্রথম দিনে হঠাৎই উপরাষ্ট্রপতি পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন ধনখড়। হঠাৎ কেন তিনি পদত্যাগ করলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে বিরোধী শিবির। শাসকশিবির অবশ্য জানায়, শারীরিক কারণেই ইস্তফা দিয়েছেন ধনখড়। তাই এই বিষয়ে জল্পনার অবকাশ নেই বলে দাবি করা হয়।

মেট্রো স্টেশনে ছাত্র খুন

আটক তিন, পলাতক মূল অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণেশ্বর মেট্রোয় ছাত্র খুন! মেট্রো স্টেশনে একজন ছাত্রের ওপর ছুরি নিয়ে হামলা অপর এক ছাত্রের। গুরুতর জখম ওই ছাত্রকে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় সাগরদত্ত মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ার, পরে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয় এসএসকেএম হাসপাতালে। এরপর সেখানেই মৃত্যু হয় ওই ছাত্রের। হামলাকারী পলাতক। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি সাউথ অনুপম সিং, দক্ষিণেশ্বর থানার পুলিশ এবং বরানগর পুরসভার সিআইসি অঞ্জন পাল। ডিসি সাউথ অনুপম সিং জানান, মেট্রোতে কোনও বিষয় নিয়ে ওদের মধ্যে তর্কাতর্কি হয়েছে। মেট্রো থেকে নেমে বাইরে বেরিয়ে ফের উভয়ের মধ্যে তর্কাতর্কি হয়। একজন পড়ুয়া আরেকজন পড়ুয়াকে ছুরি মেরে পালিয়ে যায়। ঘটনার তদন্তে নেমে খতিয়ে দেখা হচ্ছে মেট্রো স্টেশনে সিসিটিভি ফুটেজ।

কলকাতা শহরের লাইফ লাইন মেট্রো। নিত্যদিন পাতালপথে যাতায়াত করেন বহু মানুষ। এদিন ভিড়ে ঠাসা দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনে কয়েকজন ছাত্রদের মধ্যে বচসা শুরু হয়। এরপর টিকিট কাউন্টারের ঠিক পাশেই এক ছাত্র আরেকজনের উপর ছুরি নিয়ে হামলা চালায়। রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে আক্রান্ত ছাত্র। প্রথমে সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল এবং এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও বাঁচানো সম্ভব হয়নি আহত ছাত্রটিকে। এসএসকেএম হাসপাতালে মৃত্যু হয় বছর সতেরোর ওই পড়ুয়ার।

ছবি: অর্দিতি সাহা

দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনের টিকিটবিহীন এলাকায় ছুরিকাঘাতের একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটেছে। মেট্রো কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিকভাবে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং পুলিশ কর্তৃপক্ষ ঘটনাটি তদন্ত করছে। মেট্রো ভ্রমণে উদ্বেগের কোনও কারণ নেই।

মৃত পড়ুয়া মনোজিৎ যাদব, বরানগরের বাসিন্দা। বছর সতেরোর মনোজিৎ বাগবাজার হাইস্কুলের পড়ুয়া। জানা গিয়েছে, প্রতিদিন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মেট্রো চড়ে বাড়ি ফিরত সে। শুক্রবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ফেরার পথে মেট্রো স্টেশনে দাঁড়িয়ে বন্ধুর সঙ্গে বচসা বাঁধে। তার মাঝে ছুরি হাতে আরেক বন্ধু হামলা চালায়। শেষমেশ মৃত্যু হয় পড়ুয়ার। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শুক্রবার দুপুরে চার-পাঁচজন পড়ুয়া দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনে দাঁড়িয়েছিল। প্রথমে তর্কাতর্কি শুরু হয়। উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের মাঝে এক যুবক আরেকজনের উপর ছুরি দিয়ে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। বন্ধুবান্ধবদের দলে থাকা অন্যান্যরা মেট্রো স্টেশন থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ুয়াকে উদ্ধার করা হয়। আহতকে তারা হাসপাতালে নিয়ে যায়। তবে শেষরক্ষা হয়নি। মৃত্যু হয় স্কুলপড়ুয়ার।

তবে এদিনের এই ঘটনায় প্রশ্নের মুখে মেট্রোর যাত্রীদের নিরাপত্তা। প্রশ্ন উঠেছে, কীভাবে মেট্রো স্টেশনে ছুরি হাতে ঢুকে পড়ল স্কুল ছাত্র তা নিয়ে। এই ঘটনায় ৩ জনকে আটক করেছে পুলিশ। মূল অভিযুক্ত অবশ্য এখনও অধরা। কী কারণে এই বচসা, হামলা? তা স্পষ্ট নয়। ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছে পুলিশ।

জানা গিয়েছে, শুক্রবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনে ঘটনাটি ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায়, 'মেট্রো করেই ওই ছাত্রের দল দক্ষিণেশ্বর আসে। স্টেশন থেকে বার হওয়ার আগে তাদের মধ্যে কোনও কারণে ঝামেলা শুরু হয়। তর্কাতর্কি থেকে হাতাহাতি বাধে। ঝামেলার মধ্যেই এক জন ছুরি বার করে অন্য এক জনের উপর হামলা করে। সঙ্গে সঙ্গে রক্ত ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে।'

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। ঘটনাস্থল ঘিরে ফেলে তদন্ত শুরু করেছে তারা। কারা এই কাণ্ড ঘটালেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ সূত্রে খবর, মেট্রো স্টেশনের সিসি ক্যামেরা ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সেই ফুটেজ থেকে ওই তরুণদের সম্পর্কে জানার চেষ্টা চলছে। মেট্রো কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়, স্টেশনের 'নন-টিকিটিং' (স্টেশনের যে এলাকা টিকিটের আওতার বাইরে) এলাকায় রক্তের দাগ দেখা যায়। ঘটনা নজরে আসতেই খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। তবে কলকাতা মেট্রোর ইতিহাসে আগে কখনও এমন ঘটনা ঘটেছে কি না, তা মনে করতে পারছেন না অনেকে।

এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যাত্রীরা। প্রশ্ন উঠছে মেট্রোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও। কী ভাবে ব্যাগে ছুরি নিয়ে মেট্রোতে উঠল? কেন ওই ছাত্রের ব্যাগ মেট্রো স্টেশনে ঢোকার আগে পরীক্ষা করা হল না? প্রশ্ন তুলছেন যাত্রীরা।

পাথর খাদান ধসে মৃত ৬ শ্রমিক

মিলন গোস্বামী, রামপুরহাট

পাথর খাদান ধসে মর্মান্তিক মৃত্যু হল ছয় শ্রমিকের। আহত আরও চারজন। তাদের বীরভূমের রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ এবং বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূম জেলার নলহাটি থানা এলাকার বাহাদুরপুর গ্রামের পাথর শিল্পাঞ্চলে। মৃতরা হলেন রথীন দফাদার, লালবাবু সেখ, সামিউল মোল্লা, হযরত আলী, রথু মণ্ডল, জিয়াউল শেখ। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার দুপুরে পাথর ফাটানোর জন্য ড্রিল মেশিন দিয়ে পাথরের দেওয়ালে গর্ত করছিলেন কয়েকজন শ্রমিক। সেই গর্তে বিস্ফোরক ভরে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পাথর ফাটানো হয়। যেখানে ড্রিল করা হচ্ছিল তার নিচেই কাজ করছিলেন আরো কিছু শ্রমিক। পাথরে ড্রিল করার সময়ই পাথরে ধস নামে। সেই পাথরে আঘাত লাগে জখম হন দশজন শ্রমিক। তাদের মধ্যে ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে।

আজকের এই বিস্ফোরণ কোনও সাধারণ দুর্ঘটনা নয়, প্রাণঘাতী বিস্ফোরকের উপর নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনিক ব্যর্থতার জ্বলন্ত উদাহরণ। শ্রমিকরা পরিশ্রম করে পরিবার চালাচ্ছিলেন, অথচ রক্তাক্ত দেহ আর বিভীষিকাময় দৃশ্য দেখে গা শিউরে উঠছে। নিয়মিত পরিদর্শন, কঠোর শাস্তি ও শূন্য সহনশীলতা ছাড়া এই মৃত্যু মিছিল বন্ধ হবে না।

-শুভেন্দু অধিকারী

জানা গিয়েছে, অধিকাংশ পাথর খাদান অবৈধ। যে সমস্ত শ্রমিক কাজ করে তাদেরও নির্দিষ্ট পোশাক দেওয়া হয় না। রাস্তার দু'ধারে মরণ ফাঁদের মতো খাদানে গুলি দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রায় সেখানে পথচলতি মানুষ পরে গিয়ে মারা যান। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই কারো। মৃত্যুর পরেই শাসক দলের নেতারা মৃতদেহ কিনতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। মৃত শ্রমিকের পরিবারও টাকা নিয়ে মুখ বন্ধ করে রাখেন ফলে পাথর শিল্পাঞ্চলে দুর্ঘটনা জলভাত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সিপিএমের জেলা কমিটির সদস্য সঞ্জীব মল্লিক বলেন, 'এই দুর্ঘটনার জন্য প্রশাসন এবং শাসক দল দায়ী। কারণ তাদের মদতেই দিনের পর দিন অবৈধ পাথর খাদানে রমরমিয়ে চলছে। মাঝে খাদান বন্ধের নির্দেশ দিয়েছিলেন জেলাশাসক। কিন্তু তাতে চিড়ে ভেজেনি। ফলে ছয়টি প্রাণ অকালে চলে গেল।'

এলাকার বিধায়ক রাজেন্দ্র প্রসাদ সিং বলেন, 'খবর পেয়ে হাসপাতালে এলাম। তবে কিভাবে হয়েছে বলতে পারব না।' মৃতের আত্মীয় কল্যাণ মণ্ডল বলেন, 'সব অবৈধ খাদান। পুলিশ প্রশাসনের মদতে অবৈধ খাদান চলছে। অবিলম্বে অবৈধ খাদানগুলি বন্ধ করতে হবে।'

ফের যাদবপুর

ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুতে একাধিক প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় ফের প্রশ্নের মুখে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। প্রশ্ন উঠেছে দুটি ইস্যুতে। রাত ১০টার পরেও কেন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তা নিয়ে। সঙ্গে এ প্রশ্নও উঠেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মদের আসর বসেছিল কি না তা নিয়েও। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ নং গেটের কাছে থাকা ঝিলে পড়ে যান তৃতীয় বর্ষের ওই ছাত্রীর। পরে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষ রক্ষা করা যায়নি। ছাত্রীর মৃত্যুর পরই উঠতে শুরু করেছে নানা প্রশ্ন। মৃত ছাত্রীর মা-বাবাও বিশ্ববিদ্যালয়কেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন।

এই ঝিলেই ডুবে মৃত্যু হয়েছে ছাত্রীর

এদিকে শুক্রবার কাঁটাপুকুর মর্গে ময়নাতদন্ত হয় ছাত্রীর দেহের। ময়নাতদন্ত প্রক্রিয়ার ইনকোয়েস্ট করা হয়েছে। আপাতত অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। সূত্রের খবর, ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, জলে ডুবেই মৃত্যু হয়েছে অনামিকার! সূত্রের খবর, ওই ছাত্রীর শরীরে বাইরে থেকে কোনও আঘাতের চিহ্ন মেলেনি। জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে নিমতার বাসিন্দা অনামিকার। তবে তিনি মদ্যপান করে ছিলেন বা শরীরে অন্য কোনও মাদক পদার্থ ছিল কি না, তা জানতে ভিসেরা পরীক্ষার জন্য নমুনা পাঠানো হয়েছে। সেই পরীক্ষার রিপোর্ট পাওয়ার পরেই এই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে মামলা রুজু হবে।

এদিকে সূত্রে খবর, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃহস্পতিবার ড্রামা ক্লাবের আয়োজিত একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলছিল পার্কিং লটে। সেই অনুষ্ঠান দেখতেই এসেছিলেন তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী। জানা গিয়েছে, তাঁর বাড়ি নিমতায়। এরপর রাত ৯টা ৫৫ মিনিট নাগাদ শৌচালয়ে যাওয়ার জন্য ওঠেন ওই ছাত্রী। এরপরই পার্কিং লটের উল্টো দিকে থাকা গভীর ঝিলে পড়ে যান কোনওভাবে।

জোরে লাউড স্পিকার বাজায় এবং অনুষ্ঠানের জন্য বড় লাইটগুলি নিভিয়ে রাখায় ছাত্রীর আর্তচিৎকার যেমন কারোর কানে পৌঁছয়নি। পাশাপাশি তাঁকে পড়ে যেতেও দেখেননি কেউ। প্রায় ১০ মিনিট জলে ভাসার পর ওই ছাত্রীকে উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিক শুশ্রূষার চেষ্টা করা হয়। এরপর পাশেই কেপিসি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ততক্ষণে ছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে।

এদিকে ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরেই মদের আসর বসেছিল। ঘটনাস্থলের কাছ থেকে একটি মদের বোতল উদ্ধারও হয়। এখানে বড় প্রশ্ন একাংশের মনে, ওই ছাত্রীও মদ্যপ ছিলেন কি না, তা নিয়ে। ময়নাতদন্তের পরই সে বিষয়ে জানা যাবে। তবে কেন শৌচালয়ের বদলে ওই ঝিলের দিকে গেলেন ছাত্রী, তাঁর সঙ্গে কেউ ছিলেন কি না, এই ধরনের নানা প্রশ্ন উঠে আসছে। রাত ১০ টার পরও কেন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাউল গানের অনুষ্ঠান চলছিল, সে প্রশ্নও তুলেছেন অনেকে।

ঐকমত্যে জেন জি

নেপালের অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী সুশীলাই

কাঠমাণ্ডু, ১২ সেপ্টেম্বর: নেপালের ইতিহাসে প্রথম মহিলা হিসাবে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হয়েছিলেন তিনি। এ বার প্রথম মহিলা হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে বসলেন ৭২ বছরের সেই সুশীলা কার্কি। শুক্রবার রাতে রাষ্ট্রপতি রামচন্দ্র পৌডেলের কাছে শপথবাক্য পাঠ করেন তিনি। কাঠমাণ্ডুর রাষ্ট্রপতি ভবনে শপথ নেন তিনি।

যাবতীয় দ্বন্দ্ব মিটিয়ে আপাতত সুশীলার হাতেই দেশের ভারতুলে দিতে রাজি হয় জেন জি। প্রেসিডেন্ট রামচন্দ্র পৌডেল এবং সেনাপ্রধান অশোক রাজ সিগডেলের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পরই এই সিদ্ধান্ত নেন নেপালের বিপ্লবীরা, এমনটাই জানা গিয়েছে সূত্র মারফত।

বিখ্যাত সংবাদসংস্থা রয়টার্স সূত্রে জানা গিয়েছে, অর্ন্তবর্তী প্রধানমন্ত্রীর নাম চূড়ান্ত করতে দফায় দফায় আলোচনা হয়েছে নেপালের বিদ্রোহী জেন জি এবং নেপালের প্রেসিডেন্ট ও সেনাপ্রধানের মধ্যে। জেন জি-র পক্ষ থেকে শেষ পর্যন্ত প্রাক্তন বিচারপতি সুশীলার নামেই সিলমোহর দেওয়া হয় বলে সূত্রের খবর।

নেপালের প্রথম ও একমাত্র মহিলা প্রধান বিচারপতি সুশীলা কারকি। তাঁর সঙ্গে ভারতের যোগও রয়েছে। তিনি বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি থেকে পড়াশোনা করেছেন। ভারতের সঙ্গে নানা স্মৃতি জড়িয়ে তাঁর। ভারত সম্পর্কে ইতিবাচক মন্তব্যই করেছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীরও প্রশংসা করছিলেন।

পাক সংস্থার মদতে বোমাতঙ্ক, চাঞ্চল্য দিল্লি হাইকোর্টে

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর: ফের বোমাতঙ্ক রাজধানী দিল্লিতে। এবার খাস হাইকোর্ট। দিল্লি পুলিশ সূত্রের খবর, হাইকোর্ট চত্বরে বোমা রাখা হয়েছে। একটি ইমেলের মাধ্যমে এই হুমকি দেওয়া হয়। ইমেলে বলা হয়েছে, পরিবারতান্ত্রিক নেতাদের খতম করার উদ্দেশে পাক গুপ্তচর সংস্থার মদতে বোমা রাখা হয়েছে হাইকোর্ট চত্বরে। হুমকি বার্তা পাওয়ার পরই হাইকোর্ট চত্বর ফাঁকা করে দেয় দিল্লি পুলিশ। এই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই দুপুরে একই রকম ঘটনা ঘটে বম্বে হাইকোর্টে।

শুক্রবার অন্যদিনের মতোই একসঙ্গে একাধিক বেঞ্চে শুনানি চলছিল। আচমকা একের পর এক শুনানি স্থগিত করে দেওয়া হয়। আচমকা এভাবে শুনানি স্থগিত হয়ে যাওয়ায় আদালত চত্বরে গুঞ্জন শুরু হয়। কিছুক্ষণ পরই জানা যায়, ইমেলের মাধ্যমে অজ্ঞাতপরিচয় কেউ দিল্লি হাইকোর্ট বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে।

দিল্লি হাইকোর্টে এদিন সকালে বোমাতঙ্ক ছড়ায়। পুলিশ সূত্রে খবর, একটি ইমেলে হুমকিবার্তা আসে, আদালত চত্বরে বোমা রাখা আছে। সেটি বিস্ফোরণ ঘটানো হবে। সেই হুমকি বার্তা পাওয়ার পরই প্রধান বিচারপতিকে সতর্ক করেন আদালতের নিরাপত্তা দায়িত্বে থাকা আধিকারিকেরা।

ওই ইমেলে একের পর এক বিস্ফোরক দাবি করা হয়েছে। বলা হয়েছে, পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের মদতে হাইকোর্ট চত্বরে বোমা রাখা হয়েছে। পরিবারতান্ত্রিক নেতাদের খতম করার লক্ষ্যেই বোমা রাখা হয়েছে। ইমেলে ছিল রাহুল গান্ধি, এম কে স্ট্যালিনের নাম। এও বলা হয়েছে, ওই বোমা নিষ্ক্রিয় করার কোড জানতে হলে কাউকে ফোন করতে হবে। বার্তা পাওয়ার পর গোটা হাইকোর্ট চত্বর খালি করার সিদ্ধান্ত নেয় পুলিশ। ঘটনাস্থলে যায় বম্ব স্কোয়াড।

আইনজীবী উদয় ওয়ারুনজিকার জানান, এই প্রথম নয়, এর আগেও একই রকম হুমকিবার্তা পাঠানো হয়েছিল হাইকোর্টে। গত তিন দশকে এ রকম তিনটি হুমকিবার্তা আসে আদালতে। নিরাপত্তার স্বার্থে আদালত চত্বর খালি করে দেওয়া হয়েছে প্রতি বারই। শুক্রবার সকালে একই রকম হুমকিবার্তা পাঠানো হয় দিল্লি হাইকোর্টে।

আজ হিংসাবিধ্বস্ত মণিপুরে প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর: আজ মণিপুরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রধানমন্ত্রীর সফরসূচি ঘোষণা করেন মণিপুরের মুখ্যসচিব পুনিত গোয়েল। মণিপুর সফরে প্রধানমন্ত্রী কী কী করবেন, তারও বিস্তারিত তথ্য প্রদান করেন তিনি। সংঘর্ষ পর্বের পর এই প্রথম মণিপুরে যাচ্ছেন মোদী।

দু'বছরের বেশি সময় ধরে গোষ্ঠী-সংঘর্ষে উত্তপ্ত মণিপুর। গত ৩ মে, ২০২৩ থেকে মণিপুরে হিংসার ঘটনা ঘটেছে বার বার। মেইতেই এবং কুকি জনজাতির সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সংঘর্ষে প্রাণ হারিয়েছেন অনেকে। গত দু'বছরে মণিপুরে গোষ্ঠীহিংসায় ২৬০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত এবং প্রায় ৫৭,০০০ জন বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। তাঁদের থাকার জন্য ২৮০টিরও বেশি ত্রাণশিবির তৈরি করেছে মণিপুর সরকার। তেমনই কয়েকটি ত্রাণশিবির ঘুরে দেখার কথা মোদীর।

মণিপুর সফরে ইম্ফল এবং চুরাচাঁদপুর, দুই জায়গায় যাবেন প্রধানমন্ত্রী। পুনিত জানিয়েছেন, শনিবার মোদী বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ আইজল থেকে মণিপুর যাবেন। প্রথমেই তিনি চুরাচাঁদপুর পৌঁছোবেন। সংঘর্ষ-পর্বে ঘরছাড়াদের সঙ্গে দেখা করবেন প্রধানমন্ত্রী। শুনবেন তাঁদের অভাব অভিযোগ। শুধু তা-ই নয়, চুরাচাঁদপুরে একটি জনসভা করার কথাও রয়েছে তাঁর। তবে তার আগে কিছু উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর করবেন মোদী। চুরাচাঁদপুর থেকে ইম্ফলে যাবেন তিনি। সেখানেও ঘরছাড়াদের সঙ্গে কথা বলবেন এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। মণিপুরের মুখ্যসচিব জানিয়েছেন, শনিবার মোদীর ৭, ৩০০ কোটি টাকার প্রকল্পের শিলান্যাস করার কথা। একই সঙ্গে ১,২০০ কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন হবে তাঁর হাত দিয়ে।

উল্লেখ্য, মোদীকে মণিপুরে যাওয়ার জন্য বার বার আহ্বান জানিয়েছিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। এত দিনে মোদীর মণিপুর যাওয়া নিয়ে লোকসভার বিরোধী দলনেতা বলেন, 'দীর্ঘ দিন সেখানে সমস্যা চলছে। তবে উনি (প্রধানমন্ত্রী) এখন যাচ্ছেন, তাও ভাল।' তবে রাহুল মনে করেন, 'এখন এটা কোনও বড় ব্যাপার নয়। এখন আসল বিষয় ভোটচুরি।'

মণিপুরের অশান্তির মাঝেই মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেন বীরেন সিং। বর্তমানে মণিপুরে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি রয়েছে। কিন্তু এই দু'বছরে অশান্ত মণিপুর নিয়ে প্রায় 'নীরব'ই ছিলেন মোদী। বিরোধীরা বার বার দাবি করেছে, কেন প্রধানমন্ত্রী মণিপুর যাচ্ছেন না? কেন তিনি মণিপুর নিয়ে কোনও কথা বলছেন না? ২০২৩ সালের মে মাস থেকে মণিপুরে সংঘর্ষ শুরু হওয়ার পরে বার বার প্রধানমন্ত্রীকে মণিপুরে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তিনি যাননি, এমনকি মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী বা অন্য জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনাতেও বসেননি। ২০২৪ সালের ৩ জুলাই রাজ্যসভায় মণিপুর নিয়ে দু'মিনিটের বক্তব্য রেখে মোদী দাবি করেছিলেন, মণিপুরে হিংসা ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। গত জুলাইয়েও মোদীর মণিপুর সফর নিয়ে জল্পনা দেখা গিয়েছিল। তবে সে বার তিনি যাননি। প্রধানমন্ত্রীর সর্বশেষ মণিপুর সফর করেছিলেন ৪ জানুয়ারি, ২০১৯। অর্থাৎ, সাড়ে ছ'বছরের বেশি সময় পর আবার উত্তর-পূর্ব ভারতের এই রাজ্যে যাচ্ছেন মোদী।

প্রশ্ন আদালতের

■ **সর্বোচ্চ আদালতে খারিজ এসএসসি চাকরিপ্রার্থী বিকাশ পাত্রর আবেদন। বিচারপতি সঞ্জয় কুমার এবং বিচারপতি অলোক আরাধের বেঞ্চ জানায়, 'আপনি অযোগ্য। আমাদের কিছু করার নেই।' এদিন শুনানিতে বিচারপতিরা প্রশ্ন করেন, অযোগ্যদের টাকা ফেরত দেওয়ার যে নির্দেশ দিয়েছিল আদালত, তা কার্যকর করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে কিনা। এসএসসির আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ৭ তারিখের পরীক্ষা নির্ঝঞ্ঝাটে মিটেছে। এরপরই বিচারপতিদের প্রশ্ন, 'আপনাদের প্রকাশ করা তালিকায় স্বচ্ছতা নেই কেন? এত কনফিউশন কেন হচ্ছে?'**

চার্জগঠনের নির্দেশ

■ **এবার গ্রুপ সি নিয়োগ মামলাতেও বড়রকম অস্বস্তিতে পড়তে চলেছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। গ্রুপ সি নিয়োগ দুর্নীতি মামলাতে পার্থ-সহ অভিযুক্ত ২৮ জনের বিরুদ্ধে চার্জগঠনের জন্য সিবিআইকে নির্দেশ দিল আলিপুর বিশেষ সিবিআই আদালত। চার্জগঠনের পর সাক্ষ্যগ্রহণের মাধ্যমে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হবে। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, এই মামলা থেকে অব্যাহতি চেয়ে আবেদন করেছিলেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তবে আদালত পার্থর আর্জি গ্রহণ করেনি।**

-বিস্তারিত শহরের পাতায়

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

I, **ABDUL MANNAN ANSARI**, S/o - Mahboob Ali Ansari alias Mahaboob Ali Ansari alias Mehboob Ali alias Mehboob Miya, R/o - 20A, Taltala Lane, PS- Taltala, Kolkata - 700016, do hereby declare that **ABDUL MANNAN ANSARI, ABDUL MANNAN** and **ANSARI ABDUL MANNAN** are same and one identical person as declared before the Learned 1st Class Judicial Magistrate at Alipore vide affidavit no. 85056 dated 09.09.2025.

নাম/ পদবী পরিবর্তন

আমি Sandip Adhikari, পিতা Late Sreecharan Adhikary, ঠিকানা-বিসি/৩, রাজারহাট রোড, জ্যাংড়া, তালতলা, ভিটিসি: রাজারহাট গোপালপুর (এম), পোস্ট: জ্যাংড়া, জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা, রাজ্য: পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড-৭০০০৫৯ নোটারি পাবলিক বিধাননগর কোর্ট, জেলা কোলকাতা এর এফিডেভিট নং ১৪০৪৬ দ্বারা Sandip Adhikary নামে পরিচিত হলাম। এফিডেভিট এর তারিখ ১১/০৯/২০২৫, Sandip Adhikari এবং Sandip Adhikary বর্তমানে এক ও অভিন্ন ব্যাক্তি হিসাবে পরিচিত হইলাম।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি, শ্রী সুরেশ চন্দ্র বিশ্বাস, পিতা- মৃত শৈলেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, সাং- মৌনিয়া, পো:- পূর্ববিষ্ণুপুর, থানা- চাকদহ জেলা- নদীয়া, পক্ষে বিগত ইং ২১/০৩/২০১২ তারিখে IV -94/2012 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তারদ্বয় ১) শ্রী কার্তিক বিশ্বাস, পিতা- মৃত গুরুপদ বিশ্বাস, ২) শ্রী শঙ্কর বিশ্বাস, পিতা- মৃত নরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, উভয়ের সাং - নেউলিয়া, পো:- পূর্ববিষ্ণুপুর, থানা - চাকদহ, জেলা - নদীয়া, মহাশয়দ্বয়, উক্ত আমমোক্তারদ্বয়ের থেকে বিগত ইং ০৭/১১/২০১২ তারিখে I - 4485/2012 নং দলিল বলে কোবলা গ্রহীতা শ্রীমতি দুর্গা রায়, স্বামী- শ্রী স্বরাজ রঞ্জন রায়, সাং- নেউলিয়া, পো:- পূর্ববিষ্ণুপুর, থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, মহাশয়া মৌজা - ১৬১ নং নেউলিয়া, খতিয়ান নং - R.S. ৫১৩, L.R. ২৩৫, দাগ নং - R.S.& L.R. ২৩০, মোট ০৪.৯৫ শতক জমি ক্রয় করেন, পরবর্তীকালে কোবলা গ্রহীতা পক্ষে বিগত ইং ০৬/০৪/২০১৬ তারিখে IV- 081/2016 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রী মোহন্ত বিশ্বাস, পিতা- মৃত বাসুদেব বিশ্বাস, সাং - বিষ্ণুপুর, পো:- পূর্ববিষ্ণুপুর, থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, মহাশয়, উক্ত আমমোক্তারের থেকে বিগত ইং ১৭/০২/২০১৭ তারিখে I - 507/2017 নং দলিল বলে কোবলা গ্রহীতা শ্রীমতি প্রতিভা বিশ্বাস, স্বামী- শ্রী বিদ্যুৎ বিশ্বাস, সাং- নেউলিয়া, পো:- পূর্ববিষ্ণুপুর, থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, মহাশয়া, উপরিউক্ত মৌজা, খতিয়ান, দাগে মোট ০৪.৯৫ শতক জমি ক্রয় করেন, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে চাকদহ B.L.&L.R.O. অফিসে আপত্তি জানাবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল **সাগর সাঁতরা,** পিতা- মৃত দুলাল সাঁতরা, ৫৩ নং শিমুলতলা মৌজায় গত ইংরাজি ০৯.১২.২০২০ তারিখে কলকাতা এ.আর.এ.-III অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৬১২৩ নং আমমোক্তার বলে মধুশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের পক্ষে এবং গত ইংরাজি ০৩.০৪.২০১১ তারিখে কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৯৭ নং আমমোক্তার বলে দেবপ্রসাদ চ্যাটার্জীর পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার গুরুপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট হইতে ৫৩ নং শিমুলতলা মৌজায় এল.আর. ৯০, ৬৬৬, ৬৯৮, ৭০৫, ৮৭১ নং খতিয়ান হইতে এল.আর. ১৬০/৮৯৪ নং দাগে .৪১০০ একর সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছি। উক্ত খতিয়ানে বা আমমোক্তার নামায় কারোর কোন প্রকার আভিযোগ থাকলে অদ্য হইতে ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে এসে যোগাযোগ করিবেন।

Sd/- Bidesh Pramanik
Advocate
WB. (F) 866/1715/2017
Krishnanagar Judge's Court

PUBLIC NOTICE

This is to inform you that my client namely **DEBASISH KAR**, S/o Tarapada Kar, by faith - Hindu, by occupation - Business, by Nationality - Indian, residing at 6B/16, Mukundapur, Near Mukunda Bhaban, Mukundapur, West Bengal - 700099, South 24 Parganas, somehow my client had lost his Original Registered General Power of Attorney on dated 20/08/2025, which was registered at D.S.R. - III, Alipore, South 24 Parganas and recorded in Book No. I, Volume No. 1603-2024, Pages from 73971 to 73984, Deed No. 160316860, in the year 2023, for that reason my client had lodged a General Diary for loss of the said Original Registered General Power of Attorney, vide G.D.E. No. 289, at Kasba Police Station on dated 04/09/2025, now my client wants to published a Public Notice regarding the same matter and during publication if any person desire to give any objection/opinion then Contact No. 9831295905 & 9830750103 and the time period will be calculated within 10 days from the date of publication in the Newspaper.

HIGH COURT CALCUTTA
SOMNATH PAL
(ADVOCATE)
CONTACT NO - 9831295905

PUBLIC-NOTICE

One Original Deed of Partition dated 11.04.1970, was executed in between Naresh Chandra Sarkar, Ramesh Chandra Sarkar, Subodh Chandra Sarkar & Paresh Chandra Sarkar, whereas **Naresh Chandra Sarkar** allocated & acquired (therein) plot of land measuring about **4 Decimal** equivalent to **2 Cottah 6 Chittak 33 Sq. Ft.** more or less, lying and situated at **Mouza- Nona,** J.L. No.- 3, Touzi No.- 107, 108, 182, 340, 3083 comprised in R.S. Dag No.- 470 under Khatian No.- 407 corresponding to L.R. Dag No.- 1421 at Police Station- Titagarh at Holding No.- 7 (3/1), Sadhu Mukherjee Road under Barrackpore Municipality, Kolkata -700122 in the District- North 24 Parganas. The said deed was duly registered in the office of S.R. Barrackpore and recorded in Book No.- I, Volume No.- 25, Page from 255 to 261, Deed being No.- **1534** for the year **1970.** The said deed has been lost & misplaced. That a General Diary being **G.D.E. No.- 50** was lodged on **01.09.2025** with **Titagarh,** Police Station in respect of said deed by my client **SHAIBAL DASGUPTA.** The said deed is not mortgaged before any bank. If anybody get the said deed, please return the same or intimate us or having any claim, may lodge a claim with us within 15 days from this date, failing which no such claim shall be entertained.

Ritu Hela
Advocate
Barrackpore Court
Mobile: 9748856804

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল **অর্জুন সাঁতরা,** পিতা- মৃত অজিত সাঁতরা, ৫৩ নং শিমুলতলা মৌজায় গত ইংরাজি ০৯.১২.২০২০ তারিখে কলকাতা এ.আর.এ.-III অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৬১২৩ নং আমমোক্তার বলে মধুশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের পক্ষে এবং গত ইংরাজি ০৩.০৪.২০১১ তারিখে কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৯৭ নং আমমোক্তার বলে দেবপ্রসাদ চ্যাটার্জীর পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার গুরুপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট হইতে ৫৩ নং শিমুলতলা মৌজায় এল.আর. ৯০, ৬৬৬, ৬৯৮, ৭০৫, ৮৭১ নং খতিয়ান হইতে এল.আর. ১৬০/৮৯৪ নং দাগে .৪১০০ একর সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছি। উক্ত খতিয়ানে বা আমমোক্তার নামায় কারোর কোন প্রকার আভিযোগ থাকলে অদ্য হইতে ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে এসে যোগাযোগ করিবেন।

Sd/- Bidesh Pramanik
Advocate
WB. (F) 866/1715/2017
Krishnanagar Judge's Court

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা, ১) শ্রী সুধীর বিশ্বাস ওরফে সুধীর কুমার বিশ্বাস, ২) শ্রী সুশীল কুমার বিশ্বাস, ৩) শ্রী সুনীল বিশ্বাস, ৪) শ্রী অনিল বিশ্বাস, ৫) শ্রী অজিত বিশ্বাস, সকলের পিতা- মৃত কৃষ্ণ চন্দ্র বিশ্বাস, সর্ব সাং - ঝাউচর, পো: পোড়াডাঙ্গা, থানা - চাকদহ, জেলা- নদীয়া, সকলের পক্ষে বিগত ইং ২০/১২/২০২২ তারিখে 263/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রী অজয় কুমার পাল, পিতা- মৃত গৌরাঙ্গ চন্দ্র পাল, সাং- গৌড়পাড়া, ২নং রাধাকৃষ্ণ কলোনী, পো: ও থানা চাকদহ, জেলা- নদীয়া, মহাশয়, উক্ত আমমোক্তারের থেকে বিগত ইং ১৮/০৫/২০২৩ তারিখে I - 2370/2023 নং দলিল বলে কোবলা গ্রহীতা শ্রী তাপস কুণ্ড, পিতা- মৃত নারায়ণ কুন্ডু, সাং- উত্তর লালপুর নতুনপাড়া, পো: ও থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, মহাশয় ২১ নং বালিয়াডাঙ্গা, খতিয়ান নং - L.R. ১৫৮, দাগ নং - R.S.&L.R. ২৬১, মোট ১৭.৭৭ শতক আমমোক্তারকৃত জমির মধ্যে ০৩.৩ শতক জমি ক্রয় করেন, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে চাকদহ B.L.&L.R.O. অফিসে আপত্তি জানাবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **মনিরুল ইসলাম মল্লিক** পিতা নূর মহম্মদ মল্লিক, সাকিম রামকৃষ্ণপুর, দশঘড়া, জামালপুর, পূর্ব বর্ধমান-৭১২৪০২, মহাশয় বিগত ইংরাজী ১৮/১০/২০১৯ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00129/2019 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী লক্ষজিৎ আদক** পিতা ৺সুধীর চন্দ্র আদক, সাকিম সাহাপুর, তারকেশ্বর, হুগলী-৭১২৪১০) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে বিগত ইংরাজী ০৬/০৯/২০২২ তারিখে এ.ডি.এস.আর., ধনিয়াখালী, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-03997/2022 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **সিরাজ শা** পিতা মেঘলাল শা, সাকিম শ্রীকৃষ্ণপুর প্রকাশ্য ফকির পাড়া, দশঘড়া, ধনিয়াখালী, হুগলী-৭১২৪০২ মহাশয়কে কমবেশী ০৩ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি।
তপশীল - জেলা হুগলী, থানা ধনিয়াখালী, মৌজা দিঘীড়, ৩১ নং জে.এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ৭৩৯ নং খতিয়ানে, ১)আর.এস. ৯৯৪ তথা হাল. এল.আর. ১১১৪ নং দাগে শুনা জমি ষোল আনায় ৭ একর ৫৩ শতক মধ্যে ০.০০৪০ অংশে কমবেশী ০৩ শতক অত্র বিক্রয় কোবালা দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **সিরাজ শা** পিতা মেঘলাল শা, তাহার খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও ধনিয়াখালী ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।
ইতি-**শ্রী লক্ষজিৎ আদক (আমমোক্তার)**

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

কোবালা গ্রহীতা:- সুরেশ শীট, পিতা স্বর্গীয় শিবু শীট, সাকিম জগদল্লা, বাঁকুড়া। **কোবালা দলিল নং:-** ২৪/০৪/২০২৩ তারিখে বাঁকুড়া A.D.S.R OFFICE এর ১৯৮৪/২৩নং দলিল। **পাওয়ার গ্রহীতা:-**শ্রী গৌরাঙ্গ পাল পিতা মিলন কুমার পাল, সাকিম জগদল্লা, বাঁকুড়া। **পাওয়ার দাতা:-** ১) চাঁপা শীট স্বামী শঙ্কর শীট ২) গৌতম শীট, ৩) উত্তম শীট, উভয়ের পিতা শঙ্কর শীট, সাকিম জগদল্লা, বাঁকুড়া, ৪) বিদ্যুৎ বরণ-শীট, ৫) রাজীব শীট, ৬) মানিক শীট, সর্ব্বপিতা বিনোদ বিহারী শীট, ৭) শ্যামলী শীট, স্বামী সুবোধ শীট, সর্ব্ব সাকিম জগদল্লা, বাঁকুড়া, ৮) মায়া কারক, স্বামী বাউরী দাস কারক, ৯) মমতা পাল, স্বামী কালিপদ পাল, ১০) বন্দনা নন্দী, স্বামী সত্যপদ নন্দী, সাকিম লক্ষ্মীজনাদনপুর, ছাতনা, জেলা বাঁকুড়া ১১) কল্পনা নন্দী, স্বামী বরেন নন্দী, সাকিম মানকানালী, বাঁকুড়া, ১২) বুবু ধুয়া, স্বামী কাঁলিপদ ধুয়া, সাকিম ছাতনা, জেলা বাঁকুড়া, ১৩) কবিতা শীট, স্বামী দুর্গাপদ শীট, ১৪) সোমনাথ শীট, পিতা দুর্গাপদ শীট, সাকিম বড়কুড়া, শালবনী, বাঁকুড়া, ১৫) মীরা শীট, স্বামী সুকু শীট ওরফে সুকদেব শীট, ১৬) পদ্মা পাত্র (শীট), স্বামী অশোক পাত্র, ১৭) সঞ্জীত শীট, ১৮) শ্রী অশ্বিনী শীট, উভয়ের পিতা সুকু শীট ওরফে সুকদেব শীট, ১৯) শ্রীমতী আরতী দে, স্বামী-শ্রী হেমন্ত দে, সাকিম মানকানালী, বাঁকুড়া, **পাওয়ার নং:-** ২১২৮/২২ ও ২৪২১/২২। **তপশীল** :- মৌজা:- ধলডাঙ্গা, জে.এল. নং:- ১৯৪, দাগ নং:- ৫৭৯ খতিয়ান নং:৪৫, ২৩৮৬, ২৩৮৭, ২৩৮৮, ২৩৮৯, ২১৩, ৯৬১, ২৩৩ **মোট ০.০৫৬২ একর** জায়গা। উক্ত জমিনে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বাঁকুড়া BL & L.R.O-1 অফিসে অভিযোগ জানাবেন অন্যথায় আমার মক্কেল তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন।

Sukumar Mallick (Advocate)
District Judge's Court, Bankura
E. No. 340/2001 of W.B

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **শ্রীমতী চন্দ্রলেখা বারুই** স্বামী ৺লোকনাথ বারুই, সাকিম বাহাদুরপুর, বেলমুড়ি, ধনিয়াখালী, হুগলী-৭১২৩০২, মহাশয়া বিগত ইংরাজী ২২/০৫/২০২৩ তারিখে ডি.এস.আর.-II, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-01660/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**সৌকত সরকার** পিতা সাজেদ সরকার, সাকিম কাগনান, মাকালপুর, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি বিগত ইংরাজী ৩০/০৫/২০২৩ তারিখে ডি.এস.আর.-II, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-01782/2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **ফিরোজ মোল্লা** পিতা ওহাব মোল্লা, জামপুর (দক্ষিণ দাদপুর), পুইনান, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫, মহাশয়কে ০৪.৮৮ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি।
তপশীল - জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, মৌজা পশ্চিমশিকটা, সাবেক ৩১ হাল ৩৮ নং জে.এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ৭৪৬ নং খতিয়ানে, হাল. এল.আর. ৯৮ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৬১ শতক মধ্যে ০.৩২৭৯ অংশে ২০ শতক তন্মধ্যে ০৪.৮৮ শতক সম্পত্তি অত্র বিক্রয় কোবালা দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **ফিরোজ মোল্লা** পিতা ওহাব মোল্লা, তাহার খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।
ইতি-**সৌকত সরকার (আমমোক্তার)**

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **শ্রীমতী অনিন্দিতা মুখার্জ্জী ওরফে অনিন্দিতা গোস্বামী** স্বামী শ্রী সুজয় গোস্বামী, পিতা ৺তুহিন মুখার্জ্জী ওরফে তুহিন মুখোপাধ্যায়, সাকিম কোয়ার্টার নং কে-৬, শ্যামলী কলোনী, ডোরান্ডা, রাঁচী, ঝাড়খন্ড-৮৩৪০০২ মহাশয়া বিগত ইংরাজী ২৩/১২/২০১৯ তারিখে এ.ডি.এস.আর., ধনিয়াখালী, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00040/2019 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**শ্রীমত্যা মিনতী মুখার্জ্জী** স্বামী ৺তুহিন মুখার্জ্জী ওরফে তুহিন মুখোপাধ্যায়, সাকিম গুড়াপ, হুগলী-৭১২৩০৩) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে, উক্ত সম্পত্তির অপর শরিকগণ যথাঃ **১)শ্রী অতনু মুখার্জ্জী,** পিতা ৺তুহিন মুখার্জ্জী ওরফে তুহিন মুখোপাধ্যায়, **২)শ্রীমত্যা সোমা মুখার্জ্জী** স্বামী ৺অহিন মুখার্জ্জী ও **৩)শ্রী আবীর মুখার্জ্জী** পিতা ৺অহিন মুখার্জ্জী, সকলের সাকিম গুড়াপ, হুগলী-৭১২৩০৩ মহাশয়/মহাশয়ার সহিত যৌথ ভাবে
তপশীল - জেলা হুগলী, থানা গুড়াপ, মৌজা বালিদহ, ১২৫ নং জে.এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ১২৮ নং খতিয়ানে, ১)ক)আর.এস. তথা হাল. এল.আর. ৭৫৯/১০৫৪ নং দাগে শালি জমি ০৪.৭৫ শতক এবং খ)আর.এস. তথা হাল. এল.আর. ৭৫৯ নং দাগে শালি জমি ১৮ শতক, একুনে দুইটি দাগে মোট ২২.৭৫ শতক সম্পত্তি I-04542/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী কৌস্তভ ঘোষ,** পিতা শ্রী হরপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়কে এবং ২)ক)আর.এস. তথা হাল. এল.আর. ৭৫৯/১০৫৪ নং দাগে শালি জমি ০৪.৭৫ শতক এবং খ)আর.এস. তথা হাল. এল.আর. ৭৫৯ নং দাগে শালি জমি ১৮ শতক, একুনে দুইটি দাগে মোট ২২.৭৫ শতক সম্পত্তি I-04543/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী সৌষ্ঠভ ঘোষ,** পিতা শ্রী হরপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়কে, একুনে দুইটি পৃথক পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে বিগত ইংরাজী ২৩/০৫/২০২৫ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাদ্বয় **১)কৌস্তভ ঘোষ,** পিতা শ্রী হরপ্রসাদ ঘোষ ও **২)শ্রী সৌষ্ঠভ ঘোষ,** পিতা শ্রী হরপ্রসাদ ঘোষ, তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও ধনিয়াখালী ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।
ইতি-**সৌকত সরকার (আমমোক্তার)**

বিজ্ঞপ্তি

আমি বিফল সর্দার, পিতা- দয়াল সর্দার, সাং- মিরাইপুর, পোঃ- দীঘা, থানা- নাকাশিপাড়া, জেলা- নদীয়া, আমার নদীয়া জেলার নাকাশিপাড়া থানার ৯৬ নং দীঘা মৌজায় দাগ নং R.S ও L.R 82, শ্রেণী আউশ, পরিমাণ ৩৫.৩৩ শতক জমির মধ্যে ৩৩.৩৩ শতক ও ওই একই মৌজায় ৮৮ নং দাগে ৩ শতক একুনে ৩৬.৩৩ শতক জমি আমি অন্যত্র জমি ক্রয় করিবার জন্য সত্বর বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। যদি কোন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ উক্ত জমিটি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হয়েন, তাহলে আমার উপরোক্ত ঠিকানায় বা ৯৭৪৯৫৭৭৬৪৩ নম্বরে যোগাযোগ করিবেন। এই মর্মে গত ২৬.০৮.২০২৫ তারিখে এই সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিলাম, কিন্তু আদিবাসী সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি তাহা কিনিতে আসেন নাই। তাই পুনরায় এই বিজ্ঞপ্তি দিতেছি, যাহাতে আদিবাসী ছাড়াও অন্য যে কারও কাছে জমিটি বিক্রয় করিতে পারি।

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল, শ্রীমতী সোনালী বাউরী পিতা- শ্রী দুলাল বাউরী (স্বামী- শ্রী বাপ্পা দাস) সাং- খাতড়া (জলডোবরা), পোষ্ট- খাতড়া, থানা- খাতড়া, জেলা- বাঁকুড়া, পঃ বঃ। গত ইংরাজী ১৩/১০/২০২৩ তারিখে Khatra A.D.S.R Office এ রেজিষ্ট্রীকৃত ০১০৪০৩৩৭৭/২০২৩ নম্বর কোবালা দলিল মূলে ক) শ্রীমতী তপতী বোস স্বামী- শ্রী আদিত্য কুমার বোস, সাং- বিষ্ণুপুর, পোঃ ও থানা- বিষ্ণুপুর, জেলা-বাঁকুড়া, পঃ বঃ। খ) শ্রীমতী তাপসী সিনহা স্বামী- শ্রী স্বরাজ সিনহা, সাং ও পোঃ- ভাদুল, থানা ও জেলা- বাঁকুড়া, পঃ বঃ। গ) শ্রীমতী বর্নালী দাস স্বামী- শ্রী স্বপন কুমার দাস, সাং ও পোঃ- বারাসাত, থানা- বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পঃ বঃ। এদের পক্ষে নিযুক্তীয় আমমোক্তারগন ১) শ্রী মানিক মিত্র ২) শ্রী দেবব্রত মিত্র উভয়ের পিতা- ৺অনাথবন্ধু মিত্র উভয়ের সাং- খাতড়া, পোষ্ট ও থানা- খাতড়া, জেলা-বাঁকুড়া, পঃ বঃ, এদের দ্বারা গত ইংরাজী ২০০৪ সালে Khatra A.D.S.R অফিসে রেজিষ্ট্রী কৃতঃ Book-IV-15/2004 নম্বর আমমোক্তার নামা দলিল মূলে জেলা বাঁকুড়া অধীন থানা খাতড়া অর্ন্তগত ১৯৮ নম্বর জে.এল ভুক্ত ভুরুডাঙ্গা মৌজার L.R- ৫ নম্বর খতিয়ানে সাবেক R.S ও হাল L.R- ১০০ দাগে উক্ত আমমোক্তার দাতাগনের স্বত্বাংশ হইতে ১.৫০ শতক জায়গা ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত জমিনে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া আগামী ৩০ দিনের মধ্যে খাতড়া B.L & L.R.O Office এ অভিযোগ জানাইবেন। অন্যথায় আমার মক্কেল তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন।

গৌতম কুমার সাহু, এ্যাড্‌ভোকেট, খাতড়া কোর্ট
Enrolment No-WB/138/1999

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১৩ ই সেপ্টেম্বর । ২৭ শে ভাদ্র । শনি বার। যস্ঠি তিথী। জন্মে বৃষ রাশি। অষ্টোত্তরী রবি র মহাদশা বিংশোত্তোরী রবি র মহাদশা কাল। মৃতে ত্রিপাদ দোষ সকাল ১১/১৩ র পর চতুষ্পাদ দোষ।

মেষ রাশি : সাধারণ মানের দিন। গ্রহ অবস্থান একপ্রকার। বিদ্যার্থীদের জন্য সুখবর আছে, তবে ধৈর্য রাখতে হবে। গৃহবধূদের নিজস্ব সঞ্চয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসা-বাণিজ্যে এক প্রকার ধৈর্য রাখতে হবে। জমি বাড়ি বাস্তু সম্পর্কেও মধ্যাবস্তা, শুভ অশুভ মিশে থাকবে। কোন ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য বিষয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। মা তারার নাম করুন এবং হলুদ দান করুন তারা মায়ের চরণে। শুভ নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : শারীরিক দিক থেকে সুস্থতার লক্ষণ প্রবীণ নাগরিকদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে যারা মাছের ব্যবসা করেন, যারা কাগজ- বস্ত্র বিক্রয় করেন তাদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে প্রতিবেশীর দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তি যোগ বিদ্যমান। গৃহবধূ রা নতুন বাণিজ্যের পরিকল্পনা করলে, আজকের দিনটি অত্যন্ত শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। দুশ্চিন্তা শুধু যারা যানবাহনের ব্যবসা করেন তাদের। ধৈর্য রাখুন ।ভগবান শিবের চরণে ১০৮ বিল্লোপত্র দিন প্রদীপ জ্বালুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মিথুন রাশি : জ্ঞান বর্ধক দিন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন কোন মামলা-মোকদ্দমায় জয়ের ইঙ্গিত। বাড়ি বাস্তু জমিতে শুভ। ব্যবসায়িক যে যোগাযোগ হাতের বাইরে চলে গিয়েছিলে, আবার তা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা। নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে যাওয়ার শুভ লক্ষণ। ধৈর্য ধরে চিন্তা করে মানুষের সঙ্গে আচার ব্যবহার করুন নিশ্চয়ই আজ নতুন কোন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। বিদ্যার জন্য শুভ প্রেমিক যুগল শান্তির বাতাবরণ। দেবী মা দুর্গার চরণে ১০৮ রক্ত জবা নিবেদন করুন নিজের নাম গোত্র সহ।

কর্কট রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। যারা বিদ্যার্থী যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন, গবেষণায় আছেন, তাদের নতুন কোন সূত্র পাওয়া যাবে। লেখালেখি যারা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অভিনয় শিল্পকলার মধ্যে যারা আছেন তাদেরও সম্মান প্রাপ্তি যোগ। বান্ধবী বান্ধব দ্বারা ছোট ভ্রমণ। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র নিবেদন করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : যে প্রবীণ নাগরিককে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি তা পালন করার জন্য আজ শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। যে বন্ধুর দ্বারা আপনি উপকৃত হবার কথা ভেবেছিলেন, আজ নিশ্চয়ই তা পাওয়া যাবে। বাণিজ্যে অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বাণিজ্যে নতুন পথের সহযোগিতা। প্রবীণ নাগরিকদের শরীর সুস্থ হয়ে উঠবে। ভগবান গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা প্রদান করুন নিশ্চিত শুভ বৃদ্ধি হবে।

কন্যা রাশি : যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন, যারা খাদ্যদ্রব্যের দোকান পরিচালনা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথের সন্ধান। আয় বৃদ্ধি অর্থবৃদ্ধি সম্পদ বৃদ্ধির এক যোগ। নিশ্চিত দূর ভ্রমণ হতে পারে প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের অতীব শুভ। ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন।

তুলা রাশি : প্রেমে সফলতা নিশ্চিত। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পিতা-মাতাকে প্রণাম করে বাড়ি থেকে বেরোন। আজ কর্মে শুভ যোগাযোগ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে ভুল বুঝেছিল, তা নিজে থেকেই শুধরে নেবেন। আজ ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের শুভ। তবে প্রতিবেশী থেকে সতর্ক থাকা ভালো। । দেব দেব মহাদেবের শিবলিঙ্গের উপর মধু দুগ্ধ ঘৃত শর্করা দধি এই পঞ্চামৃত নিবেদন করুন। শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ খুব ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বান্ধব এবং পরিবারে তর্ক-বিতর্ক। যানবাহন নিয়ে বিপদ বাড়বে। নৌ ভ্রমণ জল ভ্রমণ না করা ভালো। প্রতিবেশীর সাথে বিবাদ এর সম্ভাবনা প্রবল। জমি বাড়ি বাস্তুকে কেন্দ্র করে বিবাদ। প্রবীণ নাগরিক যিনি আপনাকে উপদেশ দেন। তার কথা অমান্য করা শুভ নয়। । আজ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদানে মহাসুখ।

ধনু রাশি : আজকের দিনটা সতর্ক থাকতে হবে, দুপুর ১২ টা পর্যন্ত গ্রহ সংস্থান আপনার পক্ষে থাকবে। দুপুর ১ টার পরে দুর্বল গ্রহ যুগে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল ফ্ল্যাটে বাড়িতে বাস্তুতে যেখানে থাকেন তার আশেপাশে, গুপ্ত শত্রু আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ। ব্যবসায়ীদের ধৈর্য ধরতে হবে।। ২১ টি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিন, বাড়ির গৃহ মন্দিরে।

মকর রাশি : প্রবীণ মানুষের সহযোগিতায় নতুন বাণিজ্যের পথ পাওয়া যাবে। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন, তাদের শুভ বৃদ্ধি হবে। যারা কুটির শিল্প বা বাড়িতে কোন রকম কাজকর্মে আছেন, যেখানে লোহা আছে, অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। প্রেমিক যুগলের জন্য অত্যন্ত শুভ দিন। আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা। দেব-দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিশ্ব পত্র প্রদানে মহাসুখ প্রাপ্তি।

কুম্ভ রাশি : শুভ দিন। বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা নেই। অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। সম্মান প্রাপ্তির যোগ। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা বিশেষ সহযোগিতা প্রাপ্ত করা যাবে। গৃহ মন্দিরে নটি প্রদীপ জালুন। শুভ হবে।

মীন রাশি : ভয়-ভীতি যোগ রয়েছে গ্রহ সংস্থানে। মনের মধ্যে অহেতুক ভয় আসবে। মানসিকভাবে দুর্বলতা দেখা যাবে। গৃহ মন্দিরে একুশ টি প্রদীপ প্রজ্বলন করুন শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। যানবাহন নিয়ে বিশেষ বিবাদ বিতর্ক। সতর্ক থাকা ভালো।

(বিপ্লবী যতীন দাসের প্রয়াণ দিবস। কবি রজনীকান্ত সেনের মৃত্যু দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ **৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ **৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।**

A2Advantage Ad Agency,
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), **৯৪৩৪২৫২৫০৪,** maatara.adagency@gmail.com

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, **ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮**

গুলশান কলোনিতে লুটপাট, দখলদারি নিয়ে লড়াই চলছে, দাবি অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: কসবা বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনস্থ আনন্দপুরের গুলশান কলোনিতে লুটপাট, দখলদারি নিয়ে লড়াই চলছে। শুক্রবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই দাবি করলেন প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যে গুলশান কলোনির অটো স্ট্যান্ডে শুরু হয় দুষ্কৃতী তাণ্ডব। অভিযোগ, একের পর এক গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। আতঙ্কে দোকানপাট বন্ধ করে দেন দোকানদারেরা। গুলশান কলোনিতে দুষ্কৃতী তাণ্ডব নিয়ে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, কলকাতাকে মমতা ব্যানার্জি মিনি পাকিস্তান বানিয়ে দিয়েছেন। এই কাজে তাঁকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করছেন পুলিশ কমিশনার মনোজ বর্মা। তাঁর দাবি, অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গা এবং পাকিস্তানীদের নিরাপদ আশ্রয় হচ্ছে এই গুলশান কলোনি। এখানে লুটপাট, দখলদারি নিয়ে লড়াই চলছে। তাঁর অভিযোগ, গুলশান কলোনি মিনি পাকিস্তান কিংবা মিনি বাংলাদেশে পরিণত হয়েছে। ওখানে জলাভূমি ভরাট করে রোহিঙ্গাদের বিক্রি করা হচ্ছে। পুকুর ভরাট কিংবা জমিজমা বিক্রি নিয়ে ওখানে সুশান্ত ঘোষ এবং জাভেদ খানের ছেলের কাজিয়া তুঙ্গে। বিজেপি নেতা আরও দাবি করেন, গুলশান কলোনির আশপাশে অস্ত্র তৈরির কারখানা আছে। তাছাড়া মমতার সরকার টিকে আছে একমাত্র রোহিঙ্গা এবং অনুপ্রবেশকারীদের ভরসায়।

পুজোর আগে শহরে যাতায়াত ব্যবস্থা সহজ করতে তৎপর প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুজোর আগে পুজোর বাজারও যাতে নির্বিঘ্নে করা যায় তা নিশ্চিত করতে তৎপর কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি। আর সেই কারণে ইতিমধ্যেই শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সেতু ও রাস্তার সংস্কারকাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। ইএম বাইপাসের চালাই ব্রিজ সম্প্রসারণ এবং ৪ নম্বর ব্রিজের কাজ শেষ হওয়ার পর এবার শিয়ালদহ উড়ালপুলের রাস্তা মেরামতির কাজ শুরু হচ্ছে পুরোদমে।

গত কয়েক মাসের টানা বর্ষণে শিয়ালদহ উড়ালপুলের অবস্থা বেহাল হয়েছিল। সেই জায়গাতেই এখন ৫০ মিমি পুরু বিটুমিনাস ম্যাকাডাম স্তর দেওয়া হচ্ছে, যার উপর বসবে আরও একটি ২৫ মিমি পুরু ম্যাস্টিক স্তর। কেএমডিএ-র তরফে জানানো হয়েছে, তারা আশা করছেন, সোমবারের মধ্যেই এই বিটুমিনাস স্তরের কাজ শেষ হয়ে যাবে।

শিয়ালদহ ছাড়াও শহরের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উড়ালপুলের সারাইও শেষ হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে আলিপুর চিড়িয়াখানার কাছে মা সারদামণি সেতুর দক্ষিণমুখী অ্যাপ্রোচ র‍্যাম্প, জিরাট ব্রিজ এবং জীবনানন্দ সেতুর ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা। একইসঙ্গে বাঘাযতীন রেল ওভারব্রিজের দুই দিকের সংস্কারও সম্পূর্ণ হয়েছে। শুধু রাস্তা নয়, উড়ালপুলগুলির রেলিংয়েও চলছে নতুন রঙের প্রলেপ।

কেবল কলকাতা নয়, হাওড়ার একাধিক রাস্তারও নবীকরণ হচ্ছে। বেহাল অবস্থার কারণে দুই চাকার গাড়ি চালকদের জন্য বিপজ্জনক হয়ে ওঠা বেনারস রোড ও বেলিলিয়াস রোডের সারাই চলছে জোরকদমে। যদিও আরও কয়েকটি রাস্তার মেরামতির কাজ শুরু করার জন্য এখনও অর্থনৈতিক অনুমোদনের অপেক্ষা করছে কর্তৃপক্ষ।

শহরবাসীর কেনাকাটা সহজ করতে পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ দপ্তর ঘোষণা করেছে 'শপিং স্পেশ্যাল' বাস পরিষেবা। যা দুর্গাপুজোর প্রায় ১৫ দিন আগে থেকেই এই বিশেষ পরিষেবা চালু হবে। শনিবার ও রবিবার-সহ ছুটির দিনে দুপুর ১২টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত চলবে বাসগুলো। মূলত কেনাকাটার ভিড়ে যাত্রীদের বাড়ি ফেরার দুর্ভোগ কমাতেই এই উদ্যোগ। এছাড়াও পঞ্চমী থেকে নবমী পর্যন্ত চলবে বিশেষ নাইট বাস পরিষেবা। পুজোর কেনাকাটা থেকে শুরু করে প্যান্ডেল হপিং, নাগরিকদের যাতায়াত যাতে নির্বিঘ্ন হয়, তার দায়িত্ব নিচ্ছে প্রশাসন।

ডিজিটাল সাকসেস সামিট: ২০২৫ পূর্ব ভারতের ডিজিটাল ভবিষ্যতের রূপরেখা স্পষ্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি আর কেবল প্রযুক্তির সহায়ক নয়, বরং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল চালক; এই বার্তাই উঠে এল শুক্রবার কলকাতায় আয়োজিত পূর্ব ভারতের বৃহত্তম এআই ও ডিজিটাল গ্রোথ সম্মেলন ডিজিটাল সাকসেস সামিট ২০২৫-এ। চতুর্থ বর্ষের এই সম্মেলনে অংশ নিলেন ৫০০-র বেশি পেশাদার, যার মধ্যে ছিলেন ৪০০-রও বেশি সিইও, ভাইস প্রেসিডেন্ট, উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারী। আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল এআই-নির্ভর ব্যবসায়িক রূপান্তর, সাইবার সিকিউরিটি, এবং ডেটা-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

আয়োজক ইন্ডাস নেট টেকনোলজিস-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও অভিষেক রুঙ্গটার বক্তব্য, এআই ও ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি শুধু উদ্ভাবন নয়, বরং দ্রুত ব্যবসা বিস্তারেরও হাতিয়ার। সংস্থার ডিরেক্টর শান্তনু মুখার্জি বলেন, ডেটা-ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা ও প্রযুক্তি-চালিত সিদ্ধান্ত ভারতের ডিজিটাল অর্থনীতিকে নতুন গতি দিচ্ছে। বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাত্যাত পান্ডা, উমেশ ভুতোড়িয়া, সুশোভন মুখার্জি, মানিশ বিজ, অরিন্দম দত্ত ও অলোক মজুমদার।

এটিএম-এ কুড়িয়ে পাওয়া টাকা ফেরত দিয়ে সততার নজির গড়লেন এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মহেশতলা: মহেশতলা থানার অন্তর্গত বাটানগরের বাসিন্দা, পেশায় চাল ব্যবসায়ী বিৎপল রায় সম্প্রতি মহেশতলা পুরসভার পুরনো বিল্ডিংয়ের নিচে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এটিএম থেকে টাকা তুলতে গিয়েছিলেন। সেই সময় তার সঙ্গে তার হাতে ছিল একটি ১৫ হাজার ৩০০ টাকার একটি প্যাকেট। সেই টাকার প্যাকেটটি তিনি এটিএম এর উপরে রেখে তড়িঘড়ি তিনি টাকা তুলতে গিয়ে ভুলে ওই প্যাকেটটি এটিএম এর উপর ভুলে চলে যান। পেশায় চাল ব্যবসায়ী বিৎপল বাবু যখন টাকার হিসাব মেলাতে যান, তখন বুঝতে পারেন তার কাছে থাকা ১৫,৩০০ টাকার প্যাকেটটি নেই। সম্বিত ফিরতেই তার মনে পড়ে তিনি এটিএমে টাকার প্যাকেটটি ফেলে রেখে এসেছেন। ততক্ষণে সময় গড়িয়েছে অনেকটাই। তাই যা হওয়ার ঠিক তাই হয়েছিল। বিৎপল বাবু এটিএম এ গিয়ে দেখেন তার রাখা প্যাকেটটি এটিএমে আর নেই। একপ্রকার অনিচ্ছাকৃতই তিনি বন্ধুর পরামর্শে মহেশতলা থানায় এই বিষয়ে একটি জেনারেল ডায়েরি করতে যান। তখনই তিনি জানতে পারেন সুহৃদয় কোনও এক ব্যক্তি প্যাকেট সমেত সমস্ত টাকাই মহেশতলা থানায় জমা দিয়ে গেছেন।

ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সুকান্ত সরদার নামে বজবজের রামেশ্বরপুরের এক ব্যক্তি ওই টাকার প্যাকেটটি পেয়ে মহেশতলা থানায় ফোন নম্বর দিয়ে জমা করে গিয়েছিলেন।

পেশায় বেসরকারি ফার্মে কর্মরত ওই ব্যক্তির ওই মুহূর্তে মনে হয়েছিল কেউ না কেউ এই টাকার প্যাকেটটি পেতই। থানায় জমা দিলে যার প্রাপ্য টাকা সে হয়তো ফেরত পেয়ে যেতে পারে। আর সেই ভাবনাতেই থানায় টাকার প্যাকেটটি তিনি জমা করেন। মহেশতলা থানার মেজ বাবু সজল রায় সুকান্ত সরদারকে ফোন করে জানান, আপনি একটু থানায় আসুন প্লিজ। পুলিশের কাছে জানতে চাইলে থানার পক্ষ থেকে জানানো হয়, আপনি যে টাকাটা জমা করে গিয়েছিলেন তার মালিককে আমরা চিহ্নিত করেছি। আপনি নিজেও এসে তাকে একবার দেখে যান। মেজবাবু সজল রায়ের উপস্থিতিতেই চাল ব্যবসায়ীর ওই টাকাটা ফেরত দেওয়া হয়। স্বাভাবিকভাবেই টাকার প্যাকেটটি ফেরত পাওয়ায় তিনি একদিকে যেমন সুকান্ত সরদারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন ঠিক তেমনি পুলিশের ভূমিকাকেও কুর্নিশ জানিয়েছেন।

পুজোর পর এসআইআর, আসছেন সিনিয়র ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুজোর পরেই রাজ্যে ভোটার কার্ডের বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) হবে, তা কার্যত নিশ্চিত করে দিল নির্বাচন কমিশন। কমিশন সূত্রে খবর, আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর রাজ্যে আসছেন সিনিয়র ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী। এরপর ১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বর তিনি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সব জেলার নির্বাচনী আধিকারিকদের সঙ্গে জরুরি বৈঠক করবেন। ওই বৈঠকে এসআইআর নিয়ে প্রস্তুতির বর্তমান অবস্থা খতিয়ে দেখা হবে।

শুধু বৈঠক নয়, কমিশনের এই শীর্ষ আধিকারিক কয়েকটি জেলায় সরেজমিনে গিয়ে প্রস্তুতি পর্যালোচনাও করবেন। তারপর ২০ সেপ্টেম্বর তিনি দিল্লি ফিরে যাবেন। কমিশন সূত্রে স্পষ্ট, দুর্গাপুজোর পরেই রাজ্যে শুরু হবে এসআইআর।

গত কয়েকদিন ধরে শাসকদলের পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছিল, রাজ্যে আপাতত এসআইআর হচ্ছে না। সেই জল্পনা কার্যত খারিজ করে দিয়েছে কমিশনের এই সিদ্ধান্ত। জানা গিয়েছে, ২৩ বছর পর ফের বিশেষ সারসংকলন রিভিশন হতে চলেছে বাংলায়। যাতে রাজ্যের মানুষের উৎসবের আনন্দে কোনও বিঘ্ন না ঘটে, তাই লক্ষ্মীপুজোর পরেই প্রকাশিত হবে এসআইআরের নির্ঘণ্ট।

বিশেষ পরিষেবা মেট্রো হলুদ লাইনে

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা মেট্রো রেল আজ ও রবিবার হলুদ লাইনে পরিষেবা চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে প্রতি শনিবার ৪৪টি পরিষেবা (২২টি আপ ও ২২টি ডাউন) এবং প্রতি রবিবার ৪০টি পরিষেবা (২০টি আপ ও ২০টি ডাউন) চালানো হবে। শনিবার নোয়াপাড়া থেকে প্রথম মেট্রো ছাড়বে সকাল ৭টা ৩৫ মিনিটে এবং জয়হিন্দ বিমানবন্দর থেকে সকাল ৮টায়। শেষ ট্রেন ছাড়বে রাত ৮টা এবং বিমানবন্দর থেকে রাত ৮টা ২০ মিনিটে। রবিবার নোয়াপাড়া থেকে প্রথম মেট্রো ছাড়বে সকাল ৮টা ৩৫ মিনিটে এবং বিমানবন্দর থেকে সকাল ৯টায়। শেষ পরিষেবা মিলবে সন্ধ্যা ৭টা ৫০ মিনিট ও রাত ৮টা ১০ মিনিটে।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৭ ভাদ্র ১৪৩১ শনিবার

ফের ভর্ৎসনার মুখে রাজ্য

টাকা ফেরানোর ইস্যুতে সুপ্রিম কোর্টে প্রশ্নের মুখে এসএসসি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সর্বোচ্চ আদালতে খারিজ এসএসসি চাকরিপ্রার্থী বিকাশ পাত্রর আবেদন। বিচারপতি সঞ্জয় কুমার এবং বিচারপতি অলোক আরাধের বেঞ্চ জানায়, 'আপনি অযোগ্য। আমাদের কিছু করার নেই।'

টাকা ফেরতের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে কিনা তা নিয়েও জানতে চান বিচারপতিরা। এই প্রসঙ্গে এসএসসির আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতকে জানান, ৭ তারিখের পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এরপরই বিচারপতিরা প্রশ্ন করেন, 'আপনাদের দেওয়া তালিকায় স্বচ্ছতা নেই কেন? এত কনফিউশন কেন হচ্ছে?' প্রসঙ্গত, এসএসসি-র পরপর মামলায় বিরক্ত সুপ্রিম কোর্টও। দাগিদের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, সুপ্রিম কোর্টকে তাও জানিয়েছে এসএসসি। এসএসসি-র আইনজীবী জানান, দাগি অযোগ্যদের অ্যাডমিট কার্ড বাতিল করা হয়েছিল।

এসএসসির উদ্দেশ্যে এর আগে এক মামলায় বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের স্পষ্ট প্রশ্ন ছিল, সব 'দাগি অযোগ্য'দের বাদ দেওয়া হয়েছে তো? এসএসসির আইনজীবী জানান, বাদ দেওয়া হয়েছে।

এসএসসির বিজ্ঞপ্তি চ্যালেঞ্জ নিয়ে করা মামলা খারিজও করে দিয়েছিল আদালত। সুপ্রিম কোর্ট মন্তব্য করেছিল, নিয়োগ প্রক্রিয়ায়

এসএসসি-র নীতিগত সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ না। এবার আরও এক মামলায় খারিজ হয়ে গেল চাকরিপ্রার্থীর আবেদন।

তবে এদিন টাকা ফেরানোর ইস্যুতে সুপ্রিম কোর্টে প্রশ্নের মুখে স্কুল সার্ভিস কমিশন। দাগিদের থেকে টাকা ফেরত নেওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে শীর্ষ আদালত। বৃহস্পতিবার এ ব্যাপারে শীর্ষ আদালত স্পষ্ট জানতে চায়, টাকা ফেরতের প্রক্রিয়া কত দূর এগিয়েছে। উত্তরে রাজ্যের তরফ থেকে জানানো হয়, টাকা ফেরতের প্রক্রিয়া শুরুই হয়নি। সূত্রের খবর, শুনানিতে রাজ্যের আইনজীবীর উপর ক্ষোভ প্রকাশ করে শীর্ষ আদালত। এরপরই ওই টাকা কখন কীভাবে ফেরতের প্রক্রিয়া শুরু হবে তা জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয় দেশের শীর্ষ আদালতের তরফে।

এদিকে কলকাতা হাইকোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ ছিল যাঁরা দাগি, যাঁরা দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে চাকরি পেয়েছেন তাঁদের বেতন দ্রুত সুদ সমেত ফেরত দিতে হবে। এই নির্দেশ বলবৎ থাকে সুপ্রিম কোর্টেও। কিন্তু তারপরেও জেলাশাসকদের মাধ্যমে টাকা ফেরতের যে প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কথা ছিল তা শুরু হয়নি। এবার এই ইস্যুতেই সুপ্রিম কোর্টে ভর্ৎসনার মুখে পড়ল রাজ্য সরকার। রাজ্যের আইনজীবীকে উদ্দেশ্য করে সুপ্রিম কোর্ট পরিষ্কার জানিয়ে দেয় কেন টাকা ফেরতের প্রক্রিয়া শুরু হয়নি কেন তার ব্যাখ্যা দিতে হবে।

একইসঙ্গে এসএসসির নতুন পরীক্ষা নিয়েও এদিন দীর্ঘক্ষণ কথা হয় শুনানিতে। ইতিমধ্যেই গত রবিবার এসএসসি-র নবম-দশমের পরীক্ষা হয়েছে। এরপর আগামী রবিবার রয়েছে একাদশ দ্বাদশের পরীক্ষা। এই পরীক্ষাতেও দাগি-যোগ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের ভর্ৎসনার মুখে পড়েছে রাজ্য সরকার। বেশ কিছু অযোগ্য প্রার্থীর পরীক্ষায় বসার অভিযোগ রয়েছে। তা নিয়েও রাজ্যের কাছে ব্যাখ্যাও চেয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

গ্রুপ সি নিয়োগ দুর্নীতি: পার্থ-সহ অভিযুক্ত ২৮ জনের বিরুদ্ধে চার্জগঠনের নির্দেশ

'আমি নির্দোষ, রেহাই দিন', আদালতে করুণ আর্জি প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এবার গ্রুপ সি নিয়োগ মামলাতেও বড় রকম অস্বস্তিতে পড়তে চলেছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। গ্রুপ সি নিয়োগ দুর্নীতি মামলাতে পার্থ-সহ অভিযুক্ত ২৮ জনের বিরুদ্ধে চার্জগঠনের জন্য সিবিআইকে নির্দেশ দিল আলিপুর বিশেষ সিবিআই আদালত। চার্জগঠনের পর সাক্ষ্যগ্রহণের মাধ্যমে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হবে। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, এই মামলা থেকে অব্যাহতি চেয়ে আবেদন করেছিলেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তবে আদালত পার্থর আর্জি গ্রহণ করেনি।

এদিকে শারীরিক অসুস্থতার কারণে এখন একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন পার্থ। সেখান থেকেই এদিন আদালতের শুনানিতে ভার্চুয়ালি হাজির করানো হয় তাঁকে। এদিন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী দাবি করেন, 'আমি কাউকে সুপারিশ করে কোথাও বসাইনি। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী হয়েছে।' বিচারক তখন বলেন, 'রি-শাফেল করার অভিযোগ রয়েছে। সরানো হয়েছিল

একজনকে। পরামর্শদাতার আগেই সরানোর অভিযোগ।' পার্থর আইনজীবী তখন বলেন, 'যাঁকে আমার মক্কেল সরিয়েছিলেন বলে অভিযোগ, তিনি নিজেও এই মামলায় অভিযুক্ত।' প্রত্যুত্তরে সিবিআইয়ের আইনজীবী বলেন, 'একজনের সঙ্গে অন্যজনের যোগসাজশের কথা আমরা তদন্তে তুলে ধরেছি।'

এদিন বিচারক জানতে চান, 'কেন নিয়োগ হয়েছিল?' যার জবাবে সিবিআই আইনজীবী বলেন, 'এই নিয়োগগুলি হয়েছিল অন্য অভিযুক্তদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে। এই অভিযোগের সপক্ষে যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ আমাদের হাতে রয়েছে।' এরপর এদিনের শুনানিতে বিচারক প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর কাছে জানতে চান, 'আপনি দোষী না নির্দোষ বলুন।' যার জবাবে পার্থ বলেন, 'আমি নির্দোষ। আমি শপথ নিয়ে মন্ত্রী হয়েছিলাম। আমার সংস্কৃতিগত সম্মান আছে। সামাজিক সম্মান আছে। আমাকে বাঁচানোর দায়িত্ব আদালতের। শুধু এই ভাবে দোষীসাব্যস্ত হব, তা হতে পারে না।' এর পাশাপাশি সেন্ট্রাল এজেন্সির বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার অভিযোগও তোলেন তিনি। পার্থর কথা শুনে বিচারক বলেন, 'যখন সাক্ষ্য নেওয়া হবে, তখন বলবেন। আপনাকেও বলার সুযোগ দেওয়া হবে।'

এরপই প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'সাড়ে তিন বছর ধরে আটকে রাখা হয়েছে। আমি মন্ত্রী, তাঁরা কর্মী। বোর্ডের নির্দেশে পরিচালিত হয় এসএসসি। আর একজন লোকও পার্মানেন্ট কর্মী নন। ৫২টা বিশ্ববিদ্যালয়, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, কত তৈরি করেছি। আমি অসহায়। আমি ডক্টরেট। আমায় বিশ্বাস করুন। এভাবে চললে আগামিদিনে বিচারব্যবস্থার উপর ভরসা থাকবে না। আমায় মুক্ত করুন। আমি অসুস্থ।' একইসঙ্গে পার্থ এও বলেন, 'আমার কোনও সামাজিক সম্মান নেই? আমার মামা শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। করজোড়ে বলছি, রেহাই দিন।' তবে মামলা থেকে অব্যাহতির এই আবেদন গ্রহণ করেনি আদালত।

যুব সমাজকে মাঠমুখী করতে নরেন্দ্র কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন: অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বছর ঘুরলেই বাংলায় বিধানসভা নির্বাচন। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে যুবসমাজকে সংগঠিত করতে একাধিক কর্মসূচি নিয়েছে বঙ্গ বিজেপি। তার মধ্যে অন্যতম এই ফুটবল টুর্নামেন্ট। তরুণ প্রজন্মকে মাঠমুখী করতে নরেন্দ্রকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট কমিটির পরিচালনায় কাঁচরাপাড়া রেলওয়ে স্টেডিয়াম মাঠে সাতদিন ব্যাপী ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। ফুটবলে লাথি মেরে শুক্রবার এই ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে তিনি বলেন, শরীর মজবুত করতে স্বামী বিবেকানন্দ যুব সম্প্রদায়কে ফুটবল খেলার পরামর্শ দিয়েছিলেন। যুব সমাজকে মাঠমুখী করতে তাঁরা এই উদ্যোগ নিয়েছেন। তবে একদম নীচুস্তর থেকে উদীয়মান ফুটবলারদের এই প্রতিযোগিতায় প্রাধান্য দেওয়া হবে। প্রাক্তন সাংসদের কথায়, বাংলায় এখন সমস্ত খেলার মাঠ দখল হয়ে যাচ্ছে। তরুণ প্রজন্ম বেশি করে নেশায় এবং

মোবাইলে আসক্ত হয়ে পড়ছে। সেদিকে নজর রেখেই খেলাধূলার প্রসার ঘটাতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, টেট উত্তীর্ণ চাকরি প্রার্থীদের বিক্ষোভ ঘিরে বৃহস্পতিবার উত্তাল হয়ে উঠেছিল রাজপথ। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে কেউ কেউ আবার চাকরির জন্য পুলিশের পা ধরে কাকুতি মিনতি করতে থাকেন। এপ্রসঙ্গে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, এই আন্দোলনকে আরও জোরদার করতে হবে। যারা টেট উত্তীর্ণ, তাঁরা অষ্টম পাশ কিংবা তোলাবাজ পুলিশের পা ধরছেন, এটা একদম ঠিক নয়। তাঁর দাবি, নিজেদের হকের চাকরি নিজেদেরকেই ছিনিয়ে নিতে হবে। এদিন স্টেডিয়াম মাঠে হাজির ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি তাপস ঘোষ, জেলার সহ-সভাপতি মানস দে, জেলার সম্পাদক কুন্দন সিং, বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, বীজপুর-১ ও ২ মণ্ডল সভাপতি যথাক্রমে তুষার দাস ও সজল কর্মকার, প্রাক্তন জেলা সভাপতি অহীন্দ্র নাথ বসু ও অশোক দাস প্রমুখ।

অয়ন শীলের জামিনের আবেদন খারিজ শীর্ষ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত প্রোমোটার অয়ন শীলের জামিনের আবেদন খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। শুক্রবার বিচারপতি পিএস নরসিমহা এবং বিচারপতি অতুল এস চান্দুকরের বেঞ্চ জানায়, ওএমআর শিটে কারচুপির অভিযোগ রয়েছে। হাজার হাজার চাকরিপ্রার্থীর ভবিষ্যৎ ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে। টাকা নিয়ে চাকরির অভিযোগ রয়েছে। একইসঙ্গে এদিন শীর্ষ আদালত সিবিআইকে নির্দেশ দিয়েছে, ৩ মাসের মধ্যে ১৬টি পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতির মামলার তদন্ত শেষ করতে হবে। ৩ মাস পর অয়নের আইনজীবীকেও জামিনের আবেদন জানানোর পরামর্শও দিয়েছে বেঞ্চ।

স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে নেমে হুগলির প্রোমোটার অয়ন শীলকে প্রথমে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাঁর সল্টলেকের অফিসে তল্লাশি চালিয়ে বেশ কিছু ওএমআর শিটও উদ্ধার হয়। তখনই পুরসভায় নিয়োগেও দুর্নীতির ঘটনা সামনে আসে। সঙ্গে এ তথ্যও মেলে হুগলির এই প্রোমোটার বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত। এদিকে আবার অয়নের সংস্থা পুরসভায় নিয়োগের ক্ষেত্রে ওএমআরের দায়িত্বে ছিল। এরপর পুরসভায় নিয়োগে দুর্নীতির ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয় অয়নকে। এদিন অয়ন শীলের জামিনের আবেদন জানিয়ে তাঁর আইনজীবী মিশা রোহতোগি বলেন, 'অয়ন শীল এই মামলায় ২০২৪ সালের এপ্রিল মাস থেকে জেলে। শ্লথ গতিতে চলছে তদন্ত।' একইসঙ্গে তিনি এ প্রশ্নও করেন, নিয়োগ দুর্নীতিতে পার্থ জামিন পেলে, অয়ন কেন পাবেন না।

কাউন্সিলর খুনের চেষ্টার সঙ্গে জড়িত আদিলের জামিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আদালতে দেওয়া গেল না যথাযথ প্রমাণ। তারই ফলে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের বেঞ্চে জামিন পেলেন কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষকে খুনের চেষ্টায় ধৃত আদিল হোসেন। ১০ হাজার টাকার বন্ডে জামিন মঞ্জুর করেছে আদালত।

আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষের খুনের চেষ্টার মামলায় অভিযুক্ত আদিলের বিরুদ্ধে অস্ত্র সরবরাহের অভিযোগ তুলেছিল পুলিশ। সেই ভিত্তিতে আদালতে তারা তথ্যও প্রদান করেন। কিন্তু সে তথ্যে তারপরেও রোখা গেল না আদিলের জামিন। যথাযথ প্রমাণের অভাবে রেহাই দিতে হল তাকে। আদিলের মুক্তিতে ক্ষুব্ধ কাউন্সিলর। তবে এখনও তাঁর প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। প্রায় এক বছর আগে নভেম্বরে শীতে ভর সন্ধ্যায় বাড়ির সামনেই কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর চেষ্টা করে এক আততায়ী। স্কুটার চেপে এসে কাউন্সিলরের উপর হামলা চালানোর চেষ্টা করে সে। কিন্তু গুলি না চলায় অল্পের জন্য প্রাণ বেঁচে যায় ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের। এই ঘটনায় দিন কয়েকের মধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয় কয়েকজন অভিযুক্তকে। লুকআউট নোটিস জারি করা হয়েছিল আদিলের বিরুদ্ধে। এরপর আবু ধাবি থেকে আদিল ফিরতেই কলকাতা বিমানবন্দরে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছিল, আদিল বিহারের বাসিন্দা। তৃণমূল কাউন্সিলরকে খুনের চেষ্টায় তিনি বন্দুক সরবরাহ করেছেন। এমনকী, ঘটনার দিনও স্কুটার নাকি তিনিই চালাচ্ছিলেন। উল্লেখ্য, শুক্রবার যখন আদিল জামিন পেলেন, তার ঠিক কয়েক ঘণ্টা আগে উত্তপ্ত হয়ে উঠল গুলশন কলোনি। সন্ধ্যা থেকে মাঝরাত পর্যন্ত কাউন্সিলর অনুগামীদের লক্ষ্য করে চলল গুলি-বোমা।

গুলশন কলোনিতে বোমাবাজি, ধৃত ৩, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে অস্বস্তিতে শাসকদল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: একের পর এক গুলি চলছে। আতঙ্কে দোকানপাট বন্ধ করে দিচ্ছেন সবাই। এ ছবি কোনও নাটক বা সিনেমার নয়। খাস কলকাতাই বৃহস্পতিবার রাতে ঘটে এমন ঘটনা। ঘটনাস্থল আনন্দপুরের গুলশান কলোনি। এ ঘটনায় উঠছে একাধিক প্রশ্ন। এই ঘটনায় শেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত তিন জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের নাম মহম্মদ সাজিদ (২৯), আহমেদ হোসেন ওরফে মহম্মদ মধু (৪৩) এবং রাজা খান (৩৫)। উদ্ধার করা হয়েছে বেশ কিছু আগ্নেয়াস্ত্র।

জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গুলশান কলোনির অটো স্ট্যান্ডে শুরু হয় দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য। একের পর এক গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। কয়েকজনকে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে। তবে ঠিক কী কারণে এই গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছে, সে ব্যাপারে পুলিশের তরফে নির্দিষ্ট করে কিছু জানানো হয়নি। ধৃতদের মধ্যে সাজিদের কাছ থেকে একটি ৭ এমএম পিস্তল এবং কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে। মহম্মদ মধু এবং রাজার কাছ থেকেও অস্ত্র উদ্ধার হয়।

বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনার পরেই এলাকায় যায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়। নারকেলডাঙা এবং ক্যানেল রোড এলাকা থেকে এই তিন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ গুলি খাওয়ার পর থেকে শিরোনামে এসে গিয়েছে গুলশন কলোনি।

স্থানীয়রা বলছেন, শাসকদলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে প্রাণ। বৃহস্পতিবার রাতে শুধুই বোমাবাজি নয়, এলাকার বাসিন্দাদের হুমকিও দিয়ে গিয়েছে দুষ্কৃতীরা। এই প্রসঙ্গে একাংশ বলছেন, গুলশন কলোনির মধ্যে এমন দুর্বৃত্তরাজের কারণ সেখানকার 'ডেমোগ্রাফি'। বিজেপি নেতা সজল ঘোষের দাবি, 'গোটাটাই রোহিঙ্গা এলাকা। কলকাতা পুলিশে শান্ত হবে না। বাংলাদেশের পুলিশ চাই। ২ লক্ষ বাসিন্দা। এদিকে ভোটার মাত্র তিন হাজার।' দ্বিতীয় জটিলতা রয়েছে, সিন্ডিকেট ঘিরে। এলাকা দখল হলেই হাতে আসবে সিন্ডিকেট। ভরবে পকেট। যা ঘিরে এত কোন্দল। গুলশন কলোনিতে রয়েছে নির্মাণ ব্যবসার সিন্ডিকেট। অভিযোগ, এত 'অনুপ্রবেশকারী'র মাথায় ছাদ দিতে তৈরি হচ্ছে বেআইনি বহুতল। পরিস্থিতি এখন কিছুটা রোখা গেলেও, পুরোপুরি ভাবে বেআইনি নির্মাণ বন্ধ করা গিয়েছে এমনটা নয়। তাই বেআইনি নির্মাণের সিন্ডিকেট নিজেদের হাতে নিতেও বেঁধেছে কোন্দল, মত একাংশের।

তৃতীয় জটিলতা রয়েছে অটো-রিক্সা স্ট্যান্ড ঘিরে। কার আওতায় যাবে অটো-রিক্সা স্ট্যান্ডের ইউনিয়ন, সেই নিয়ে লড়াই শাসকদলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে। বিরোধীদের অভিযোগ, এই গুলশন কলোনির দখলদারি নিয়েই দ্বৈরথে নেমেছে শাসকদলের বিধায়ক ও কাউন্সিলর।

এদিকে গুলশান কলোনির এই ঘটনার একটি সিসিটিভি ফুটেজ সমাজমাধ্যমে শেয়ার করেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এক্স হ্যান্ডলে তিনি লেখেন, 'কলকাতার অপরাধ জগতের অন্ধকূপ হল গুলশান কলোনি! এই কলোনিতে প্রচুর বাংলাদেশি মুসলিমরা এসে ঘাঁটি গেড়েছে। প্রায়শই ভিন্ রাজ্যের পুলিশ এসে ওই এলাকায় হানা দিয়ে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছে মাসের পর মাস লুকিয়ে থাকা বাংলাদেশিদের।' ঘটনায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে অভিযোগ করে শুভেন্দু বলেন, 'পুলিশ সব কিছু জেনেও নিষ্ক্রিয়, তাই নাগরিক সুরক্ষা বিঘ্নিত, অর্থনীতি অস্তাচলে।'

চিংড়িঘাটায় আজ রাতে মহড়া, নভেম্বরেই বড় ট্রাফিক ব্লক

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা চিংড়িঘাটা মোড়ে আসন্ন মেট্রো ভায়াডাক্টের কাজের আগে যান চলাচলের প্রস্তুতি পরখ করতে শনিবার রাতেই ট্রাফিক মহড়া চালাবে কলকাতা পুলিশ। সূত্রের খবর, রাত ১২টা থেকে ভোর ৪টে পর্যন্ত ইএম বাইপাসের উত্তরমুখী রাস্তায় গাড়ি চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। মাঝেরপাড়ার দিকে যাওয়া গাড়িগুলিকে ভেড়ির কাছে তৈরি নতুন বিকল্প রাস্তায় ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। দক্ষিণগামী পথ রাত ২টো থেকে ভোর ৪টে পর্যন্ত বন্ধ রাখা হবে, তবে ডানদিকের লেন খুলে আংশিক যান চলাচলের সুযোগ রাখা হবে।

রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড জানিয়েছে, এই মহড়ার লক্ষ্য হল নভেম্বরের মাঝামাঝি যে বড়সড় ট্রাফিক ব্লক নেওয়া হবে, তার সময় যানবাহনের চাপ কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তা আগে থেকেই যাচাই করা। ওই সময়ে দু'ধাপে ৩৬৬ মিটার অসমাপ্ত ভায়াডাক্টের কাজ সম্পূর্ণ করার পরিকল্পনা রয়েছে। সম্প্রতি হাইকোর্টের নির্দেশে মেট্রো, আরভিএনএল, কেএমডিএ ও পুলিশ প্রশাসনের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। কর্তৃপক্ষের আশা, এই কাজ শেষ হলে নিউ গড়িয়া থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত বহুপ্রতীক্ষিত অরেঞ্জ লাইন চালু করার পথে আর কোনও বাধা থাকবে না।

মিনিয়েচার দুর্গা প্রস্তুতিতে ব্যস্ত শিল্পী, কুমোরটুলিতে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে তৈরি নিম্নচাপ, বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা বাংলায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ওডিশা এবং অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে। এই নিম্নচাপ পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হবে। ওডিশা ও অন্ধ্রপ্রদেশের উপর দিয়ে এটি ছত্তিশগড়ের দিকে যাবে। তবে এই নিম্নচাপের প্রভাব বাংলায় সরাসরি পড়ার সম্ভাবনা নেই। পরোক্ষ প্রভাবে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকবে। উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হবে। দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর।

একইসঙ্গে এও জানানো হয়েছে, এই নিম্নচাপের প্রভাবে ওডিশা সংলগ্ন উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর উত্তাল থাকবে। মৎস্যজীবীদের ওই এলাকায় যেতে নিষেধ করা হয়েছে আগামী ২৪ ঘণ্টার জন্য। ভারী বৃষ্টি চলবে বুধবার পর্যন্ত। তবে দক্ষিণবঙ্গে তেমন ভারী বৃষ্টি না হলেও অনুভূত হবে গরম ও অস্বস্তি। তাপমাত্রা থাকবে স্বাভাবিকের উপরে। মূলত মেঘলা আকাশ। দিনের তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি সব জেলাতেই, সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাসের সতর্কতা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির

সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পূর্ব বর্ধমান, নদিয়া, মুর্শিদাবাদে। শনিবার ও রবিবার বৃষ্টির পরিমাণ কমলেও উপকূল-সহ বেশ কিছু জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। আপাতত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। সোমবার থেকে ফের বাড়তে পারে বৃষ্টি।

অন্যদিকে উত্তরবঙ্গ এবং সিকিম থেকে পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত একটি অক্ষরেখা যেটি ঝাড়খণ্ড ওডিশার উপর দিয়ে গিয়েছে। মৌসুমি অক্ষরেখা দক্ষিণবঙ্গের উপকূল দিয়ে বঙ্গোপসাগর, পুরুলিয়া এবং দিঘা হয়ে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। ফলে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকবে রাজ্যে।

শুক্রবার কলকাতার আকাশ ছিল মূলত মেঘলা। সকাল থেকেই অনুভূত হয় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। বৃষ্টি হলে সাময়িক স্বস্তি, না হলেই আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি অনেকটাই বাড়বে। শনিবার ও রবিবার উইকেন্ডে কমবে বৃষ্টি। সোম, মঙ্গলবার বাড়তে পারে বৃষ্টির সম্ভাবনা।

সম্পাদকীয়

একের পর এক প্রতিবেশীর ‘ঘরে আগুন’, কতটা নিরাপদ নয়াদিল্লি?

শুরুটা হয়েছিল শ্রীলঙ্কাকে দিয়ে। সরকার বিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল হয়েছিল দ্বীপরাষ্ট্র। বিক্ষুব্ধ জনতা রাস্তায় নেমে পড়ে। দখল করে খোদ প্রেসিডেন্টের প্রসাদ। বেগতিক দেখে পালাতে বাধ্য হন প্রেসিডেন্ট রাজাপক্ষে। প্রধানমন্ত্রীও কোনও মতে প্রাণ বাঁচিয়ে দেশ ছাড়েন। গণঅভ্যুত্থানে পতন হয় কলম্বোর সরকারের। বেশিদিনের ঘটনা নয়। এভাবেই পালাবদল হয়েছিল ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রে। বিক্ষুব্ধদের মদতে তৈরি হয় কার্যনির্বাহী সরকার। তারপরই দেশ জুড়ে দেখা দেয় এক চরম অব্যবস্থা। আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক অস্থিরতা গ্রাস করে শ্রীলঙ্কাকে। যে অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য এখনও লড়াই করে যাচ্ছেন দেশের নেতারা। কয়েক মাসের মধ্যে ফের একই ছবি, ইসলামাবাদেও। সেখানেও জনরোষে পতন ঘটে তদানীন্তন ইমরান খান সরকারের। তারপর সেখানে তত্বাবধায়ক সরকার মসনদে বসে। কিন্তু এখনও সঙ্কট থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি পাকিস্তান। সেখান থেকে গত দু’বছরের মধ্যে ভারতের আরও দুই প্রতিবেশী দেশে এক ছবি। প্রথমে বাংলাদেশ। তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন নেপাল। গত চারদিন ধরে সেখানে আগুন জ্বলছে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মৃত্যু। অরাজকতা চরমে। অলি সরকারের পতন ঘটেছে। কেপি ওলি দেশ ছেড়ে নিখোঁজ। এখন বিকল্প সরকার গড়ার তোড়জোড় চলছে। কিন্তু কোনও আশার আলো দেখা যাচ্ছে না। এভাবে বারবার ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলিতে অস্থিরতা তৈরি হচ্ছে। যা কোনও ভাবেই কাম্য নয়। এ নিয়ে একাধিকবার উদ্বেগ প্রকাশ করেছে নয়াদিল্লি। প্রতিবেশী দেশের এই ছবিগুলি মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়। প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখার ব্যাপারে নয়াদিল্লি বরাবরই আন্তরিক। কিন্তু তার জন্য সেখানে একটা স্থায়ী সরকার ও প্রশাসন থাকার প্রয়োজন। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই দেশগুলিতে কোনও স্থায়ী সরকার আপাতত নেই। যাঁরা আছে, তাঁদের স্থায়িত্ব কতটা বলা কঠিন। নেপালেও যে সরকার গড়ার তোড়জোড় চলছে, তাও কতটা ফলপ্রসূ হবে এখনই বলা সম্ভব নয়। বাংলাদেশে ইউনূস সরকার এখনও নির্বাচন কবে হবে বলতে পারছে না। ফলে সবমিলিয়ে সীমান্ত নিয়ে খুব নিশ্চিন্ত হতে পারছে না নয়াদিল্লি।

শব্দবাণ-৩৮৭

১		২		৩	■	■
	■		■	৪		■
	■	■	■		■	■
৫		৬	■	৭		৮
■	■		■	■	■	
■	৯		■	১০	■	
■	■	১১				

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. সকালবেলার হালকা খাবার ৪. বাজার ৫. পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন চালবিশেষ ৭. যুদ্ধ, সংগ্রাম ৯. বদান্যতা, অনুগ্রহ ১১. রাজপুত্র।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. অভদ্র লোক ২. অবস্থা, দশা ৩. তালিম ৬. মাতাল, মত্ত ৮. নীলপদ্ম ১০. দুর্ঘটনা।

সমাধান: শব্দবাণ-৩৮৬

পাশাপাশি: ১. নিয়মতন্ত্র ৩. আতশ— ৫. বড়াই ৭. রজক ৮ .নকল ১০. খাতিরজমা।

উপর-নীচ: ১. নিষ্ণাত ২. তন্নিবন্ধন ৩. আসর ৪. শম্বুকগতি ৬. ইগল ৯. কদমা।

জন্মদিন

আজকের দিন

সৈয়দ মুজতবা আলি

১৯০৪ *বিশিষ্ট সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলির জন্মদিন।*
১৯৭৩ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী মহিমা চৌধুরীর জন্মদিন।*
১৯৮৯ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী ইমন চক্রবর্তীর জন্মদিন।*

সময়ের তাগিদে জেন জি প্রজন্মই বিশ্ববাসীকে দেখালো, ভগবান গৌতম বুদ্ধের দেশ নেপাল

শুভজিৎ বসাক

সময় বদল হয়েছে, পরিস্থিতি আমূল পরিবর্তিত হচ্ছে, একটা সময়ে সামাজিক মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে হিসাবে শুধু চিঠি আর টেলিফোন আর গুটিকয়েক সংবাদমাধ্যম গুরুত্ব পেতো, তাই প্রকাশ্যে আসত না অনেক দুরবস্থার খবর। এই সুযোগে গুরুত্বশীল পর্যায়ে দুর্নীতি, অপব্যবহার, ক্ষমতা কুক্ষিকরণের সুযোগ পেয়ে অযোগ্য অনেকেই অনৈতিকভাবে উচ্চপদমর্যাদাশীল হওয়ার সুযোগ পেয়েছে, যার কুপ্রভাবে যথাযথ যোগ্যতা অধিকাংশ পরিসরেই অসম্মানিত হয়েছে কিন্তু বর্তমান পৃথিবী আর দূরে নয় বরং ঘরের প্রতি কোণে তার মূল্যবান উপস্থিতিতে মানুষ তার কথা বলার সুযোগ পাওয়ায় মুখোশ খুলছে অনেক অযোগ্য উচ্চপদমর্যাদাশীল ব্যক্তিত্বের, নেপাল সেই সময়ের স্বাক্ষর রেখে গেল।

সম্প্রতি নেপালে দুর্নীতিগ্রস্ত কমিউনিস্ট প্রশাসনের কার্যকলাপের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে জনরোষ রাজপথ থেকে সরকারি আবাসন অবধি উপছে পড়েছে। তথ্যমতে, মূলতঃ এমন বিপুল আন্দোলন সংগঠিত হওয়ার মূল ভাবনাধারী সুদান গুরুং যিনি সেদেশের একজন ছোটখাটো ব্যবসায়ী হিসাবে কাজ করলেও ২০১৫ সালে নিজের সন্তানকে ভূমিকম্পের জেরে চিরতরে হারিয়ে খোলেন ‘হামি নেপাল’ নামে এনজিও যা প্রধানতঃ আধুনিক প্রজন্মের ছেলেমেয়ে যারা জেন জি নামে পরিচিতি তাঁদের দ্বারা পরিচালিত হয়, যারা বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়ায় এবং ধীরে ধীরে নেপালের ছাত্র-যুবদের কাছে জনপ্রিয় মুখ হয়ে ওঠেন সুদান গুরুং একইসাথে এঁদের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস গড়ে ওঠে যে তাঁদের সমস্যা ও দাবি-দাওয়া তুলে ধরার প্রধান মুখ সুদান। ফলে, বিপর্যয় মোকাবিলার পাশাপাশি সুদান যখন গণ-আন্দোলনের ডাক দিয়ে প্রবীণদের চ্যালেঞ্জ করে দেশ চালানোর জন্য নতুন প্রজন্মের এগিয়ে আসার সময় হয়েছে জানান তখন তাঁর ডাকে সাড়া দিতে দু’বার ভাবেনি বর্তমান প্রজন্ম।

দীর্ঘদিন ধরে নেপালে বেকারত্ব বৃদ্ধি পেলেও কমিউনিস্ট প্রশাসনের উচ্চপদস্থরা এসব উপেক্ষা করে চলছিল এবং তাদের সন্তানেরা এমন পরিস্থিতিতেও বিলাসবহুল জীবন কাটাতে থাকলে ‘নেপো কিড’ ক্যাম্পেন শুরু করে তুলে ধরা হয় দেশে অর্থনৈতিক বৈষম্য চরম আকার ধারণ করেছে। বিশ্বব্যাঙ্কের তথ্যানুযায়ী নেপালে ১৫-২৯ বছর বয়সীদের মধ্যে বেকারত্বের হার ১৯.২ শতাংশ, যা বিশ্বে নজিরবিহীন। ফলে, বাইরের দেশে কাজে যেতে বাধ্য হচ্ছে নেপালের ছেলেমেয়েরা। এমন দুরবস্থায় মন্ত্রী-সরকারি আমলাদের দুর্নীতির টাকায় বিলাসবহুল জীবন কাটাচ্ছে তাদের সন্তানেরা! সেই সব খবর, ছবি তুলে ধরে #NepoKid– # NepoBabies– # Politicians Nepo Baby Nepal হ্যাশটাগে শুরু হয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়া বিপ্লব। ঠিক তার মধ্যেই দেশে জনপ্রিয় মোট ২৬টি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মকে সেইদেশে বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয় প্রশাসন যার স্বপক্ষে অভিযোগ ছিল, যে সময়সীমার মধ্যে এই প্ল্যাটফর্মগুলোকে নেপালের যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে নথিভুক্ত করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল তারা সেটা মানেনি। এই কারণেই গত ৫ই সেপ্টেম্বর থেকেই নেপালের এই প্ল্যাটফর্মব্যবহারকারীরা অ্যাকসেস করার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়ছিলেন। বস্তুতঃ, সেদেশে ইনস্টাগ্রামের মতো জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্মগুলিতে লক্ষ লক্ষ ব্যবহারকারী আছেন, সেখানে সোশ্যাল মিডিয়া তাদের রোজগার, আলোচনা ও পড়াশোনার মূল মাধ্যম হিসাবে উঠে এসেছে আর সেটা বন্ধ করে দিতেই সেইমুহূর্তে সুদানের বিবৃতিতে অকুতোভয় জনরোষ আছড়ে পড়ে যা কোনোভাবেই দমন করা অসম্ভব হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়া বন্ধ হলেও ভিপিএন কানেকশন ব্যবহার করে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, এক্স প্ল্যাটফর্মেই তৈরি হয় প্রতিবাদের প্ল্যানিং আর তার পরে ‘দুর্নীতি বন্ধ করুন, সোশ্যাল মিডিয়া নয়’- এমন স্লোগান নিয়ে সোমবার পথে নামেন জেন জি-র ছেলেমেয়েরা।

বিশ্ব জুড়ে বর্তমান প্রজন্মের এই ছেলেমেয়েরা কমিউনিস্টদের ক্রমশঃ দুর্নীতি, অনৈতিকভাবে ক্ষমতা কুক্ষিকরণ করে অযোগ্য অনেক উচ্চপদমর্যাদাশীলদের দেখে ও তাদের কথা শুনে এবং তার জেরে সামাজিক অব্যবস্থা দেখে বড় হচ্ছে বা হয়েছে। একটা সময়ে সামাজিক পরিসরের কথা তথ্যপ্রযুক্তির সম্প্রসারণের অভাবে অজানা থাকত, যা আজ সাধ্যের মধ্যে হয়েছে তাই যেকোনও পরিসরের অপব্যবহার, ক্ষমতা কুক্ষিকরণের কথা আজ আর অপ্রকাশিত নয়। একইসাথে সোশ্যাল মিডিয়া হয়ে উঠেছে গঠনমূলক কাজ মারফৎ আয়, বাক স্বাধীনতার অন্যতম মাধ্যম যাকে উপেক্ষা করা যাবে না, করলেই এই প্রজন্মের কাছে নেতিবাচক বার্তা পৌঁছায়। এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা চান তাঁদেরই সমবয়সী কেউ রাষ্ট্রের দায়িত্বভার গ্রহণ করে তাতে সময়োপযোগী ভাবনার মিশেল বজায় রাখুক। এঁরা একটু আবেগপ্রবণ হলেও প্রবলভাবেই স্বাবলম্বী মানসিকতার ধারক তাই তাঁদের ভুল বুঝিয়ে দীর্ঘকালীন পরিসরে ক্ষমতা কুক্ষিকরণ অসম্ভব। তাই সুদান গুরুংয়ের মত ব্যক্তিত্ব যিনি তাঁদের যথাযথ মর্যাদা দিয়ে আধুনিক পথে সামিল করতে জানেন তিনি স্বভাবতঃই এই প্রজন্মের কাছে হয়ে উঠেছেন শ্রদ্ধাশীল ভাবনার মাধ্যম, তাই তাঁর একবার করা আহ্বানেই রাষ্ট্রশক্তির আস্ফালন-গুলিবর্ষণের সামনেও তাঁরা অবিচল হয়ে ক্ষোভ উগড়ে দিতে দ্বিতীয়বার ভাবেননি।

বলাইবাহুল্য, এতদিন কলম্বো, বাংলাদেশে জনতা আক্রোশ, ছাত্র আন্দোলন ঘটলেও বিশ্বের দশ সর্বোচ্চ পর্বতবেষ্টিত দেশের বর্তমান জেন জি প্রজন্ম যে পর্বতসম মানসিকতা দেখিয়ে নেপালের কমিউনিস্ট প্রশাসনের বিরুদ্ধে রাজপথে নেমে তাদের উৎখাত করে ছাড়ল তা বিশ্ব ইতিহাসে বহু সময় ধরে স্বাক্ষর রেখে যাবে।

সংগ্রাম

চণ্ডীচরণ দাস

মানব জীবনে বেঁচে থাকাটাই একটা সংগ্রাম। দু’বেলা দু’মুঠো অন্ন জোগাড় করতে ভিখারীকে রোদ জল বৃষ্টি উপেক্ষা করে বারমাস দ্বারেদ্বারে ভিক্ষার জন্যে সংগ্রাম করে বেড়াতে হয়, বর্ষায় মাথা বাঁচাতে গৃহহীনকে পথের ধারে একটু ঠাঁই খোঁজার সংগ্রাম করতে হয়, গরীবকে পর্ণকুটিরের চাল চুইয়ে পড়া বৃষ্টির জল ভাঙা ছাতা দিয়ে আটকাবার সংগ্রাম করতে হয়, দুখিনী মাকে নিজে অভুক্ত থেকেও মাটির হাঁড়ির তলায় পড়ে থাকা ভাতটুকু সন্তানের মুখে তুলে দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখার সংগ্রাম চালাতে হয়, ইত্যাদি।

আবার ঐ যে সদ্য বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়ীতে আসা নোলক পরা নতুন বউটি, যে এক হাতে চোখের জল মুছতে মুছতে আর এক হাতে ঘরের কাজ করে চলেছে, স্বামী শাশুড়ীর মন পাবার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে, তার সংগ্রামের অর্থ কেউ বোঝে কি? বা ঐ যে গরীব বাপের কালো মেয়েটি, যে মনেমনে অকৃতকার্য হবে নিশ্চিত জেনেও বারংবার সেজেগুজে পাত্রপক্ষের সামনে হাজির হয়ে পরীক্ষা দেওয়ার সংগ্রামে অবতীর্ণ হচ্ছে, তার মনের ব্যথা বোঝার লোক নেই বললেই চলে।

কিন্তু ইতিহাসের রাজা-রাজড়ার রাজ্য দখলের বা বাঁচানোর সংগ্রাম, আর এখনকার রাজনৈতিক নেতাদের কুর্সী দখলের সংগ্রামটা আবার সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। সেইসব সংগ্রামে তাদের নিজেদের তেমন কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি না হলেও চিরকালই উলুখাগড়া সাধারণ মানুষেরই প্রাণ যায়, তাদেরই সর্বনাশ হয়। জনগণকে বিভ্রান্ত করে যতই বলুক;এ সংগ্রাম তাদের স্বার্থে, তাদের উত্থানের উদ্দেশ্যে, আসলে কিন্তু উত্থান হয় জননেতারই, একচ্ছত্র অধিপতির শিরোপা ওঠে ‘ঈশ্বরের প্রতিনিধি’ রাজচক্রবর্তীরই মাথায়, জনগন যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে যায়।

অবশ্য দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে বা মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্যে কিছু আত্মত্যাগী পাগল ছেলে যে সংগ্রাম চালিয়েছিল তাকে কুর্ণিশ না করে উপায় নেই। সে সংগ্রামে না ছিল নিজের কোনও স্বার্থ, আর না ছিল কোনও তাৎক্ষণিক লাভের আশা বা পদের লোভ। ছিল শুধু নয়নভরা স্বপ্ন;দেশকে স্বাধীন করবার, জগৎসভায় মাতৃভাষাকে সম্মানের আসন এনে দেবার। তার জন্যে পাগল দামাল ছেলেগুলো করে গেল অকাতরে আত্মবলিদান। সে সংগ্রামের কাহিনী ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে।

কিন্তু কোনও ‘সুযোগ্য’ সন্তান যদি বৃদ্ধা মায়ের একটু সাহারা চেয়ে তুলে ধরা শীর্ণ হাতকে দূরে সরিয়ে দেয়, বোঝা মনে করে অশ্রদ্ধা অবহেলা করে, ভুলে যায় এই হাতই ছোটবেলায় তার অসুখের সময় রাত জেগে শিয়রে বসে তাকে বাঁচিয়ে তোলার বিনিদ্র সংগ্রাম করেছিল, বুকের অমৃতধারা দিয়ে নবজীবন দান করেছিল, তাহলে তার মত দুর্ভাগা খালি মনুষ্য জগতে কেন, মনুষ্যেতর প্রাণীকূলেও খুঁজে পাওয়া দুস্কর।

তবে কেবল মানুষই নয়, জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ গাছপালা; জগতের প্রতিটি প্রাণীকূলেই চলেছে নিরন্তর সংগ্রাম। ঐ যে টবের লতাটি একটু সূর্যের আলোর মুখ দেখার জন্যে অবিরল চেষ্টা করে চলেছে, ঐ যে ত্রস্ত হরিণী ধেয়ে আসা সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে প্রাণ বাঁচাতে অরণ্যে ছুটে পালাচ্ছে, ঐ যে ক্রুদ্ধ ফিঙেপাখি তার বাসায় চুপিসারে হানা দেওয়া কাককে তাড়া করছে;সবকিছু ঐ সংগ্রামেরই অঙ্গ। সে সংগ্রাম বেঁচে থাকার, সে সংগ্রাম টিকে থাকার, সে সংগ্রাম আত্মরক্ষা করার। ডারউইনের তত্ব;‘সারভাইভ্যাল অফ দি ফিটেস্ট’ সেই সংগ্রামেরই প্রতীক।

আর খালি টিকে থাকাই বা বলি কেন? মানুষ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে, বড় হতে, জীবনটাকে গড়ে তুলতে, আর পরিবারের সবার মুখে হাসি ফোটাতেও আমৃত্যু সংগ্রাম করে চলেছে। তাই তো ছাত্রছাত্রীদের রাতজাগা পঠনপাঠন, গৃহস্বামী বা স্বামিনীর হাড়ভাঙা পরিশ্রম আর নিজের সুখ আরামের চিন্তা বিসর্জন দিয়ে তিল তিল করে অর্থ সঞ্চয় করে যাওয়া;যাতে ‘আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে’।

কারও বা আবার সংগ্রাম ভগবানের সৃষ্ট এই সুন্দর পৃথিবীটাকে আরও সুন্দর বর্ণময় করে গড়ে তোলার জন্যে, অসুন্দরের হাত থেকে তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে। সে এক আত্মভোলা, নিঃস্বার্থ পাগলপারা সংগ্রাম। সে সংগ্রাম লাভক্ষতির হিসাব করে না, কোনও বাধাও গ্রাহ্য করে না, আপন খেয়ালে খালি নিজের কাজ করে যায়। সুন্দর প্রকৃতিকে হাসতে দেখে তার অধরের কোণে যে শিশুসুলভ অনাবিল হাসি ফুটে ওঠে, তাতেই সে খুশী, ভাবে তার সংগ্রাম সার্থক, আর কিছু চাই না নিজের জন্যে।

তবে যুদ্ধই বলুন আর সংগ্রামই বলুন, সবার জন্যে ভাগ্যলক্ষ্মী সোনার ঝাঁপি নিয়ে আসে না। সংগ্রামে কেউ বাঁচে কেউ মরে, কারও গলায় জোটে জয়মাল্য আর কারও জোটে পরাজয়ের গ্লানি, কারও নাম লেখা থাকে স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাসের পাতায়, আবার কেউ চলে যায় বিস্মৃতির অন্তরালে। কিন্তু তবু শেষ হয় না এই বিশ্বজোড়া সংগ্রামের। নানা রূপে, নানা সাজে, নানা ক্ষেত্রে, নানা ভাবে তা চলতেই থাকে;নিরলস, অন্তহীন।

পুজো তোমার আমার সবার

সুবল সরদার

পুজো এলেই কাশফুল আসে। পুজো এলেই শরতের অনন্ত নীল আকাশ আসে। পুজো এলেই বাতাসে হিমের পরশ আসে। পুজো এলেই শিশির ভেজা ঘাস আসে। পুজো এলেই শিউলি ফোটা ভোর আসে। পুজো এলেই বাতাসে ঢাকের আওয়াজ আসে। পুজো এলেই আগমনী আসে। পুজো এলেই ছুটি আসে। পুজো এলেই বিদেশ থেকে দেশে ফেরার তাড়া আসে। পুজো এলেই শৈশব আসে। পুজো মানে একরাশ আনন্দ, হৈচৈ, পুজোর কেনাকাটা, নস্টালজিক অনুভূতি। পুজো এলেই মায়ের কথা খুব মনে পড়ে। বাতাসে মায়ের হাতের কোমল স্পর্শ লাগে। সপ্তমী ভোরে দরজার মাথায় আলপনা আঁকেন। পাশে দিদি থাকে। শাঁখ বাজে। আমি ঘুম চোখে বিছানা থেকে উঠে মায়ের আঁচল ধরে দাঁড়িয়ে এলেই কৈশোর ছুটে আসে। আনন্দ দান করে। মন তৃপ্তিতে ভরে যায়। একঘেয়েমি দূর হয়। পুজো এলেই অপু- দুর্গার কথা পড়ে। তাদের রেলগাড়ি দেখার কথা ছিল দুর্গার জ্বর সেরে গেলে কিন্তু দেখা হয়নি দুর্গার অকাল মৃত্যুর জন্যে। তাই কাশবন বাতাসে একাই দোলে মেঠো পথের দুপাশে । দেবী দুর্গার কৃপা কেন দুর্গার উপর বর্ষিত হলো না আমাকে ভীষণ পীড়া দেয়। রেলগাড়ি না দেখে, দুর্গা পুজা দেখে অসময়ে তাকে বিদায় নিতে হয়। এভাবে স্বর্গ থেকে এক দেবীর প্রবেশ আর মর্ত্য থেকে এক মৃন্ময়ী দেবীর বিদায় কেমন তাল কেটে যায়। সব কিছু মেনে নিতে হয় পুজো আসছে বলে।

এখন জোর কদমে প্যান্ডেল তৈরির কাজ চলছে। আমাদের গ্ামের ছেলেরা কলকাতায় যায়। প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে কাজ করে । শুনেছি অনেক দিন ধরে চলবে প্রাণে ছোট ছোট আশা। কবি জীবনানন্দ দাশের ভাষায় -কোন মনিষীর মায়ায় এইসব প্রাণ জেগে ছিল একদিন।

অন্যদিকে আমেরিকা- ইন্ডিয়ার টেরিফ যুদ্ধ চলছে। আমেরিকার ৫০ টেরিফ নিয়ে সরব ইন্ডিয়া । আমাদের আম তাদের বাজারে ঢুকতে দেয়নি। তাই তাদের বাদাম আমাদের বাজারে ঢুকতে পারে না। এবার পেপসি কোকো কোলা এদেশে বন্ধ হবে। পৃথিবী জুড়ে বিরাট যুদ্ধ চলছে। সব উপর দিয়ে চলছে। এসব নিয়ে তাদের কোন হেলদোল নেই। তার আছে তাদের ঠিকানায়। এবার দেবী উপর থেকে আসতে আসতে সব দেখতে পাবেন। শুভ শক্তির উদয় হবে। দেবী কৃপায় ভারত আবার জগৎ সভার শ্রেষ্ঠ আসন পাবে।

পুজো তোমার আমার সবার।

পুজো মানে জনগণের হৃৎস্পন্দন। পুজো মানে মহামিলনের

দেখি। পুজো এলেই ঘুড়ি লাটাই র কথা মনে পড়ে। পাশের পাড়া থেকে একটা ঘুড়ি উড়ে আসছে। পিছনে লম্বা সুতো ঝুলে আছে। তার পিছনে পিছনে সুশান্ত ছুটে আসছে। ঘুড়িটা এসে আমাদের পাড়ার এক উঁচু আমড়া গাছে বেঁধে যায়। আমি দৌড়ে ধরতে যাই। আমড়া গাছের নীচে আমার লাটাইটা রেখে তাড়াতাড়ি গাছে উঠি। ঘুড়ি পেড়ে নীচে নেমে দেখি আমার লাটাই হাওয়া, সুশান্ত নেই। ঘুড়িটা ছিঁড়ে গেছে,সুতো তালগোল পাকিয়ে গেছে। আমার কি মন খারাপ! তার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হয়। লাটাই চাইলে সে শুধু হাসে। আমারও খুব হাসি পায়। পুজো পুজোর আগের দিন পর্যন্ত। ভাসানেও তারা যায়। গঙ্গার ঘাটে ঘাটে গিয়ে তারা ঠাকুর বিসর্জন করে সারা রাত ধরে । দেবী আসবে। ধরা শুচি হয়ে উঠবে। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পবিত্র হয়ে উঠবে পৃথিবী। পূণ্য লগ্নে দেবী আসবে আনন্দধারা নিয়ে। অশুভ শক্তি দূর হবে। তার আগে মহালয়া, গঙ্গা তর্পণ চলতে থাকবে।

চা দোকানে আড্ডাটা বেশ চলছে। কেউ চা পান করছে,কেউ বিড়িতে টান দিচ্ছে, কেউ খবরের কাগজ পড়ছে। তাদের মনে সারা বছর পুজো লেগে আছে। লক্ষ্মীর ভান্ডার , রেশনের চাল, আটা নিয়ে তারা খান্ত থাকে । ছোটো ছোটো মহা উৎসব । পুজো যুদ্ধের বিপরীতে অবস্থান কোরে , শুধু শান্তি দান করে । পুজো কিন্ত এখন কর্পোরেট হাউজের ব্যাবসা হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞাপনের মুখ হয়ে উঠেছে। ডিজের আওয়াজে ঢাক গুড় গুড় ঢাকের শব্দ ঢাকা পড়ে যায়। আলো ধ্বনি পুজো আরো বেশি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। প্রতিমার সঙ্গে থিমের যুদ্ধে শিল্প প্রতিভা বেশি করে বিকশিত হয়। ভাসানের পর ঢাকের আওয়াজ ম্লান হবে জানি। শিউলি ফোটা সকালের উদ্মাদনা কেটে যাবে জানি। কিন্তু পুজোর স্মৃতি থেকে যাবে সৌরভের গন্ধ ছড়িয়ে।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

নেপালে আটকে গোঘাটের স্বর্ণশিল্পীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: নেপালে ভয়ংকর পরিস্থিতি। আর সেই সব দেখে ভয়ে সিঁটিয়ে আছেন আরামবাগ মহকুমার পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবারগুলি। ভিন দেশ নেপালে পরিযায়ী স্বর্ণ শিল্পী হিসাবে গোঘাটের শাওড়া এলাকার বহু যুবক কাজ করেন। নেপালের পরিস্থিতি টিভিতে দেখে গভীর উদ্বেগের মধ্যে এবং গভীর উৎকণ্ঠায় অনাহারে, অনিদ্রায় দিন কাটছে ওই স্বর্ণশিল্পী পরিবারগুলোর। নেপালের মোরং জেলার উল্লাবাড়ি এলাকায় কাজ করেন কারও স্বামী, তো কারও ভাই আবার কারও সন্তান। গোঘাটের প্রত্যন্ত এলাকা শাওড়া। আর এই শাওড়ার পাঁচ ছয়টি পরিবারের বেশ কয়েকজনের আপাতত ঠিকানা এখন নেপালের উল্লাবাড়ির বন্ধ দোকানে। সেখানে কার্ফু জারি। সব সময় ভয়ংকর পরিস্থিতি চলছে। বাইরে তাঁরা বেরোতেই পারছেন না। শপিং মল, দোকান পাট, বাজার সব কিছু জ্বলছে। কালো ধোঁয়ায় আকাশ ঢাকা। তার ওপর মজুত খাবার শেষ। পানীয় জল নেই। কি খাবেন, কি করবেন আর কবেই বা বাড়ি ফিরবেন কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না কেউ-ই। সীমান্ত সিল করা। পরিবহণ বন্ধ। তাই গভীর উৎকণ্ঠায় দিন কাটছে উভয় পক্ষের। শাওড়ার বাসিন্দা প্রভাস কারক, দীপেন্দ্র দোলুই, হিরুলাল সিং, সুরজিত সিং, বাপ্পাদিত্য সিং, সৌরভ সিং, বাপি বাগ, সুন্দর রায়, দিব্যেন্দু দোলুই-সহ একাধিক জন আপাতত আটকে নেপালে। জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ি থেকে প্রায় ৭০-৮০ কিমি দূরে এই উল্লাবাড়ি এলাকা। এতটা পথ পেরিয়ে আসা কিভাবে সম্ভব? কয়েকদিন আগেই বাড়ি এসেছেন মুরালি সিং। তিনি ভিডিওকলে তাঁর ভাই ও তিন ভাইপোর সঙ্গে কথা বলছিলেন। সেই কষ্টস্বর ছিল অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত। প্রভাসের স্ত্রীর চোখে জল। অবিলম্বে তাঁদের ছেলেদের কিম্বা কারওর স্বামীকে ফিরিয়ে এনে দেওয়ার ব্যবস্থা করুক সরকার বলে দাবি সকলের। ভারত সরকার অথবা পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিছু একটা ব্যবস্থা করুক। যদিও স্থানীয় বিধায়ক বিশ্বনাথ কারক বলেন, ‘এই গ্রামেই আমার বাড়ি। গোটা বিষয়টি আমি জানাবো। খুবই উদ্বেগের কারণ।’

‘বসন পরো মা’ অনুষ্ঠানের শাড়ি কার টাকায়? প্রশ্ন বামেদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: শুক্রবার কয়েক দফা দাবিকে সামনে রেখে পাণ্ডবেশ্বরের ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের হাতে স্মারকলিপি তুলে দিল সিপিআইএম। এদিন পশ্চিম বর্ধমান জেলার পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার দামোদর অজয় পশ্চিম জোনাল কমিটির পক্ষ থেকে এই স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের হাতে স্মারকলিপি তুলে দেওয়ার পর সিটু বর্ধমান জেলা কমিটির সভাপতি প্রবীর মণ্ডল জানান, ‘বেশ কয়েক বছর ধরে ১০০ দিনের কাজ বন্ধ। হাইকোর্ট ১লা আগস্ট থেকে কাজ শুরু করার নির্দেশ দিলেও, কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার কেউই কোনও উদ্যোগ নেননি, সেই দাবিতে সারা রাজ্যের নানান প্রান্তে সিপিএমের পক্ষ থেকে চলছে বিক্ষোভ সমাবেশ। তারই অংশ হিসেবে আমরা আজ পাণ্ডবেশ্বর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের এর হাতে স্মারকলিপি তুলে দিলাম।’ প্রসঙ্গত, পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক মোট ১২টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বসন পরো মা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ৩০ হাজার শাড়ি বিতরণের উদ্যোগ নিয়েছেন। বিধায়কের এই উদ্যোগকে সিপিএম নেতা সাধুবাদ জানিয়েছেন কিন্তু পরমুহূর্তেই তিনি জানান, ‘আমি বিধায়ক কাছে জানতে চাই এই শাড়ি বিতরণের টাকা কোন প্রকল্পের? নাকি কয়লা এবং বালি চুরির টাকায় শাড়ি? এছাড়াও, অনেকের আবাসের তালিকায় নাম রয়েছে। কিন্তু এখনও কাজ কেন চালু হচ্ছে না?’ এরকমই আরো বেশ কিছু দাবিদাওকে সামনে রেখে আজ বিক্ষোভ দেখায় তাঁরা।

পিসিকে খুনে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভাইপোর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: সম্পত্তি হাতিয়ে নিতে অবিবাহিত বৃদ্ধা পিসিকে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠেছিল ভাইপোর বিরুদ্ধে। আর এই খুনের ঘটনায় সহযোগিতা করেছিল অভিযুক্তের এক বন্ধু। পরে তাদের দুজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এই খুনের ঘটনার দীর্ঘ ছয় বছর পর দুই অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে সাজা শোনালো আদালত। শুক্রবার মালদা অতিরিক্ত ফাস্ট ট্রাক কোর্টে এই খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত মৃতের ভাইপো শিবা হেমব্রমকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, আরও একটি মামলায় সাত বছরের কারাদণ্ড, দশ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন বিচারক। অনাদায়ে এক বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি এই খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত শিবাকে মদত জোগানোর অভিযোগে বর্মা হেমব্রম নামে আরও একজনকে ৭ বছরের কারাদণ্ড, দশ হাজার টাকা জরিমানা। একইভাবে অনাদায়ে এক বছরের অতিরিক্ত সাজা ঘোষণা করেছে সংশ্লিষ্ট আদালতের বিচারক। আদালত সূত্রে

জানা গিয়েছে, মৃত বৃদ্ধার নাম নীলমণি হেমব্রম (৬০)। এই খুনের ঘটনার অভিযোগে মূল অভিযুক্ত মৃতের ভাইপো শিবা হেমব্রম। পাশাপাশি মদত যোগানোর অভিযোগে বর্মা হেমব্রমকেও গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছিল ২০১৯ সালের ১৮ অগস্ট হবিবপুর থানার হরিপুর এলাকায়। পিসির জমি দখলের চেষ্টা চালিয়েছিল ভাইপো। প্রতিবাদ করায় বৃদ্ধা পিসিকেই বাঁশ দিয়ে মাথা থেঁতলিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠে ভাইপো শিবা হেমব্রমের বিরুদ্ধে।

ছেলের সাক্ষীতে বাবার যাবজ্জীবন

নিজস্ব প্রতিবেদন, লালবাগ: ছেলের সাক্ষী গহণে খুনের অভিযোগে ধৃত বাবার যাবজ্জীবন সাজা হলো। শুক্রবার লালবাগ মহকুমা আদালতের ফ্রাস্ট ট্রাক সেকেন্ড কোর্টের অতিরিক্ত দায়রা বলেন, চারক ঋষি কুশারী এই সাজা ঘোষণা করেন। গতকাল অভিযুক্তকে দোষি সাব্যস্ত করা হয়েছে। ঘটনায় সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে অপর এক অভিযুক্তকে বেকসুর খালাস করা হয়েছে।

অবৈধ সম্পর্কের প্রতিবাদ করায় ছেলের সামনেই শ্বাসরোধ করে স্ত্রীকে খুনের অভিযোগওঠে স্বামীর বিরুদ্ধে। মুর্শিদাবাদের লালগোলা থানার দক্ষিণ লতিফেরপাড়ায় ২০২২ সালের ৩ জুলাই শ্বাসরোধ করে খুন করা হয় কারেমা বিবিকে। অভিযোগ ওঠে, স্বামী মোশারফ আলি রাতের অন্ধকারে শ্বাসরোধ করে খুন করে তাঁর স্ত্রী কারেমাকে। খুনের সময় তাঁর পুত্র আব্দুল কাদির শেখ নিজের বাবাকে মাকে খুন করতে দেখে। কারেমার বাবা ইয়াকুব আলি ২০২২ সালের ৫ জুলাই লালগোলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। (কেস নং ২২২/২০২২)। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ প্রথমে মোশারফের ভাই এবাদুর শেখকে গ্রেপ্তার করে। ৭ জুলাই লালগোলা নেতাজি মোড় থেকে মোশারফকে পালানোর সময় আটক করে পুলিশ। জেল হেপাজতের বিচার পর্ব চলছিল। ২০২৩ সালের ২৯ মে এই কেসে চার্জ গঠন করে পুলিশ। তদন্তকারী অফিসার ছিলেন সাব ইনেস্পেক্টর গৌতম কুমার দত্ত। মামলায় মোট ২৭ জন সাক্ষী সাক্ষ্য দেন। আদালতে প্রমাণের অভাবে এবাদুর শেখ কে বেকসুর খালাস করা হয়। তবে প্রত্যক্ষদর্শী পুত্রের জবানবন্দি এবং অন্যান্য সাক্ষ্যের ভিত্তিতে গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ফাস্ট ট্রাক সেকেন্ড কোর্টের অতিরিক্ত জেলা ও সেশন জাজ ঋষি কুসারী ভারতীয় ন্যায় সংহীতার ৩০২ ধারায় মোশারফ আলিকে দোষী সাব্যস্ত করেন। শুক্রবার ১২ সেপ্টেম্বর মোশারফ আলিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা ধার্য করা হয়। অনাদায়ে আরও ছয় মাসের জেল হেফাজতের রায় দেন বিচারক। এই মামলার সরকারি আইনজীবী ছিলেন, মোহাম্মদ নকিবুদ্দিন এবং সওকত আলি। রায় ঘোষণার পর মৃতার পরিবারের সদস্যরা আদালতের রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন।

বৃহন্নলাকে শ্লীলতাহানি, অভিযুক্ত ভিলেজ পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বৃহন্নলাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ ভিলেজ পুলিশের বিরুদ্ধে। প্রতিবাদে বৃহন্নলারা এবং গ্রামবাসীরা পুলিশ ক্যাম্প ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান। পাশাপাশি অভিযুক্ত ভিলেজ পুলিশের শাস্তির দাবিতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন থানায়। ঘটনাটি ঘটেছে বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত চাতরা পুলিশ ক্যাম্প এলাকায়। অভিযোগ, দু’জন বৃহন্নলা টোটোতে করে যাচ্ছিলেন। সেই সময় কোনও একটা দরকারে তাঁরা রাস্তার পাশে দাঁড়ান। তখনই ওই চাতরা পুলিশ ক্যাম্পের এক ভিলেজ পুলিশ এসে বৃহন্নলার সঙ্গে কথা বলতে বলতে তাঁর শ্লীলতাহানি করেন বলে অভিযোগ। এরপর চিৎকার চেঁচামেচিতে এলাকার মানুষ এবং তাঁদের আরও বেশ কিছু সঙ্গী ঘটনাস্থলে চলে আসেন। তারা প্রথমে তেঁতুলিয়া রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান এবং তারপর থানার সামনে বিক্ষোভ দেখায় অভিযুক্তর শাস্তির দাবিতে। বিষয়টির তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

উত্তরপাড়ার নেশা মুক্তি কেন্দ্রের কর্ণধার খুন, পলাতক ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: উত্তরপাড়ার এগারো নম্বর ওয়ার্ডের শান্তিনগর এলাকায় টাইম টু চেঞ্জ নামে একটি নেশা মুক্তি কেন্দ্র রয়েছে। যার কর্ণধার ছিলেন মদন রানা। মদন দশ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলরের প্রাক্তন স্বামী।

শুক্রবার ভোরে ওই নেশামুক্তি কেন্দ্রের দুই আবাসিক মদনকে শিলনোড়া দিয়ে মাথা থেঁতলে খুন করে বলে অভিযোগ। অন্য এক আবাসিককেও মারধর করে পালিয়ে যায় তারা। ঘটনার খবর পেয়ে মদনের মা, দিদি নেশা মুক্তি কেন্দ্রে যান। রক্তাক্ত জখম অবস্থায় যুবককে উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। মদন রানার বিরুদ্ধেও এর আগে প্রতারনার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। তিনি নিজেও নেশা করতেন। বছর পাঁচেক আগে উত্তরপাড়ায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে নেশা মুক্তি কেন্দ্র খোলেন। মদনের দিদি নন্দিতা ভারমা বলেন, ‘পৌনে সাতটা নাগাদ খবর পাই ভাইকে মারধর করা হয়েছে। তারপর সেন্টারে এসে আমরা দেখি রক্তাক্ত অবস্থায় পরে আছে। তখনও আমার ভাইয়ের শ্বাস চলছিল। শুধু মাথায় আঘাত করেছে শরীরে কিছু করেনি। ডাক্তার দেখে বলল আর একটু আগে আনতে পারলেন না। ২০-২২ জন আবাসিক ছিল। এই ঘটনার পর তারা বেশিরভাগই চলে গেছে ট্রেন ধরে।’ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত আবাসিকরা পুজোর আগে বাড়ি যেতে চাইছিল। তাদের ছাড়তে রাজি ছিলেন না মদন। তাই নিয়ে বচসা হয়। আজ ভোরে রান্না ঘরের চাবি খুলে শিলনোড়া নিয়ে এসে নেশা মুক্তি কেন্দ্রের মালিকের উপর চড়াও হয় অভিযুক্ত

আবাসিকরা। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে তদন্ত করছে পুলিশ। অভিযুক্তদের বাড়ি দমদম বেলঘড়িয়া এলাকায় বলে জানা গেছে। তাদের গ্রেপ্তার করতে তৎপর হয়েছে পুলিশ।

রাজহাট ইউনিয়ন লার্জ সাইজড প্রাইমারি কো অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

সংশোধনী

গত ১১.০৯.২০২৫ ‘একদিন’ পত্রিকায় প্রকাশিত পরিচালকমন্ডলীর নির্বাচন এবং বিশেষ সাধারণ সভা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে সর্বমোট নির্বাচন ক্ষেত্রের সংখ্যা **১ (এক) টি,** মোট প্রতিনিধির সংখ্যা **৪৭(সাতচল্লিশ) জন** সর্বমোট পরিচালক সংখ্যা **১৮ (আঠারো)** জন পড়তে হবে। বাকি সব অপরিবর্তিত থাকবে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

স্বা /- অভিজিৎ কর্মকার
সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক
রাজহাট ইউনিয়ন লার্জ সাইজড প্রাইমারি কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট সোসাইটি

ফর্ম সি

[ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাংক্রাপসি (অ্যাপ্লিকেশন টু অ্যাডজুডিকেটিং অথরিটি ফর ব্যাংক্রাপসি প্রসেস ফর পার্সোনাল গ্যারান্টর্স টু কর্পোরেট ডেটরস) রুলস, ২০১৯-এর ৯(১) ধারা অনুযায়ী]

ইস্টার্ন গ্যাসেস লিমিটেড-এর ব্যক্তিগত গ্যারান্টার সুশীল কুমার ভানসালির ক্রেডিটরদের অবগতির জন্য

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ন্যাশনাল কোম্পানি ল’ ট্রাইব্যুনাল কোড-এর ৬০ ধারা অনুযায়ী একটি দেউলিয়া প্রক্রিয়ার শুরুর আদেশ দিয়েছে, যা সুশীল কুমার ভানসালি, নিবাস-৪৩বি/১ ডঃ মোঃ ইশাক রোড, কলকাতা-৭০০০১৬ -এর বিরুদ্ধে ০৯.০৯.২০২৫ তারিখে। সুশীল কুমার ভানসালির ক্রেডিটরদেরকে এতদ্বারা আহ্বান করা হচ্ছে যে তারা তাদের দাবির প্রমাণসহ ২০.০৯.২০২৫ তারিখ বা তার আগে দেউলিয়া ট্রাস্টির কাছে শিবানী কমপ্লেক্স, ৪৭ সি, পটারি রোড, কলকাতা-৭০০০১৫-এ জমা দেবেন। পাওনাদারদের দাবি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ হল ২০.০৯.২০২৫। পাওনাদাররা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে, অথবা হাতে হাতে, বা রেজিস্টার্ড পোস্ট, স্পিড পোস্ট বা কুরিয়ারের মাধ্যমে তাদের দাবি জমা দিতে পারেন। দেউলিয়া ট্রাস্টির অতিরিক্ত বিবরণ-নাম- রজনন্দন কুমার, ঠিকানা: শিবানী কমপ্লেক্স, ৪৭সি, পটারি রোড, কলকাতা-৭০০০১৫

ই-মেল: bt.skbhansali@gmail.com/ rnk_sa2004@yahoo.co.in ফোন নং: ৯৮৩১১৫১৫০৫

আইবিবিআই. রেজি. নং: IBBI/IPA-001/IP-P-02721/2022-2023/14161

দ্রষ্টব্য: ভুল বা বিভ্রান্তিকর দাবির প্রমাণ জমা দিলে ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাংক্রাপসি কোড, ২০১৬ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইনের বিধান অনুযায়ী জরিমানা বা কারাদণ্ড হতে পারে।

তারিখ: ১৩.০৯.২০২৫
স্থান: কলকাতা

নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি

BAIRAMPUR KHORDA PLASSEY SKUS LTD
Regd. No. 551, Dt-24/10/1967
Vill-Bairampur, P.O- Palitbeghia P.S- Kaliganj, Dist-Nadia

নির্বাচনঃ সমবায় সমিতির পরিচালক মন্ডলীর (Board of Directors) সদস্য (৯ জন) নির্বাচন। **প্রার্থী পদঃ** ০৯ টি (Unreserved=06, Women= 02, SC/ST=01) প্রার্থীর যোগ্যতাঃ WBCS Rules 2011 এর Rule 42 এবং WBCS Acts, 2006 এর Sec ৩২(৭) অনুযায়ী।

নির্বাচনী নির্ঘন্ট

মনোনয়ন পত্র বিতরনঃ ১৮.০৯.২০২৫ থেকে ১৯.০৯.২০২৫,পর্যন্ত বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত, সমিতির নিবন্ধীকৃত অফিস। **মনোনয়নপত্র গ্রহণঃ ২২.৯.২০২৫** থেকে ২৩.০৯.২০২৫ পর্যন্ত বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত, সমিতির নিবন্ধীকৃত অফিস। **মনোনয়নপত্র পরীক্ষাঃ** ২৪.০৯.২০২৫, ১২ টা, সমিতির নিবণীকৃত অফিস। **বৈধ মনোনয়নপত্রের তালিকা প্রকাশঃ** ২৪.০৯.২০২৫, মনোনয়নপত্র পরীক্ষার পর সমিতির নিবন্ধীকৃত অফিস। **মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখঃ** ২৫.০৯.২০২৫ বেলা ৩টা পর্যন্ত, সমিতির নিবন্ধীকৃত অফিস। **চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশঃ** ২৫.০৯.২০২৫ বেলা ৪টার পর সমিতির নিবন্ধীকৃত অফিস। **নির্বাচন (যদি প্রয়োজন হয়)** ১২.১০.২০২৫, রবিবার, বেলা ১১ টা থেকে বিকেল ৩ টে পর্যন্ত। **স্থান** বৈরামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় । গ্রাম-বৈরামপুর, পোষ্ট- পালিতবেঘিয়া,কালিগঞ্জ,নদীয়া

ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হওয়ার পরেই হলনা করে ফল ঘোষণা করা হবে।

১০.০৯.২০২৫

অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটানিং অফিসার
Bairampur Khorda Plassey SKUS Ltd.

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ ২, কলকাতা
‘জীবনদীপ বিল্ডিং’, ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১
ই-মেইল: sbi.18192@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: সুব্রত সাহা, ই-মেইল আইডি: clo4.samb2kol@sbi.co.in, মোবাইল নং - ৯৬৭৪৭৫৯১৩৭

পরিশিষ্ট-৪-এ
[রুল ৮(৬) ও ৯(১) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন এন্ড ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট(এনফোর্সমেন্ট)রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এর সঙ্গে পঠিত রুল ৯(১) বন্দোবস্ত অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ০৮.১০.২০২৫
সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) -কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধকীকৃত/চার্জড স্থাবর সম্পত্তির **বাস্তবিক দখলদারী** গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত উত্তমর্ণ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা **“যেখানে যেমন আছে”, “যা যেমন আছে”** এবং **“সেখানে যা কিছু আছে”**-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **০৮.১০.২০২৫ তারিখে ১৪,৮৫,০০,০০০/-টাকা (চৌদ্দ কোটি পঁচাশি লক্ষ টাকা মাত্র)এবং তদুপরি ২২/১১/২০১৬ তারিখ থেকে আরও সুদ, চার্জ, ব্যয় খরচ ইত্যাদি** পুনরুদ্ধারের জন্য যা ঋণগ্রহীতা **মেসার্স ইন্টিগ্রেটেড ইঞ্জিনিয়ারিং সলিউশন প্রাইভেট লিমিটেড,** যার রেজিস্টার্ড অফিস গোদরেজ ওয়াটারসাইড, স্যুইট - ৪০৩, ব্লক-ডিপি, সেক্টর-৫, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা-৭০০৯১-এ অবস্থিত এবং **গ্যারান্টারগণ ১) সন্দীপ গয়াল,** নিবাস- ডিএল-১৮, সীতা কুঞ্জ, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা - ৭০০৯১, **২) শ্রী বরুণ গয়াল (ডিরেক্টর),** ৬৩/২, মহল্লা পাঠানা, হিসার, হরিয়ানা -১২৫০০১, **৩) অঞ্জনি গয়াল,** নিবাস- ডিএল-১৮, সীতা কুঞ্জ, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা - ৭০০৯১, **৪) শ্রী রমন গয়াল (ডিরেক্টর),** ৬১২, ওয়ার্ড নং-০৪, মোরি গেট চক, হিসার, হরিয়ানা-১২৫০০১ -এর বকেয়া আছে সুরক্ষিত ক্রেডিটরের কাছে।

সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২৫.০৯.২০২৫ সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ২.০০টা পর্যন্ত

(জ্ঞাত দায়, যদি কিছু থাকে, সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)	সংরক্ষিত মুল্য	বায়না জমা (ইএমডি)
মুম্বাইয়ের আন্ধেরি (পূর্ব) এর মারোল গ্রামের সি.টি.এস. নং ১৬২৯-এ অবস্থিত মিত্তাল কমার্শিয়াল প্রেমিসেস কো-অপারেটিভ সোসাইটির ১০৫ ও ১০৬ নং প্রেমিসেস, ১ম ফ্লোর, ১৪৯.২০ বর্গ মিটার সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া এবং দুটি আচ্ছাদিত গাড়ি পার্কিং স্থানের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, যা **সানরাইজ মার্চেন্ডাইস প্রাইভেট লিমিটেডের** নামে এস.আর.ও. আন্ধেরি নং ৩, মুম্বাইয়ের নিকট **১৭.০৭.২০১০ তারিখে ৭৬৯৯ নং চুক্তি বিক্রয় দলিল** দ্বারা নিবন্ধিত।	৪,৬০,০০,০০০.০০ টাকা	৪৬,০০,০০০.০০ টাকা
	বিড বর্ধিত মুল্য: ১,০০,০০০.০০ টাকা	

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় প্রদত্ত লিঙ্ক, সুরক্ষিত ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি / আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে তার ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। যে কোনও প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন Support.baanknet@psballiance.com অথবা যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০

তারিখ: ১৩.০৯.২০২৫
স্থান: কলকাতা
কোনো বিরোধের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI এসবিআই বাঁকুড়া শাখা (০০০০২২)
মাচানতলা, পোস্ট + জেলা - বাঁকুড়া
পিন-৭২২১০১, ই-মেল আইডি: sbi.00022@sbi.co.in

লকার ভেঙ্গে খোলা

এতদ্বারা আমাদের বাঁকুড়া (মাচানতলা) শাখার নিম্নোক্ত লকার ভাড়াকারীদের জানানো হচ্ছে যে, নিচে উল্লেখিত লকারগুলি অচল এবং দাবিহীন অবস্থায় রয়েছে, সেই কারণে শাখা কর্তৃক লকারগুলি ভাঙার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। লকার ভাড়াকারীদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে লকারগুলি চালু করতে বা শাখার সাথে যোগাযোগ করতে। অন্যথায়, ব্যাংক লিজ চুক্তি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে এবং ভাড়াকারীর সম্পূর্ণ ঝুঁকি ও খরচে লকার ভাঙার ব্যবস্থা করবে।

লকার ভেঙ্গে খোলা

২৪	২৪৩	৩৮০	৫৬৪	৭২৩	৯৯০
৪৭	২৪৬	৩৮৮	৫৭৯	৭৩২	১০২৪
৮৩	২৪৯	৩৯৫	৫৮৩	৭৮৩	১০৩৪
৮৭	২৫১	৪১৮	৬১০	৭৮৯	১০৪৫
৮৮	২৮৭	৪২৫	৬৩৬	৮৪০	১০৪৯
১০০	২৯২	৪৩২	৬৪৫	৮৭৫	১০৭৭
১১১	৩২০	৪৬০	৬৬৩	৯০২	১১১১
১৪৭	৩৪৯	৪৯৬	৬৬৭	৯১৫	১১২৮
১৮১	৩৫০	৪৯৭	৬৬৮	৯২১	১১৫৪
২১২	৩৫৫	৫০৩	৬৯২	৯৫১	১১৯৭
২৩০	৩৬১	৫০৭	৬৯৪	৯৮১	১২১৫

তারিখ: ১৩.০৯.২০২৫
স্থান: বাঁকুড়া
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

কিরণ ব্যাপার লিমিটেড

CIN: L51909WB1995PLC071730
রেজিস্টার্ড অফিস: ৭, মুন্সী প্রেমচাঁদ সরণি, হেস্টিংস, কলকাতা-৭০০০২২, ফোন- (০৩৩) ২২২৩০০১৬/১৮, ফ্যাক্স-: (০৩৩) ২২২৩১৫৬৯ ই-মেল: kvl@lnbgroup.com, ওয়েবসাইট: www.lnbgroup.com

শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ১০০ দিনের ক্যাম্পেইন, ‘সক্ষম নিবেশক’ সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের জানানো হচ্ছে যে, ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (‘আইইপিএফএ’)-এর নির্দেশ অনুসারে, কোম্পানি ২৮শে জুলাই, ২০২৫ থেকে ৬ই নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত ‘সক্ষম নিবেশক’ নামে ১০০ দিনের একটি ক্যাম্পেইন শুরু করেছে, যা সেইসব শেয়ারহোল্ডারদের জন্য যাদের ডিভিডেন্ড অপরিশোধিত/অদাবিকৃত রয়েছে।

শেয়ারহোল্ডাররা অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই ক্যাম্পেইনটি বিশেষভাবে শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পৌঁছানোর জন্য শুরু করা হয়েছে যাতে তারা তাদের অপরিশোধিত/অদাবিকৃত ডিভিডেন্ড দাবি করতে এবং তাদের ‘কেওয়াইসি’ ও মনোনয়নের বিবরণ আপডেট করতে পারেন।

শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তাদের বিবরণ আপডেট করতে এবং অপরিশোধিত/অদাবিকৃত ডিভিডেন্ড দাবি করতে যাতে তাদের শেয়ার বা ডিভিডেন্ড আইইপিএফএ-তে স্থানান্তরিত না হয়।

যেসব শেয়ারহোল্ডার তাদের অপরিশোধিত/অদাবিকৃত ডিভিডেন্ড দাবি করেননি বা তাদের কেওয়াইসি এবং মনোনয়নের বিবরণ আপডেট করেননি, তারা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ.) অর্থাৎ মেসার্স মাহেশ্বরী ডেটামেট্রিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩, আর.এন. মুখার্জি রোড, ৫ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০ ০০১, পশ্চিমবঙ্গ-এর ই-মেল আইডি **mdpldc@yahoo.com**-এ যোগাযোগ করতে পারেন। শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.lnbgroup.com/kiran** থেকে কেওয়াইসি. ফর্ম ডাউনলোড করতে পারেন।

কিরণ ব্যাপার লিমিটেড-এর পক্ষে
বোর্ডের আদেশ অনুসারে
স্থান: কলকাতা — স্বা/- প্রদীপ কুমার ওঝা
তারিখ: ১২.০৯.২০২৫ — কোম্পানি সেক্রেটারি

দ্য পেরিয়া কারামালাই টি অ্যান্ড প্রোডিউস কোম্পানি লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস- ৭, মুন্সী প্রেমচাঁদ সরণি, হেস্টিংস, কলকাতা - ৭০০ ০২২,
ফোন: (০৩৩) ২২২৩৩৩৯৪, ই-মেল: periatea@lnbgroup.com
ওয়েবসাইট: www.periatea.com, CIN : L01132WB1913PLC220832

শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ১০০ দিনের ক্যাম্পেইন, ‘সক্ষম নিবেশক’ সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের জানানো হচ্ছে যে, ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (‘আইইপিএফএ’)-এর নির্দেশ অনুসারে, কোম্পানি ২৮শে জুলাই, ২০২৫ থেকে ৬ই নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত ‘সক্ষম নিবেশক’ নামে ১০০ দিনের একটি ক্যাম্পেইন শুরু করেছে, যা সেইসব শেয়ারহোল্ডারদের জন্য যাদের ডিভিডেন্ড অপরিশোধিত/অদাবিকৃত রয়েছে।

শেয়ারহোল্ডাররা অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই ক্যাম্পেইনটি বিশেষভাবে শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পৌঁছানোর জন্য শুরু করা হয়েছে যাতে তারা তাদের অপরিশোধিত/অদাবিকৃত ডিভিডেন্ড দাবি করতে এবং তাদের ‘কেওয়াইসি’ ও মনোনয়নের বিবরণ আপডেট করতে পারেন।

শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তাদের বিবরণ আপডেট করতে এবং অপরিশোধিত/অদাবিকৃত ডিভিডেন্ড দাবি করতে যাতে তাদের শেয়ার বা ডিভিডেন্ড আইইপিএফএ-তে স্থানান্তরিত না হয়।

যেসব শেয়ারহোল্ডার তাদের অপরিশোধিত/অদাবিকৃত ডিভিডেন্ড দাবি করেননি বা তাদের কেওয়াইসি এবং মনোনয়নের বিবরণ আপডেট করেননি, তারা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ.) অর্থাৎ মেসার্স এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, ‘সূর্য’, ৩৫, মেফ্লাওয়ার অ্যাভিনিউ, সেন্থিল নগরের পিছনে, সোওরিপালায়াম রোড, কোয়েম্বাটোর-৬৪১০২৮, তামিলনাড়ু, ই-মেল আইডি- **coimbatore@in.mpms.mufg.com**-এ যোগাযোগ করতে পারেন। শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.periatea.com** থেকে কেওয়াইসি ফর্ম ডাউনলোড করতে পারেন।

দ্য পেরিয়া কারামালাই টি অ্যান্ড প্রোডিউস কোম্পানি লিমিটেড -এর পক্ষে
বোর্ডের আদেশ অনুসারে
স্থান: কলকাতা — স্বা/- সৌরভ সিংহানিয়া
তারিখ: ১২.০৯.২০২৫ — কোম্পানি সেক্রেটারি

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD
কল্যাণী আই.ই. শাখা
বি-৮/৩৫, আইটিআই মোড়, ঘোষ পাড়া
জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ
পিন- ৭৪১২৩৫

পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক -এর অনুমোদিত আধিকারিক** হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে, **২৯/০৫/২০২৫ তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি** জারিপূর্বক **ঋণগ্রহীতা / বন্ধকদাতা / গ্যারান্টার, শ্রীমতী সুলেখা ব্যানার্জি,** স্বামী- প্রয়াত দেবাশীষ ব্যানার্জি, নিবাস- ফ্ল্যাট নং ৩, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ব্লক-এফ, সোনার ভুবন, ওয়ার্ড নং ২০, কল্যাণী পৌরসভা, নদীয়া, পিন- ৭৪১২৩৫ এবং **শ্রীমতী ডোনা ব্যানার্জি (গ্যারান্টার)** আমাদের **কল্যাণী আই. ই. ব্রাঞ্চের** সাথে -কে আহ্বান জানিয়ে, বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত **১৭,৭৯,৫৬২.০০ টাকা** (সতেরো লক্ষ ঊনআশি হাজার পাঁচশো বাষট্টি টাকা মাত্র) **২৯/০৫/২০২৫** অনুযায়ী উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর পরিশোধ করতে বলেন।

ঋণগ্রহীতা উক্ত টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন উক্ত রুলস -এর রুল ৮ ও ৯-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫** তারিখে ।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে উল্লিখিত **১৭,৭৯,৫৬২.০০ টাকা** (সতেরো লক্ষ উনআশি হাজার পাঁচশো বাষট্টি টাকা মাত্র) **২৯/০৫/২০২৫** অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** -এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।

“আমরা সারফেইসি আইনের সেকশন ১৩(৮) এবং তদধীন প্রণীত বিধিগুলির বিধানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যা জামানতগুলির উপর আপনার মুক্তির অধিকার নিয়ে আলোচনা করে।”

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট এবং এর নিচে অবস্থিত জমির আনুপাতিক শেয়ার নিয়ে গঠিত, ফ্ল্যাট নং ০৩, গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত, যার পরিমাপ প্রায় ৮০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং সাধারণ এলাকার সুবিধা ও সুযোগ-সুবিধার সকল অধিকার সহ সোনার ভুবন বিল্ডিং নাম -কদম, হোল্ডিং নং এফ-৫৭/২২৫/এফ/জি/এইচ(পি), ওয়ার্ড নং ২০, কল্যাণী পৌরসভা এবং থানা- কল্যাণী, নদিয়া জেলায় অবস্থিত, যা **সুলেখা ব্যানার্জি এবং ডোনা ব্যানার্জির নামে আছে, এবং যার চতুঃসীমা নিম্নরূপ:** উত্তরে- ফ্ল্যাট নং ৪, দক্ষিণে- ফ্ল্যাট নং ২, পূর্বে- কমন প্যাসেজ, পশ্চিমে- খোলা জায়গা।

তারিখ: ১০.০৯.২০২৫ — অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান: কল্যাণী — ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

IDBI BANK সোনার গহনা নিলামের জন্য পাবলিক নোটিশ
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক ঋণগ্রহীতা(দের) কর্তৃক ব্যাঙ্কের কাছে গচ্ছিত রাখা সোনার গহনাগুলির প্রকাশ্যে নিলামের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করছে, যা নিচে বিস্তারিতভাবে দেওয়া আছে। এটি ঋণগ্রহীতা(দের) থেকে বকেয়া অর্থ পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে। নিলাম ১৫.০৯.২০২৫ তারিখে দুপুর ১২.০০টা থেকে ব্যাঙ্কের নিজস্ব প্রেমিসেস, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, ২৫২, সি.আই.টি. রোড, গ্রাউন্ড ফ্লোর, স্কিম ৬-এম, কাঁকুড়গাছি, কলকাতা, পিন কোড- ৭০০০৫৪৮ -এ অনুষ্ঠিত হবে।

ক্র. নং	অ্যাকাউন্ট নং	ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	গচ্ছিত রাখা সোনার গহনার বিবরণ	মোট ওজন গ্রামে	ইএমডি টাকায়	সংরক্ষিত মূল্য টাকায়
১.	০২৬৩৬৫১১ ০০০০১৩১১	শ্রী সঞ্জীব সিং, পিতা- বীরেন্দ্র কুমার সিং, কাদাপাড়া পেট্রোল পাম্পের কাছে, ৬এফ, সুরাহ ২য় লেন, বেলেঘাটা, কলকাতা- ৭০০০০১০	চেইন ১ টি	৯.২২	৮২৪৫.০০	৮২৪৪৪.০৫
			আংটি ২ টি	১২.১০	১১৯০৫.০০	১১৯০৪১.৬৫
			নেকলেস ২ টি	৩১.৩০	২৪০৪৭.০০	২৪০৪৭১.১০

নিলাম ব্যাঙ্কের নির্ধারিত নিয়ম ও শর্তাবলী সাপেক্ষে পরিচালিত হবে, যার একটি অনুলিপি ১১.০৯.২০২৫ থেকে ১৫.০৯.২০২৫ পর্যন্ত আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, কাঁকুড়গাছি শাখার নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শিত হবে এবং আগ্রহী পক্ষগণ এটি দেখতে পারেন। নিলামে অংশগ্রহণকারী একজন বিডারকে ধরে নেওয়া হবে যে তিনি উল্লেখিত বিক্রয় সংক্রান্ত নিয়ম ও শর্তাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৫.০৯.২০২৫।

স্থান: কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
তারিখ: ১৩.০৯.২০২৫ — আইডিবিআই ব্যাঙ্ক, কাঁকুড়গাছি শাখা

মানাকসিয়া স্টিলস লিমিটেড
An ISO 9001 : 2015 Company

কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নম্বর: L27101WB2001PLC138341
রেজিস্টার্ড অফিস: টার্নার মরিসন বিল্ডিং, ৬ লিয়ন্স রেঞ্জ, ১ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন নং- +৯১-৩৩-২২৩১ ০০৫৫/৫৬ ই-মেল: info.steels@manaksiasteels.com; ওয়েবসাইট: www.manaksiasteels.com

ফিজিক্যাল শেয়ার পুনরায় দাখিল অনুরোধে হস্তান্তরের জন্য বিশেষ উইন্ডো সংক্রান্ত নোটিশ

এতদ্বারা কোম্পানির সকল শেয়ারহোল্ডারদের জানানো যাচ্ছে যে, সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD/ MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97, তারিখ ০২ জুলাই, ২০২৫ অনুসারে, কোম্পানি একটি এককালীন বিশেষ উইন্ডো খুলেছে, যার মাধ্যমে ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর আগে জমা দেওয়া ফিজিক্যাল শেয়ারের হস্তান্তর দলিলগুলি, যা নথি, পদ্ধতি বা অন্য কোনো কারণে ত্রুটির জন্য প্রত্যাখ্যাত বা ফেরত এসেছিল, সেগুলি পুনরায় জমা দেওয়া যাবে।

এই বিশেষ উইন্ডোটি ছয় মাসের জন্য খোলা হয়েছে, যা ০৭ জুলাই, ২০২৫ থেকে ০৬ জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত চলবে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই সময়ের মধ্যে, পুনরায় জমা দেওয়া সমস্ত সিকিউরিটিগুলি শুধুমাত্র ডিম্যাটেরিয়ালাইজড (ডিম্যাট) ফর্মে ইস্যু করা হবে। যোগ্য শেয়ারহোল্ডাররা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ তাদের হস্তান্তর অনুরোধ কোম্পানি বা এর রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)-এর কাছে জমা দিতে পারেন। পুনরায় জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া সংক্রান্ত যেকোনো জিজ্ঞাসা বা সহায়তার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন-

কোম্পানি	আরটিএ
শ্রী অজয় শর্মা, কোম্পানি সেক্রেটারি, মানাকসিয়া স্টিলস লিমিটেড, টার্নার মরিসন বিল্ডিং, ৬ লিয়ন্স রেঞ্জ, ১ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১ দূরভাষ: ০৩৩ ২২৩১-০০৫৫/৫৬ ই-মেল: info.steels@manaksiasteels.com	মাহেশ্বরী ডেটামেট্রিক্স প্রাইভেট লিমিটেড (ইউনিট: মানাকসিয়া স্টিলস লিঃ) ২৩, আর. এন. মুখার্জি রোড, ৫ম ফ্লোর, কলকাতা -৭০০০০১ দূরভাষ: ০৩৩ ২২৪৩-৫০২৯ ই-মেল: mdpldc@yahoo.com

মানাকসিয়া স্টিলস লিমিটেডের পক্ষে
স্থান: কলকাতা — স্বা/- অজয় শর্মা
তারিখ: ১২.০৯.২০২৫ — কোম্পানি সেক্রেটারি

মানাকসিয়া লিমিটেড

কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নম্বর: L74950WB1984PLC038336
রেজিস্টার্ড অফিস: টার্নার মরিসন বিল্ডিং, ৬ লিয়ন্স রেঞ্জ, ২য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০ ০০১
ফোন নং: +৯১-৩৩-২২৩১ ০০৫৫; ফ্যাক্স নং: +৯১-৩৩-২২৩০ ০৩৩৬
ই-মেল: investor.relations@manaksia.com; ওয়েবসাইট: www.manaksia.com

ফিজিক্যাল শেয়ার পুনরায় দাখিল অনুরোধে হস্তান্তরের জন্য বিশেষ উইন্ডো সংক্রান্ত নোটিশ

এতদ্বারা কোম্পানির সকল শেয়ারহোল্ডারদের জানানো যাচ্ছে যে, সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/ MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97, তারিখ ০২ জুলাই, ২০২৫ অনুসারে, কোম্পানি একটি এককালীন বিশেষ উইন্ডো খুলেছে, যার মাধ্যমে ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর আগে জমা দেওয়া ফিজিক্যাল শেয়ারের হস্তান্তর দলিলগুলি, যা নথি, পদ্ধতি বা অন্য কোনো কারণে ত্রুটির জন্য প্রত্যাখ্যাত বা ফেরত এসেছিল, সেগুলি পুনরায় জমা দেওয়া যাবে।

এই বিশেষ উইন্ডোটি ছয় মাসের জন্য খোলা হয়েছে, যা ০৭ জুলাই, ২০২৫ থেকে ০৬ জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত চলবে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই সময়ের মধ্যে, পুনরায় জমা দেওয়া সমস্ত সিকিউরিটিগুলি শুধুমাত্র ডিম্যাটেরিয়ালাইজড (ডিম্যাট) ফর্মে ইস্যু করা হবে। যোগ্য শেয়ারহোল্ডাররা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ তাদের হস্তান্তর অনুরোধ কোম্পানি বা এর রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)-এর কাছে জমা দিতে পারেন। পুনরায় জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া সংক্রান্ত যেকোনো জিজ্ঞাসা বা সহায়তার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন-

কোম্পানি	আরটিএ
শ্রী দেবদীপ চৌধুরী, কোম্পানি সেক্রেটারি, মানাকসিয়া লিমিটেড, টার্নার মরিসন বিল্ডিং, ৬ লিয়ন্স রেঞ্জ, ২য় ফ্লোর, কলকাতা- ৭০০ ০০১ দূরভাষ+ ০৩৩ ২২৩১-০০৫৫ ই-মেল+ investor.relations@manaksia.com	মাহেশ্বরী ডেটামেট্রিক্স প্রাইভেট লিমিটেড (ইউনিট: মানাকসিয়া লিঃ) ২৩, আর. এন. মুখার্জি রোড, ৫ম ফ্লোর, কলকাতা -৭০০০০১ দূরভাষ: ০৩৩ ২২৩৩-৫০২৯ ই-মেল: mdpldc@yahoo.com

মানাকসিয়া লিমিটেডের পক্ষে
স্থান: কলকাতা — স্বা/- দেবদীপ চৌধুরী
তারিখ: ১২.০৯.২০২৫ — কোম্পানি সেক্রেটারি

TATA টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড
সিআইএন নং - U65990MH1991PLC060670
রেজিস্টার্ড অফিস: ১১তম ফ্লোর, টাওয়ার এ, পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, গণপতরাও কদম মার্গ, লোয়ার পারেল, মুম্বাই - ৪০০০১৩।
আঞ্চলিক অফিস- ১১তম ফ্লোর, পিএস সৃজন টেক পার্ক, ডিএন ৫২, সেক্টর , ৫, সল্ট লেক, কলকাতা - ৭০০৯১।

পাবলিক নোটিশ - সুরক্ষিত সম্পত্তি বিক্রির জন্য টেন্ডার তথা ই-অকশন

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৯(১) অনুযায়ী ১৫ দিনের সংবিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (“অ্যাক্ট”) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ (“উক্ত রুলস”) -এর ৯ (১) নং ধারা অনুযায়ী স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা, গ্যারান্টার(গণ)/বন্ধকদাতাকে জানানো যাচ্ছে যে, নিচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি যা সিকিওরড ক্রেডিটর-এর কাছে বন্ধক/দায়বদ্ধ ছিল, এবং যার ভৌত দখল সিকিওরড ক্রেডিটর, টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড-এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক ১৭ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে সমর্পণ/গ্রহণ করা হয়েছিল, সেই সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলি ‘যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায়’, ‘যেমন আছে তেমন অবস্থায়’, ‘যা কিছু আছে সেই অবস্থায়’ এবং ‘রিকোর্স-ব্যতীত ভিত্তিতে’ ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে বিক্রি করা হবে। এই বিক্রি সুপ্রিম ইলেক্ট্রটেক প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা), শ্রী অর্জুন আগরওয়াল (গ্যারান্টার), শ্রীমতী সুধা আগরওয়াল (গ্যারান্টার), শ্রী রাজেশ আগরওয়াল (বন্ধকদাতা/গ্যারান্টার) এবং শ্রী হরিশ কুমার আগরওয়াল (গ্যারান্টার)-এর কাছ থেকে **টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড (‘টিসিএল’)** -এর পাওনা **৬,১৯,৯০,৫৫৪.৪৩/- টাকা (ছয় কোটি উনিশ লক্ষ নব্বই হাজার পাঁচশো চুয়ান্ন টাকা এবং তেতাল্লিশ পয়সা মাত্র)** আদায়ের জন্য করা হচ্ছে, যা ১৮ জানুয়ারী, ২০২৪ পর্যন্ত বকেয়া ছিল, এবং এর সাথে ১৯ জানুয়ারী, ২০২৪ থেকে আদায় হওয়া পর্যন্ত অতিরিক্ত প্রযোজ্য সুদ, খরচ, চার্জ ইত্যাদি যুক্ত হবে। সম্পূর্ণ তফসিলি সম্পত্তির জন্য, অর্থাৎ দুটি রো হাউস একসাথে, সংরক্ষিত মূল্য হবে **১,১৭,৪৬,২৬০/- টাকা (এক কোটি সতেরো লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার দুইশো ষাট টাকা মাত্র)** এবং আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট হবে **১০,১৭,০০০/- টাকা (দশ লক্ষ সতেরো হাজার টাকা মাত্র)।**

অনুমোদিত অফিসার পূর্বে ৭ মে, ২০২৫ তারিখের গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তফসিলভুক্ত স্থাবর সম্পত্তি/ সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলি উক্ত অ্যাক্ট এবং তদনুসারে প্রণীত বিধি অনুসারে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ১৬ জুন, ২০২৫ তারিখে উক্ত বিধিগুলির ৮(৬) ধারা অনুযায়ী ই-নিলাম পদ্ধতির মাধ্যমে বিক্রির চেষ্টা করেছিলেন। তবে, পূর্বে অনুষ্ঠিত ই-নিলাম পদ্ধতির মাধ্যমে সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলি বিক্রি করা সম্ভব হয়নি, কারণ সংরক্ষিত মূল্যে কোনো দরপত্র পাওয়া যায়নি। এরপর, উক্ত ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/গ্যারান্টারদের কাছে ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে ১৫ দিনের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে যাতে ‘যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায়’, ‘যেমন আছে তেমন অবস্থায়’, ‘যা কিছু আছে সেই অবস্থায়’ এবং ‘রিকোর্স-ব্যতীত ভিত্তিতে’ সুরক্ষিত সম্পত্তি বিক্রি করা যায়। টিসিএল তার সুরক্ষিত ঋণ আদায়ের জন্য উক্ত অ্যাক্ট এবং উক্ত বিধিগুলির বিধান অনুযায়ী ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে উক্ত বিধিগুলির ৮(৫) ধারা অনুযায়ী যে কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করে, যার মধ্যে ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে ‘যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায়’, ‘যেমন আছে তেমন অবস্থায়’, ‘যা কিছু আছে সেই অবস্থায়’ এবং ‘রিকোর্স-ব্যতীত ভিত্তিতে’ পুনরায় বিক্রি পরিচালনা করবে।

সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিবরণ
শ্রী রাজেশ আগরওয়াল (বন্ধকদাতা) কর্তৃক বন্ধকীকৃত সুরক্ষিত সম্পত্তি/সম্পত্তিগুলির বিবরণ

সম্পত্তির সকল, যা কলকাতা ওয়েস্ট ইন্টারন্যাশনাল সিটি-এর মধ্যে অবস্থিত টাউনশিপের **এ/০৯/১৮** নং রো হাউস, যার পরিমাপ ২২৪.৯২ বর্গ মিটার, যা ২৪২১ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়ার সমান, যার বিবরণ নিচে দেওয়া হলো :

ফ্লোর	বিবরণ	বর্গ মিটার	বর্গ ফুট
গ্রাউন্ড ফ্লোর	গ্রাউন্ড ফ্লোর কভার্ড এরিয়া	১০০.১০	১০৭৭.০৭
	বাউন্ডারি ওয়াল এরিয়া	০৫.৬১	৬০.৩৬
	সেমি কভার্ড এরিয়া	১০.৪৫	১১২.৪৪
	কার পোর্ট এরিয়া	০৬.০১	৬৪.৬৬
ফার্স্ট ফ্লোর	ফার্স্ট ফ্লোর কভার্ড এরিয়া	৮৪.৬৮	৯১১.১৫
	রুফ লেভেল কভার্ড এরিয়াস	১৮.০৭	১৯৪.৪৩

২১৪২.৮০ বর্গফুট জমির সাথে আর.এস. দাগ নং ২৩৯২(পি)-তে অবস্থিত, মোট ২১৫২.৮০ বর্গফুট যা ২.৯৯ কাঠার সমতুল্য, মৌজা- তেঁতুলকুলি, জে.এল. নং ৫৩-এর অধীনে, থানা- ডোমজুড়, হাওড়া জেলা, পশ্চিমবঙ্গ, যা এ.আর.এ. - ১ কলকাতা, জেলা- কলকাতা-এর নিকট ১২/১০/২০১৮ তারিখে নিবন্ধিত সাব-লিজ ডিড নং আই-১৯০১-০৭৯২১/২০১৮ থেকে উদ্ভূত এবং যা ডিমিজড ল্যান্ডের মধ্যে অবস্থিত এবং উক্ত জমির চতুঃসীমা নিম্নরূপ:- **উত্তরে-** তেঁতুলকুলি মৌজার ২৩৯২ নং দাগের সংলগ্ন খালি জমি ও খাল; **দক্ষিণে-** ১০ মিটার প্রশস্ত রো; **পূর্বে-** সংলগ্ন ইউনিট নং এ/০৯/১৭; **পশ্চিমে-** সংলগ্ন ইউনিট নং এ/০৯/১৯।

সম্পত্তির সকল, যা কলকাতা ওয়েস্ট ইন্টারন্যাশনাল সিটি-এর মধ্যে অবস্থিত টাউনশিপের এ/০৯/১৯ নং রো হাউস, যার পরিমাপ ২১৯.৯৯ বর্গ মিটার, যা ২৩৬৮ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়ার সমান, যার বিবরণ নিচে দেওয়া হলো:

ফ্লোর	বিবরণ	বর্গ মিটার	বর্গ ফুট
গ্রাউন্ড ফ্লোর	গ্রাউন্ড ফ্লোর কভার্ড এরিয়া	৯৯.০৪	১০৬৫.৬৭
	বাউন্ডারি ওয়াল এরিয়া	২.৩০	২৪.৭৪
	সেমি কভার্ড এরিয়া	১০.২৫	১১০.২৯
	কার পোর্ট এরিয়া	০৬.০১	৬৪.৬৬
ফার্স্ট ফ্লোর	ফার্স্ট ফ্লোর কভার্ড এরিয়া	৮৪.৩২	৯০৭.২৮
	রুফ লেভেল কভার্ড এরিয়াস	১৮.০৭	১৯৪.৪৩

১৭৩১.৯৩ বর্গফুট জমির সাথে আর.এস. দাগ নং ২৩৯২(পি)-তে অবস্থিত, মোট ১৭৩১.৯৩ বর্গফুট যা ২.৪০ কাঠার সমতুল্য, মৌজা- তেঁতুলকুলি, জে.এল. নং ৫৪-এর অধীনে, থানা- ডোমজুড়, হাওড়া জেলা, পশ্চিমবঙ্গ, যা এ.আর.এ. - ১ কলকাতা, জেলা- কলকাতা-এর নিকট ১২/১০/২০১৮ তারিখে নিবন্ধিত সাব-লিজ ডিড নং আই-১৯০১-০৭৯১৯/২০১৮ থেকে উদ্ভূত এবং যা ডিমিজড ল্যান্ডের মধ্যে অবস্থিত এবং উক্ত জমির চতুঃসীমা নিম্নরূপ: **উত্তরে-** তেঁতুলকুলি মৌজার ২৩৯২ নং দাগের সংলগ্ন খালি জমি ও খাল; **দক্ষিণে-** ১০ মিটার প্রশস্ত রো; **পূর্বে-** সংলগ্ন ইউনিট নং এ/০৯/১৮; **পশ্চিমে-** সংলগ্ন ইউনিট নং এ/০৯/২০।

স্থান: কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
তারিখ: ১২-০৯-২০২৫ — টাটা ক্যাপিট্যাল লিমিটেড

নেপাল থেকে পালিয়ে ফিরলেন বাঁকুড়ার ৯ জন পরিযায়ী শ্রমিক

শোনালেন হাড়হিম করা অভিজ্ঞতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: গণবিদ্রোহে নেপালে জ্বলছে আগুন, মাঝে মাঝে গুলি বোমার আওয়াজ, চলছে কারফিউ। গোটা দেশ দখল নিয়েছে সেনাবাহিনী। এমন অবস্থায় বাঁকুড়া জেলার কয়েকশো পরিযায়ী শ্রমিক যারা রুজির টানে নেপালে ছিলেন, আটকে পড়েছিলেন তাঁরা। চিন্তায় ঘুম উড়েছিল পরিবারের লোকজনের। তাঁদের মধ্যে শুক্রবার কোনওক্রমে ৯ জন পরিযায়ী শ্রমিক, যাঁরা নেপালের বীরগঞ্জে কর্মরত ছিলেন, রীতিমতো প্রাণ হাতে নিয়ে ফিরতে পারলেন নিজের বাড়িতে। বাঁকুড়ার মাটিতে পা রেখে তাঁরা

শোনালেন হাড়হিম করা অভিজ্ঞতার কথা।

এক পরিযায়ী শ্রমিকের বক্তব্য, কাঁসার বাসনের কাজ করার উদ্দেশ্যে তাঁরা শুধু নেপালে পাড়ি দিয়েছিলেন। কারখানার ভেতরে তাঁরা যখন ছিলেন শোনা যাচ্ছিল গুলির, বোমার আওয়াজ। সারা এলাকা জুড়ে জ্বলছিল আগুন। প্রাণভয়ে কারফিউ একটু শিথিল হওয়াতেই কয়েক কিলোমিটার পায়ে হেঁটে বর্ডার সংলগ্ন এরিয়ায় আসেন তাঁরা। আন্তর্জাতিক নেপাল বর্ডার পাড় করে তাঁরা বিহারের রক্সাউল স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে দুর্গাপুর স্টেশনে এসে নামেন। বাঁকুড়ার মাটিকে পা দিতেই তাঁদের মুখে ধরা পড়ে হাসি। তাঁরা জানাচ্ছেন, কোনক্রমে বাড়ি ফিরে এসে পুজোটা পরিবারের সঙ্গে কাটাতে পারবেন। তাঁদের কাতর আর্জি, তাঁদের অনেক বন্ধু এবং আত্মীয় এখনও নেপালে ফেঁসে রয়েছেন। তাঁদেরকে ফেরানোর ব্যবস্থা করতে পারলে তাঁরা আরও আনন্দিত হবেন।

দূষিত হচ্ছে কুনুর নদীর জল, ভেসে উঠছে মাছ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: মাছ হারিয়ে যাচ্ছে বর্ধমানের কুনুর নদী থেকে। বিপন্ন কয়েক হাজার মৎস্যজীবী। লাগাতার জলদূষণের কারণে মাঝে মধ্যেই মাছ মরে ভেসে উঠছে কুনুর নদীতে। বিগত বছর দু'য়েক ধরেই মাত্রা বেড়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের। যা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন পরিবেশবিদরা। স্থানীয়দের অভিযোগ, কারখানার রাসায়নিক মিশ্রিত বিষাক্ত জল কুনুর নদীতে মেশার ফলেই এই ঘটনা ঘটেছে। অজয় নদের একটি উপনদী হল কুনুর। পশ্চিম বর্ধমান জেলার কাঁকসার ঝাঁঝরা গ্রামের ডাঙ্গাল কালীমন্দির থেকে উৎপত্তি কুনুরের। নতুনহাটের কাছে অজয় নদে এসে মিশেছে। প্রায় ১১০ কিলোমিটার দীর্ঘ এই নদী। কাঁকসা, আউশগ্রাম, গুসকরা, ভাতার ও মঙ্গলকোট সীমান্ত এলাকা দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে এই নদীটি। বর্তমানে আবর্জনায় ভরা বর্ধমানের কুনুর নদী। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,কয়েক হাজার মৎসজীবী পরিবারের রুজি রোজগারের ভরসা কুনুর নদী। আউশগ্রাম, গুসকরা পুর এলাকা, মঙ্গলকোট ও ভাতার থানা এলাকা মিলে ৬-৭ হাজার মৎসজীবী পরিবার কুনুর নদীর উপর নির্ভরশীল। নদীতে মাছ ধরেই তাঁদের সংসার চলে। আউশগ্রাম, করোটিয়া, সারঙ্গপুর, দোনাইপুর, গুসকরা, বসতপুর প্রভৃতি নদী তীরবর্তী এলাকায় প্রায় ৫ হাজার মৎসজীবী কুনুর নদীতে মাছ ধরে সংসার চালান। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে ব্যাপকহারে কুনুর নদীর মাছ মারা যাচ্ছে। মাঝেমধ্যেই জলের রঙ বদলে যায়। দুর্গন্ধ ছড়ায়। নদীর জলে বহু পরিবার স্নান করেন। তাঁদের অনেকেই চর্মরোগের শিকার হচ্ছেন। সম্প্রতি কুনুর নদীর মাছ অস্বাভাবিক হারে কমে এসেছে বলে দাবি স্থানীয়দের। স্থানীয়দের কাছে অভিযোগ পেয়ে কয়েকদিন আগে একটি পরিবেশপ্রেমী সংস্থা থেকে এলাকায় পরিদর্শন করতে আসা হয়। ওই সংস্থার এক কর্মকর্তা মৃত্যুঞ্জয় মল্লিক বলেন, 'আমরা স্থানীয়দের কাছে জানতে পেরেছি নদীর জল দূষিত হয়ে মাছ মারা যাচ্ছে।' বিষয়টি তাঁরা খতিয়ে দেখবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

'আমার পাড়া, তৃণমূল তাড়া' কৃষ্ণনগরে কটাক্ষ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: ভারতীয় সংস্কৃতি ও সনাতন সংস্কৃতির একমাত্র প্রটেক্টর হল ভারতীয় জনতা পার্টি। শুক্রবার নদিয়ার কৃষ্ণনগরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথাই জানালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্রের মতুয়া সম্পর্কে মন্তব্যের প্রতিবাদে কৃষ্ণনগর রাজবাড়ি থেকে এক প্রতিবাদী মিছিল পোস্ট অফিসে এসে শেষ হয়। এরপরেই পোস্ট অফিস মোড়ে এক প্রতিবাদী সভায় যোগ দেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা জানান, 'পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর হবেই। আর এসআইআর হলে এক কোটি নাম বাদ যাবে। তাই এসআইআরের ভয়ে তৃণমূল থরথর করে কাঁপছে। এসআইআর-এ বাদ যাবেন মৃত, ডবল ও ট্রিপল এন্ট্রি, অস্তিত্বহীন, রোহিঙ্গা এবং বাংলাদেশি মুসলমানরা। ভারতীয় মুসলমানদের কোনও চিন্তা নেই।' এদিন যাদবপুরে ছাত্রী মৃত্যু নিয়েও শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'এই মুখ্যমন্ত্রী যতদিন পশ্চিমবঙ্গে থাকবেন, ততদিন সাধারণ বাড়ির ছেলে মেয়েরা পড়তে এসে খুন হবে। এর আগে হাসখালি থেকে যাদবপুরে পড়তে গিয়ে এক পড়ুয়ার মৃত্যু হয়েছে। তার বিচার এখনও পর্যন্ত হয়নি।' গুলশান কলোনি সম্পর্কেও মন্তব্য করতে শোনা গেল শুভেন্দু অধিকারীকে। তিনি বলেন, 'এইরকম গুলশান কলোনি, নদিয়ার চাপরা এবং কালীগঞ্জেই রয়েছে।' এদিনও দিঘার জগন্নাথ মন্দির সম্পর্কে মন্তব্য

করতে শোনা গেল রাজ্যের বিরোধী দলনেতাকে। শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য, 'পশ্চিমবঙ্গে যখন মন্দির বানানোর প্রয়োজন হবে, সেটা সরকারি পয়সায় হবে না। জনগণের কাছ থেকে চাঁদা তুলেই করা হবে।' রাজ্য সরকার ঘোষিত আমার পাড়া আমার সমাধানের সমালোচনা করতেও শোনা গেল শুভেন্দুকে। কটাক্ষর সুরে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা বলেন 'আমার পাড়া তৃণমূল তাড়া!'

স্ত্রীর দৃষ্টিশক্তি ফেরাতে, আর্থিক সহযোগিতা চেয়ে পথে পথে স্বামী

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: সন্তান জন্ম দেওয়ার বেশ কয়েক মাস পর চোখে ঝাপসা দেখেন গৃহবধূ। ধীরে ধীরে একেবারে অন্ধকার নেমে আসে তাঁর চোখে। বিভিন্ন চিকিৎসালয়ে ছোটাছুটি করার পর অবশেষে আর্থিক সহযোগিতা চেয়ে রাস্তায়, দোকানে এমনকি প্রতিবেশীদের দুয়ারে স্বামী রাহুল বাদ্যকর।

পশ্চিম বর্ধমান জেলার জামুড়িয়া বিধানসভার শ্যামলা গ্রাম পঞ্চায়েতের এক প্রত্যন্ত গ্রাম ভুঁড়। এই ভুঁড়ি গ্রামেরই বাসিন্দা রাহুল বাদ্যকর। ২০২০ সালে রাহুল বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। স্ত্রী অনিতা বাদ্যকর এবং রাহুল বাদ্যকরের বেশ চলছিল সাংসারিক জীবন, তাঁদের রয়েছে

এক ছোট্ট ফুটফুটে কন্যা সন্তান। কিন্তু একটা সময় আসে যখন রাহুলের স্ত্রী সন্তান প্রসবের সাত মাস পর থেকে চোখে ঝাপসা দেখতে শুরু করেন। তারপরই সুখের সংসারে নেমে আসে ঘোর অন্ধকার। বেশ কয়েক বছর হল পুরোপুরি দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন রাহুলের সহ-ধর্মীনি অনিতা। স্বামী দিনমজুরি করেও কোন রকমে সংসার চালান, পরিবারে আর্থিক সচ্ছলতাও সেরকম নয়। তবুও স্ত্রীর দৃষ্টিশক্তি ফেরাতে দুর্গাপুরের নামিদামি চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত একরাশ আশা নিয়ে পৌঁছায় ব্যাঙ্গালোরে, সেখানে বেশ কিছুদিন চিকিৎসা চলে, কিন্তু চিকিৎসার খরচা জোগাতে না পেরে বাধ্য হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিতে হয় রাহুল ও তাঁর পরিবারকে। কেননা যে পরিবারে নুন আনতে পান্তা ফুড়ায় সেই পরিবারের পক্ষে বড় ধরনের কোনও চিকিৎসা করাটা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তাই বর্তমানে কোনরকম কোনও উপায় না পেয়ে নিত্য পথযাত্রী স্থানীয় দোকানদার এমনকি পাড়া-প্রতিবেশীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে আর্থিক সাহায্য চাইছেন রাহুল বাদ্যকর। রাহুলের কথায়, '২০২০ সালে আমার বিয়ে হয়। আমাদের সন্তান হওয়ার সাত থেকে আট মাস পর আমার স্ত্রী চোখে ঝাপসা দেখতে শুরু করেন। প্রথমদিকে প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হলেও পরবর্তীতে বিভিন্ন নামীদামি চিকিৎসা কেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য গেলে সেই চিকিৎসার খরচ বহন করতে না পারায় হতাশ হয়ে বারংবার ফিরে আসতে হয়। তাই এখন কোন উপায় না পেয়ে আমি সাধারণ মানুষের কাছে সাহায্যের আবেদন চাইছি। সাধারণ মানুষ কিছু সাহায্য করলে আমার স্ত্রীর আবার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে।' অন্যদিকে কাতর সুরে একই কথা বলেন, রাহুলের স্ত্রী অনিতা বাদ্যকর। এছাড়াও প্রতিবেশীরা জানান, 'রাহুল দিনমজুরি করে কোনরকমে সংসার চালায়, তার পক্ষে তার স্ত্রীর চিকিৎসা খাতে খরচ করা খুবই কষ্টসাধ্য। আমরা যতটা সম্ভব তাঁকে সাহায্য করার চেষ্টা করব। কিন্তু পাশাপাশি কোনও সহৃদয় ব্যক্তি যদি রাহুলকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় তাহলে তাঁর স্ত্রী আবারও পৃথিবীর আলো দেখতে পাবে।'

কষ্টিপাথরের চণ্ডীরূপী সিংহবাহিনী পূজিত হন চাঁচল রাজবাড়িতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রাজবাড়ি আছে। কিন্তু রাজত্ব নেই। নেই হাতি, ঘোড়া এবং পালকিও। তবুও প্রায় ৩৫০ বছরের প্রাচীন ঐতিহ্য মেনে চাঁচল রাজবাড়ির দুর্গা পুজো আজও হয় মহা সাড়ম্বরে। চাঁচল রাজবাড়িতে কষ্টিপাথরের চারহাতের চণ্ডীরূপী সিংহবাহিনী দেবী মাতা, দুর্গা হিসাবে পূজিত হন। বর্তমানে গ্রামবাসীদের উদ্যোগ এবং চাঁচল অফিসিয়াল ট্রাস্টবোর্ডের আর্থিক সহযোগিতায় রাজবাড়ির দুর্গা পুজো হয়ে আসছে নিষ্ঠার সঙ্গে।পুজোর চারদিন ভক্তদের ভিড় মনে করিয়ে দেয় যে, একদা চাঁচল রাজার আধিপত্য এখানে কী রকম ছিল। পুজোর জৌলুস যাতে ম্লান না হয়, তারজন্য গ্রামবাসীরা উদ্যোগ নিয়ে সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত নানান ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। বর্তমানে চাঁচল রাজবাড়ির একটি অংশে গড়ে উঠেছে মহকুমা আদালত এবং আরেক প্রান্তে রয়েছে চাঁচল কলেজ। এছাড়াও চাঁচল মহাকুমার অফিসও এই রাজবাড়ির প্রাঙ্গনে রয়েছে। এখানে মহকুমার বিভিন্ন প্রশাসনিক অফিসে রয়েছে। এইসব অংশ বাদ দিয়ে বাকি অংশ জুড়ে রয়েছে চাঁচল রাজবাড়ি এবং পুজো মণ্ডপটি।

স্থানীয় প্রবীনদের কথায়, একদা চাঁচল রাজা শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরির আমলে কামান ফাটিয়ে, ১৩৮ পদ্ম ফুল এবং ১০১টি প্রদীপ জ্বালিয়ে দেবী দুর্গার পুজো শুরু হতো। প্রায় ৩৫০ বছর আগে চাঁচলের রাজা শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরি পূর্ব পুরুষেরা পাহাড়পুর

গ্রামের মহানন্দা নদীর সতিঘাটে স্নান করতে গিয়ে কষ্টিপাথরের সিংহবাহিনীর চণ্ডীরূপী মূর্তিটি কুড়িয়ে পান। এরপরই রাজ পরিবারের সদস্যদের দেবী দুর্গা চণ্ডীরূপী স্বপ্নাদেশ দেয়। দেবীর স্বপ্নাদেশ পাওয়ার পর থেকেই বহু নিয়ম মেনে চাঁচলের রাজ পরিবারে দুর্গাপুজো হয়ে আসছে। তবে চাঁচল রাজা বিয়ের পর নিঃসন্তান ছিলেন। পরবর্তীতে চাঁচল রাজা শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরির কোনও উত্তরসূরী না থাকায়, এখন পুজোর সবটাই দেখভালের দায়িত্ব রয়েছে অফিসিয়াল ট্রাস্টবোর্ডের। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চাঁচল অফিসিয়াল ট্রাস্টবোর্ডের এক সময় সুপারভাইজার ছিলেন পিনাকী জয় ভট্টাচার্য। তার অবর্তমানে এখন সেই চাঁচল রাজবাড়ি ট্রাস্টবোর্ডের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন পিনাকিবাবুর ছেলে দেব জয় ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, 'চাঁচল রাজবাড়ি থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে পাহাড়পুর গ্রামের মণ্ডপে চার হাতের সিংহবাহিনী দেবী দুর্গার রূপে পূজিত হন। পাহাড়পুর গ্রামের পুজো মণ্ডপটি চাঁচল রাজাদের তৈরি করা। পুজোর ১৩দিন আগে কৃষ্ণা নবমীতে ঘট পুজো দিয়ে শুরু হয়। একসময় চাঁচল রাজাদের পুজোর কামান দাগার কথা প্রচলিত রয়েছে। দশমীতে সূর্য ডোবার আগেই দেবী দুর্গাকে বিসর্জন দেওয়ার রীতি রয়েছে।' স্থানীয় বাসিন্দাদের জানিয়েছেন, সপ্তমীর দিন পুরনো নিয়মেই চাঁচল রাজবাড়ি থেকে পঞ্চপাদ্য বাজিয়ে পাখা দিয়ে হাওয়া করতে করতে মহোৎসবে পিতলের ছাতার তলায় বসিয়ে পাহাড়পুর মন্দিরের নিয়ে আসা হয় কষ্টিপাথরের সিংহবাহিনী মূর্তিটিকে। চাঁচলে দেবী দুর্গার চার হাত বিশিষ্ট সিংহবাহিনী রুদ্রমূর্তি রূপে বিরাজ করছেন। মহাষ্টমীর দিন রাজবাড়ির পুজোয় কুমারী পুজো দেখতে ভক্তদের ব্যাপক ভিড় হয়। চণ্ডী পাঠের মাধ্যমে এখানে কুমারী পুজো করা হয়। পুজোর চার দিন নানান প্রান্ত থেকে সাধু, সন্ন্যাসীরাও এখানে আসেন। পুজো উপলক্ষে চারদিনই ভক্তদের মধ্যে খিচুড়ি, অন্ন ভোগ হিসেবে দেওয়ার প্রচলন রয়েছে। চাঁচলের বিধায়ক নিহার রঞ্জন ঘোষ জানিয়েছেন, চাঁচল রাজবাড়ির ঐতিহ্য গোটা রাজ্যের পাশাপাশি দেশজুড়ে রয়েছে। এই পুজো দেখার জন্য সকলেরই উৎসাহ ও উদ্দীপনা থাকে। প্রবীনদের কথায়, চাঁচল রাজবাড়ীর সিংহবাহিনী দেবী দুর্গার মূর্তি দর্শন করে যা মানত করা যায় দেবী মাতা নাকি ভক্তদের সেই মনস্কামনা পূরণ করেন।

ট্রাকের ধাক্কায় ছাত্রের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: সীমান্তগামী ট্রাকের ধাক্কায় ছাত্রের মৃত্যু। রাস্তার ওপর ছাত্রের মৃতদেহ রেখে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ। পুলিশের উদ্যোগে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। ঘাতক ট্রাকের চালক ও খালাসিকে আটক করে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর থানার সংগ্রামপুর তেতুলিয়া রোডের গোল্লা মোড়ে। মৃত ছাত্রের নাম আশিক বিল্লাহ ঢালি (১২) চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র। আশিক বাবার সঙ্গে বাজারে গিয়েছিল। ফেরার পথে ঘোজাডাঙ্গা সীমান্ত থেকে স্বরূপনগরের দিকে যাচ্ছিল খালি একটি ট্রাক। ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওই ছাত্রকে পিষে দেয়। ঘটনায় জখম হয়েছেন আরও একজন। ক্ষতিপূরণের দাবিতে মৃতের পরিবারের স্থানীয় বাসিন্দারা অবরোধ শুরু করেন।

দ্য নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিমিটেড
শ্রীবাসঅঙ্গন রোড, পোস্ট- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া
পিন-৭৪১৩০২ (পশ্চিমবঙ্গ), ফোন নং -০৩৪৭২-২৪০৩৪৭
স্থাপিত-১৯২৯ (রেজিঃ নং ৪২ তারিখ-২৬.১১.১০২৯),
আরবিআই লাইসেন্স নং- UBD. W.B 14/2009-10

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিবরণ: নাম: শ্রী প্রবীর মণ্ডল, মোবাইল: ৮৪৩৬৬৬৩৪৫৭, ই-মেল আইডি: nbccbank@rediffmail.com /contact@nabadwipcoopbank.com

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) সঙ্গে পঠিত রুল ৯(১) বন্দোবস্ত অনুসারে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি। এতদ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার/বন্ধকদাতাদেরকে জানানো যাচ্ছে যে, নিচে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পত্তি যা সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধকীকৃত আছে এবং যার **বাস্তবিক দখল** (সম্পত্তির বিবরণের বিপরীতে বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত) সুরক্ষিত ঋণদাতা দ্য নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিমিটেড, নবদ্বীপ, নদীয়া-এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক গ্রহণ করা হয়েছে, তা "**যেখানে যেমন আছে**", "**যা যেমন আছে**" এবং "**সেখানে যা কিছু আছে**" ভিত্তিতে নিচে উল্লিখিত তারিখে বিক্রি করা হবে।

ই-নিলামের তারিখ ও সময়: ১৬.১০.২০২৫, সময়: ৩০০ মিনিট সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত, প্রতিটি বিডের জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন বর্ধিত সময় সহ।

ক্র. নং.	ঋণগ্রহীতার নাম	স্বত্ব দলিল জমা দেওয়া বন্ধকীকৃত সম্পত্তির বিবরণ	বকেয়া পরিমান (টাকায়)	১) সংরক্ষিত মূল্য (টাকা) ২) ইএমডি ১০% ৩) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ (টাকা)
১.	**কৃতী সুন্দর ভট্টাচার্য্য পিতা - সত্যেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য** ১০৮, শ্রীরামপুর রোড, ওয়ার্ড নং - ১৬ পোস্ট ও থানা - নবদ্বীপ, জেলা - নদীয়া। পিন- ৭৪১৩০২ **বর্তমান ঠিকানা:-** জওহরলাল নেহেরু রোড, ওয়ার্ড নং - ১৬, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা - নদীয়া। পিন- ৭৪১৩০২	**১.৭৫ শতক** পরিমাপের জমি ও ভবন, **কৃতী সুন্দর ভট্টাচার্য্য, পিতা - সত্যেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য** -এর অনুকূলে,যার খতিয়ান নং - আর.এস- ৫৩৩, এল.আর- ২৬৯০৫, ২৬৯০৪, দাগ (প্লট) নং আর.এস- ৪১১৭/৯৮৫০, এল.আর- ৬৪৫৮, মৌজা - ২০, নবদ্বীপ। দলিল নং - আই-১৩১৫-০০১০২, সাল ২০২০।	**৮,৫১,১৮২.০০ টাকা** ৩০.০৯.২০২৪ অনুযায়ী এবং তার উপর আরও সুদ, খরচ, আনুষঙ্গিক ব্যয় ইত্যাদি প্রযোজ্য।	১) ৬,০০,০০০/- টাকা ২) ৬০,০০০/- টাকা ৩) ১০,০০০/- টাকা

পরিদর্শন তারিখ: ২৫.০৯.২০২৫ **দখলের ধরন: বাস্তবিক**

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে **দ্য নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিমিটেড, নবদ্বীপ, নদীয়ার** ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইট **https://www.bankeauctionwizard.com** -এ প্রদত্ত লিঙ্কে দেখুন।
খ) আগ্রহী বিডার/দেরকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আগে তাদের ইএমডি. পরিমাণ ব্যাঙ্কার'স চেক/ডিমান্ড ড্রাফ্টের মাধ্যমে প্রদান করতে হবে, যা একটি সিডিউল বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক '**দ্য নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিমিটেড, নবদ্বীপ, নদীয়া**'-এর অনুকূলে জারি করা হতে হবে।
গ) ই-নিলাম প্রক্রিয়ার আগে বা চলাকালীন কোনো অসুবিধা বা সহায়তার প্রয়োজন হলে, তারা আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর অনুমোদিত প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। যোগাযোগের বিবরণ: **শ্রী কুশল বোস, মোবাইল: ৭৬৮৬৯১৩১৫৭, ই-মেল আইডি- kushal.b@antaressystems.com**
ঘ) সফল বিডারকে বিড করা অর্থের ২৫% (পঁচিশ শতাংশ), জমা দেওয়া ইএমডি.-এর পরিমাণ বাদে, তাৎক্ষণিকভাবে (২৪ ঘন্টার মধ্যে) জমা দিতে হবে এবং অবশিষ্ট পরিমাণ নিলামের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে প্রদান করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অর্থ জমা দিতে ব্যর্থ হলে, সফল বিডারের জমা দেওয়া অর্থ অনুমোদিত অফিসার দ্বারা বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত অফিসার নিলাম বাতিল করে একটি নতুন নিলাম পরিচালনা করার স্বাধীনতা পাবেন।
ঙ) স্ট্যাম্প ডিউটি এবং বিক্রয় সনদ/কনভয়েন্সের নিবন্ধনের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত খরচ, যদি থাকে, সফল বিডার বহন করবেন।

তারিখ: ১৩.০৯.২০২৫, স্থান: নবদ্বীপ **অনুমোদিত অফিসার, দ্য নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিঃ**

যূনিয়ন বৈঁক ऑफ इंडिया Union Bank of India A Government of India Undertaking

রিজিওনাল অফিস : কলকাতা মেট্রো
২২৫সি, এ. জে. সি. বোস রোড, ২য় তল
কলকাতা-৭০০ ০২০
ই-মেল: crld.rokolkatametro@unionbankofindia.bank

স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য মেগা ই-নিলাম (সারফেইসি অ্যাক্ট অধীন)

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তিসমূহর জন্য রুল ৬(২) এবং স্থাবর সম্পত্তিসমূহর জন্য রুল ৮(৬) বিধানের সহিত পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীন অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে বন্ধকীকৃত/দায়বদ্ধ/অঙ্গীকারকৃত/চার্জকৃত অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তিসমূহ **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**/সুরক্ষিত ঋণদাতার নিকট যা সুরক্ষিত ঋণদাতা হিসেবে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সংশ্লিষ্ট শাখার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক গঠনমূলক/বাস্তবিক দখলীকৃত **১৫.১০.২০২৫** তারিখে বিক্রয় করা হবে '**যেখানে যে অবস্থায় আছে**', **যেখানে যা আছে**' এবং '**যেখানে যেভাবে আছে ভিত্তিতে**' **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**র বকেয়া পরিমাণ সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের কাছ থেকে আদায়ের জন্য।

সংরক্ষিত মূল্যের বিস্তারিত এবং ইএমডি প্রতিটি জামিনদত্ত সম্পত্তি (সমূহ)-র জন্য। বিক্রয় সম্পাদিত হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে ওয়েব পোর্টালে প্রদত্ত অনুযায়ী। বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** এবং **www.unionbankofindia.co.in** প্রদত্ত লিঙ্ক অনুযায়ী।

নিম্নোক্ত সম্পত্তি "অনলাইন ই-নিলাম" বিক্রি করা হবে ওয়েবসাইট https://baanknet.com এবং BAANKNET ই-কমার্সের ওয়েবসাইট support.BAANKNET@psballiance.com মাধ্যমে।

নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ ১৫ অক্টোবর, ২০২৫ দুপুর ১২.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা
টেন্ডার/ইএমডি জমা দেবার শেষ তারিখ ঃ ই-নিলাম শুরু হওয়ার পূর্বে অথবা তার মধ্যে
ইএমডি জমা দেবার ধরন ঃ ডাকদাতা তার BAANKNET ওয়ালেটের মাধ্যমে ইএমডি জমা দিতে পারেন

লট নং	ক) ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম গ) সম্পত্তির বিবরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য টাকায় খ) বায়না অর্থ জমা টাকায়	বিডের সম্প্রসারণ এবং বিড বৃদ্ধির পরিমাণ	বকেয়া ঋণ	ব্যাংক /এসএ -এর জানা দায় যদি থাকে তবে তা বিচারাধীন। গঠনমূলক/ বাস্তবিক দখল
১.	ক. মেসার্স অ্যাডভান্সড মেশিন টুলস প্রাইভেট লিমিটেড খ. ব্রাবোর্ন রোড ব্রাঞ্চ গ. সম্পত্তি- জি ৬ তলা ভবনের ৬ষ্ঠ ফ্লোরে অবস্থিত ফ্ল্যাট নং এ-৪-এর সকল অংশ ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, যার পরিমাপ প্রায় ২১৯০ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ) কমবেশি এবং একটি খোলা গাড়ি পার্কিং স্থানসহ, সেইসঙ্গে ভবনের নিচে অবস্থিত জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশসহ, যা ৪৪১, ক্যানাল স্ট্রিট, মৌজা - কাঙ্কুরি, সিএস/আরএস দাগ নং ২৫৭, সিএস/ আরএস খতিয়ান নং ৯৮, জেএল নং ২৮, তৌজি নং ১২৯৮/২৮৩৩, থানা - লেক টাউন, দক্ষিণ দমদম পৌরসভার অধীনে, রেজিস্ট্রেশন অফিস - এ.আর.এ.-২, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা, কলকাতা - ৭০০ ০৪৮-এ অবস্থিত।	ক. ১,৫১,০০,০০০.০০ টাকা খ. ১৫,১০,০০০.০০ টাকা	বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ১,৫১,০০০.০০ টাকা সহ ১০ মিনিটের বর্ধিত সময়	২,৩৩,২৮,১০৮.৩৮ টাকা (দুই কোটি তেত্রিশ লক্ষ আটাশ হাজার একশো আট টাকা এবং আটত্রিশ পয়সা মাত্র), ৩১.০৮.২০২৫ অনুযায়ী এবং এরপর থেকে ডিমান্ড নোটিশের তারিখের পরে যদি কোনো অর্থ প্রদান করা হয়ে থাকে, তাহলে তা বাদে অতিরিক্ত চুক্তিবদ্ধ সুদের হার এবং খরচ প্রযোজ্য হবে।	ক) অনুমোদিত অফিসারের জানা নেই খ) প্রতীকী দখল
২.	ক. মেসার্স রবিন ইন্ডাস্ট্রিজ খ. ফ্যান্সিবাজার খিদিরপুর ব্রাঞ্চ গ. সম্পত্তি- জমি এবং ফ্যাক্টরি শেড নিয়ে গঠিত সম্পত্তির সকল অংশ ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, সেইসঙ্গে সাধারণ পথের উপর সকল ইজমেন্ট অধিকারসহ, যার পরিমাপ ৫ কাঠা ৩ ছটাক কমবেশি, যা মৌজা - বেলগাছিয়া, দাগ নং ২৫৮, খতিয়ান নং ১৪৫, জে.এল. নং ৮, হাওড়া পৌর কর্পোরেশন, ওয়ার্ড নং ৮, হোল্ডিং নং ৫১, ওয়াই রোড, বেলগাছিয়া, থানা - লিলুয়া, ডি.এস.আর. অফিস - হাওড়া, হাওড়া জেলা, পশ্চিমবঙ্গ-এর অধীনে অবস্থিত।	ক. ১,২৫,০০,০০০.০০ টাকা খ. ১২,৫০,০০০.০০ টাকা	বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ১,২৫,০০০.০০ টাকা সহ ১০ মিনিটের বর্ধিত সময়	১,৭৮,০০,৩৬৭.৪৪ টাকা (এক কোটি আটাত্তর লক্ষ তিনশো সাতষট্টি টাকা এবং চুয়াল্লিশ পয়সা মাত্র), ৩১.১২.২০২৪ অনুযায়ী এবং এরপর থেকে ডিমান্ড নোটিশের তারিখের পরে যদি কোনো অর্থ প্রদান করা হয়ে থাকে, তাহলে তা বাদে অতিরিক্ত চুক্তিবদ্ধ সুদের হার এবং খরচ প্রযোজ্য হবে।	ক) অনুমোদিত অফিসারের জানা নেই খ) প্রতীকী দখল

*** সরকারি রুল অনুযায়ী জিএসটি প্রযোজ্য।**
*** সরকারি রুল অনুযায়ী টিডিএস প্রযোজ্য।**
বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদি বিস্তারিত জানতে **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ই-নিলাম ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.unionbankofindia.co.in** এবং **BAANKNET পোর্টাল ওয়েবসাইট https://baanknet.com** দেখুন। ই-নিলামের অংশগ্রহণ এবং রেজিস্ট্রেশনের জন্য ডাকদাতাদের **BAANKNET ই-কমার্সের ওয়েবসাইট অর্থাৎ support.BAANKNET@psballiance.com** দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সকল ডাকদাতাকে আবশ্যিকভাবে কেওয়াইসি নীতি পালন করতে হবে ই-নিলাম পোর্টালের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন এবং অংশগ্রহণের জন্য।

যেকোনও প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য **BAANKNET হেল্পডেস্ক ৮২৯১২২০২২০ এবং ইমেল আইডি - support.BAANKNET@psballiance.com** পরিচালন / রেজিস্ট্রেশনের অবস্থা জানতে **https://baanknet.com আর্থিক এবং ইএমডির অবস্থান জানতে https://baanknet.com সাহায্য নিন। সহায়ক নম্বরগুলি '৮২৯১২২০২২০' দেখুন BAANKNET পোর্টাল সম্পর্কিত সমস্যার জন্য।**

বিধিবদ্ধ ৩০ দিনের বিক্রয় নোটিশ, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৬(২) এবং ৮(৬)/রুল ৯(১) অধীনে

সংশ্লিষ্ট নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৬(২) এবং রুল ৮(৬) / ৯(১) অধীনে গণ্য করতে হবে ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণকে উক্ত ঋণ বিষয়ে ই-নিলাম বিক্রয় উক্ত তারিখ অনুযায়ী

ই-নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলী নিম্নরূপ:

১. "**যেখানে যা আছে**" এবং "**যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে**" এবং "**যেখানে যেমন ভাবে আছে ভিত্তিতে**" বিক্রয় করা হবে, এবং "অন লাইনে" পরিচালিত হবে।
২. ই-অকশন বিড ফর্ম, ঘোষণা, অনলাইন নিলাম বিক্রির সাধারণ নিয়ম ও শর্তাবলী ওয়েবসাইট
(ক) **https://www.unionbankofindia.co.in/auctionproperty/view-auction-property.aspx এবং www.unionbankofindia.co.in**
(খ) **https://baanknet.com** দরদাতারা **https://baanknet.com** দেখতে পারেন, যেখানে শিক্ষা বিষয়ক ভিডিও সহ দরদাতার জন্য "**নির্দেশিকা**" পাওয়া যাবে। দরদাতাদের অগ্রিম নিম্নলিখিত কার্যগুলি সম্পন্ন করতে হবে :
ধাপ ১:- দরদাতা/ক্রয়কারী নিবন্ধন দরদাতাদের ই-নিলাম অকশন প্ল্যাটফর্মে (উপরে দেওয়া লিংক এ) তাদেরতার মোবাইল নম্বরএবং ই-মেইল আইডি ব্যবহার করে নিবন্ধন করতে হবে।
ধাপ ২:- কেওয়াইসি যাচাইকরণ দরদাতার প্রয়োজনীয় কেওয়াইসি নথি আপলোড করতে হবে। (সম্পূর্ণ কেওয়াইসি নথি পাওয়ার পর এবং তার যাচাইকরণের ৩ দিনের মধ্যে নিবন্ধন সক্রিয় করা হবে) ই নিলাম সফলভাবে সম্পন্ন হলে বিডার কর্তৃক জমা দেওয়া কেওয়াইসি নথি সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে উপলব্ধ করা হবে।
ধাপ ৩:- দরদাতাদের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে ইএমডি অর্থ স্থানান্তর ই-অকশন প্ল্যাটফর্মে তৈরি চালান ব্যবহার করে এনইএফটি/ স্থানান্তর ব্যবহার করে অনলাইন/অফলাইন তহবিল স্থানান্তর। ই-নিলামে অংশগ্রহণের আগে ইএমডি পরিমান অর্থ দরদাতার ওয়ালেটে উপলব্ধ হতে হবে যাতে নিলামের পরবর্তী কাজ পরিপূর্ণ হয়।
ধাপ ৪:- নিলামের সময় অংশগ্রহণের জন্য উপরে উল্লিখিত **BAANKNET পোর্টালে** লগ ইন করতে হবে।
৩. অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা শেষ পাওয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে জানা যায় উক্ত সম্পত্তি/গুলির উপর কোন দ্বায়ভার নেই। যদিও ইচ্ছুক দরদাতাদের তাদের বিড জমা দেওয়ার পূর্বে নিলামে রাখা উক্ত সম্পত্তির জায়ভার, দাবি/অধিকার/বকেয়া/স্বত্ব এবং যা সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে সে বিষয়ে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করা উচিত। ই-নিলাম বিজ্ঞাপন ব্যাংকের কোন প্রতিশ্রুতি বা প্রতিনিধি গঠন করে বলে গণ্য হবে না। ব্যাংকের কাছে জানা বা অজানা, বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতের দ্বায়ভার নিয়ে সম্পত্তিটি বিক্রি করা হচ্ছে। অনুমোদিত আধিকারিক /সুরক্ষিত পাওনাদার কোনোভাবেই তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/পাওনার জন্য দায়ী থাকবে না। নিলামে বিক্রির জন্য রাখা সম্পত্তি/গুলি সম্পর্কে অনলাইন বিড জমা দেওয়ার পরে কোন দাবী গ্রহণ করা হবে না।
৪. **অনলাইন ই-নিলামের তারিখ ১৫.১০.২০২৫ দুপুর ১২.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০ টার মধ্যে।**
৫. **ইএমডি এবং ডকুমেন্ট জমা দেওয়ার শেষ তারিখ এবং সময় নিলামের সময় শেষ হওয়ার আগে ইএমডি জমা দিতে হবে এবং সম্পত্তি আইডির সাথে লিঙ্ক/ম্যাপ করতে হবে। কোনও প্রযুক্তিগত ত্রুটি এড়াতে ইএমডির পরিমাণ আগে থেকেই সম্পত্তি আইডির সাথে জমা এবং লিঙ্ক/ম্যাপ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।**
৬. **পরিদর্শনের তারিখ – ০৯.১০.২০২৫ তারিখ বিকেল ৫.০০টা পর্যন্ত।**
৭. শুধুমাত্র অনলাইন পদ্ধতির মাধ্যমে বিড জমা দিতে হবে।
৮. ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য তার ওয়ালেটে বিড মূল্য থাকতে হবে। দরদাতাকে সেই সম্পত্তি(গুলির) নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন হবে না যার জন্য এই ধরনের ইএমডি পরিমাণ জমা করা হচ্ছে।
৯. দরপত্র জমা দেওয়ার আগে সম্পত্তির বিষয়ে পরিদর্শন ও সন্তুষ্ট হওয়ার ব্যাপারে দায়িত্ব ইচ্ছুক দরদাতাদের। **BAANKNET** ৩ দিনের মধ্যে ফেরত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে।
১০. আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট কোন সুদ বহন করবে না। সফল দরদাতাকে সফল বিডের পরিমাণের ২৫% (ক্রয় মূল্যে) (আপনার গ্লোবাল ওয়ালেট থেকে ইতিমধ্যেই প্রদত্ত ইএমডি পরিমাণ হিসাবে ১০% রিজার্ভ মূল্য সহ) জমা দিতে হবে অবিলম্বে যেটা নিলামের দিনে বা পরবর্তী কাজের দিনের মধ্যে, এবং তার অনুকূলে থেকে ই-নিলামের বিক্রির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে সফল ডাকদাতাকে বিডের অবশিষ্ট ৭৫% পরিমাণ (ক্রয়মূল্য)জমা করতে হবে। নিলাম বিক্রয় ব্যাংকের নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে।
১১. ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট ১৯৬১ এর সেকশন ১৯৪-আইএ অনুসারে, টিডিএস @ ১.০০% বিক্রয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যেখানে বিক্রয় বিবেচনা ৫০,০০,০০০/-টাকা (পঞ্চাশ লক্ষ টাকা) এবং তার উপরে। সফল দরদাতা/ক্রেতাকে বিক্রয়মূল্য থেকে টিডিএস কেটে আয়কর দফতরে ফরম নং ১৬-বি-তে জমা দেবে, যাতে ব্যাংকের নাম এবং প্যান নম্বর এএএসিইউ০৫৬৪জি বিক্রেতার হিসেবে থাকবে এবং টিডিএস সার্টিফিকেট এর মূল রশিদ জমা দেবে ব্যাংকে। (কৃষি জমি ব্যতীত স্থাবর সম্পত্তির জন্য প্রযোজ্য)
১২. সফল বিডার কর্তৃক অর্থ জমা করার ক্ষেত্রে ডিফল্ট হলে ইতিমধ্যে জমা করা সম্পূর্ণ টাকা বাজেয়াপ্ত হবে, এবং সম্পত্তি পুনরায় নিলামে রাখা হবে এবং খেলাপি দরদাতার সম্পত্তি/পরিমাণের ব্যাপারে কোন দাবি/অধিকার থাকবে না।
১৩. ক্রেতা প্রযোজ্য স্ট্যাম্প ডিউটি/রেজিস্ট্রেশন ফি/টিডিএস নিলাম মূল্য/অন্যান্য চার্জ ইত্যাদি বহন করবে এবং সেই সাথে বিধিবদ্ধ/অ -সংবিধিবদ্ধ পাওনা, কর, মূল্যায়ন চার্জ ইত্যাদি।
১৪. অনুমোদিত আধিকারিক কোন কারণ উল্লেখ না করে ই-নিলাম বিক্রয় কার্যক্রম স্থগিত/ বাতিল করতে পারেন। যদি ই-নিলাম বিক্রয় বিক্রির পূর্বনির্ধারিত তারিখ থেকে ১৫ দিনের জন্য স্থগিত করা হয়, তবে এটি পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত হবে। অনুমোদিত আধিকারিকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, বলবৎ এবং প্রশ্নাতীত।
১৫. বিক্রেতার সার্টিফিকেট অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক সফল বিডারের অনুকূলে সম্পূর্ণ ক্রয় মূল্য/ বিড পরিমাণ জমা করার পরে এবং সমস্ত কর/ চার্জ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে শুধুমাত্র জারি করা হবে এবং অন্য কোনো নামে দেওয়া হবে না।
১৬. পরিবহন, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন চার্জ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক চার্জের জন্য প্রযোজ্য আইনি চার্জ নিলাম ক্রেতা বহন করবে।
১৭. সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে নির্ধারিত নিয়ম/শর্ত সাপেক্ষে হবে। বিক্রয়ের শর্তাবলী সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে /জিজ্ঞাস্য থাকলে প্রদত্ত যোগাযোগ নম্বরে সংশ্লিষ্ট শাখাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে।
১৮. যে সকল দরদাতা দরপত্র জমা দিয়েছেন, তারা ই-নিলাম বিক্রির শর্তাবলী পড়েছেন এবং বুঝেছেন এবং তাদের দ্বারা আবদ্ধ বলে গণ্য হবে।

বিশেষ নির্দেশনা / সতর্কতা :

ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে শেষ মিনিট/সেকেন্ডের ডাক এড়াতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অথবা পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার সংশ্লিষ্ট শেষ সময়ের (ইন্টারনেট ফেলিওর, বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন ইত্যাদি) ত্রুটির জন্য দায়ী হবে না সব দায় নিতে হবে ডাকদাতাদের। সংশ্লিষ্ট অসুবিধা এড়ানোর জন্য ডাকদাতাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা/বিকল্প ব্যবস্থার যেমন ব্যাক আপ পাওয়ার সাপ্লাই এবং প্রয়োজনীয় তাৎক্ষণিক ব্যবস্থাদির মোকাবিলার জন্য ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করা হচ্ছে সফলভাবে নিলামে অংশগ্রহণের জন্য।

তারিখ : ১২.০৯.২০২৫
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

সিকিমে ভয়াবহ ধসে, মৃত ৪

গ্যাংটক, ১২ সেপ্টেম্বর: ভয়াবহ ধসে চারজনের মৃত্যু হল সিকিমে। শুক্রবার সকালে ইয়াংথাং এলাকার আপার রিম্বিতে আচমকা ধস নামে।

গেজিংয়ের পুলিশ সুপার শেরিং শেরপা জানিয়েছেন, ধস নামার পর ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয়। পরে হাসপাতালে নিয়ে আসার পর আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। একজনকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তিনি ভর্তি আছেন স্থানীয় হাসপাতালে। পুলিশ জানিয়েছে, ধসের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দ্রুত পৌঁছয় তারা, সঙ্গে যায় এসএসবি জওয়ানদের একটি দল। স্থানীয়দের সাহায্যে ধ্বংসস্তূপ থেকে পাঁচজনকে উদ্ধার করা হয়। তাঁদের মধ্যে তিনজন ততক্ষণে মারা গেছিলেন। জীবিত উদ্ধার হওয়া দু'জনের মধ্যে এক জনের হাসপাতালে মৃত্যু হয়। এখনও তল্লাশি এবং উদ্ধারের কাজ চলছে।

ইউক্রেন সফরে প্রিন্স হ্যারি

কিয়েভ, ১২ সেপ্টেম্বর: ইউক্রেনে আকস্মিক সফরে এসে আহত সেনাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন ব্রিটেনের প্রিন্স হ্যারি। শুক্রবার কিয়েভে তাঁর আসার খবর জানানো হলেও নিরাপত্তার কারণে আর কোনও বিষয় প্রকাশ করা হয়নি। এদিন ভোরে প্রিন্স হ্যারি কিয়েভে পৌঁছান। হ্যারি বলেন, যুদ্ধ থামানো সম্ভব নয়, তবে পুনরুদ্ধারে সহায়তা করা যায়।

প্রিন্স হ্যারি ইনভিক্টাস গেমসের প্রতিষ্ঠাতা। হ্যারি ইনভিক্টাস গেমস ফাউন্ডেশনের একটি দলের সঙ্গে ইউক্রেন সফরে গেছেন তিনি। উল্লেখ্য, আহত সেনাদের সহায়তা দিয়ে থাকে ইনভিক্টাস গেমস ফাউন্ডেশন।

ওড়ার সময়ই খুলল বিমানের চাকা, নিরাপদেই যাত্রীরা

মুম্বই, ১২ সেপ্টেম্বর: অল্পের জন্য বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেল স্পাইসজেটের বিমান। ওড়ার সময়েই খুলে গেল বিমানের চাকা। মুম্বই বিমানবন্দরের ঘটনা। তবে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, বিমানের প্রত্যেক যাত্রী নিরাপদে রয়েছেন। একটি বিমানের ৬টা চাকা থাকে। গুজরাটের কালনা বিমানবন্দর থেকে ঠিক ওড়ার সময়ে রানওয়েতেই পড়ে যায়।

পরবর্তী সময়ে বিমানবন্দরের কর্মীরা সেটা দেখতে পান। দ্রুত তাঁরা সেই চাকা সংরক্ষিত করে অফিসে জানান। কালনা বিমানবন্দর থেকে যোগাযোগ করা হয় মুম্বই বিমানবন্দরের সঙ্গে। ফুল এমার্জেন্সিতে অর্থাৎ সর্বোচ্চ জরুরিকালীন পরিস্থিতিতে ওই বিমানটি মুম্বই বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করানো হয়। অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে চালক মুম্বই বিমানবন্দরে বিমানটি নামান।

বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, ল্যান্ডিং গিয়ারে সমস্যা থাকলে, অনেক সময়েই বিমানে বড় দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই বিমানের একটি চাকাই খুলে যায়। সেক্ষেত্রে পাইলট অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে, অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে বিমানটিকে অবতরণ করেন। বিমানের প্রত্যেক যাত্রীকে নিরাপদে বিমান থেকে বের করে আনা সম্ভব হয়েছে বলে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গিয়েছে।

ভারতে ঢোকার চেষ্টা, ধৃত ৬৭ জন বন্দি

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর: নেপালে অশান্তির মধ্যে ভারত-নেপাল সীমান্তের বিভিন্ন চেকপয়েন্ট দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করার সময় 'সশস্ত্র সীমা বল' (এসএসবি) ৬৭ জন বন্দিকে আটক করেছে। তাদের মধ্যে এক মহিলাও রয়েছে। নেপালের জেল থেকে পালানো বহু বন্দি ভারতে ঢোকার চেষ্টা করায় এসএসবি সীমান্তে নজরদারি বাড়িয়েছে। এক এসএসবি আধিকারিক জানিয়েছেন, এদের মধ্যে অঞ্জিলা খাতুন নামে একজন মহিলাও রয়েছেন। নেপালে বর্তমান অস্থিরতার মধ্যে ভারত-নেপাল সীমান্তের বিভিন্ন চেকপয়েন্ট দিয়ে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করছিলেন তাঁরা।

জ্ঞান ভারতম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে জ্ঞান ভারতমের ওপর আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। এই বিষয়ে জানিয়েছে ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি)।

পিআইবির তরফে জানানো হয়েছে, তিনি পাণ্ডুলিপি ডিজিটাইজেশন, সংরক্ষণ এবং জনসাধারণের প্রবেশাধিকার দ্রুত করার জন্য একটি নিবেদিত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম জ্ঞান ভারতম পোর্টালের উদ্বোধন করেন এবং সমাবেশে ভাষণ দেন। 'পাণ্ডুলিপির ঐতিহ্যের মাধ্যমে ভারতের জ্ঞানের উত্তরাধিকার পুনরুদ্ধার', এই বিষয়ে ১১ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ, ডিজিটাইজেশন, মেটাডেটা সংক্রান্ত গুণমান, আইনি কাঠামো এবং সাংস্কৃতিক কূটনীতির মতো বিষয়গুলিতে দুর্লভ পাণ্ডুলিপি ও বিশেষ জ্ঞান সম্পর্কে একটি প্রদর্শনীও ছিল।

ময়দান

বয়স কেবলমাত্র সংখ্যা! ফের প্রমাণ অনুষ্টুপের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলা ক্রিকেটের চিরযুবক অনুষ্টুপ মজুমদার ফের একবার প্রমাণ করলেন, বয়স কেবল সংখ্যামাত্র। একচল্লিশ পেরিয়ে গেলেও রঞ্জি ট্রফিতে এখনও তিনি বাংলার ব্যাটিং স্তম্ভ। রঞ্জি দলের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব সামলানোর পাশাপাশি স্থানীয় ক্রিকেটেও নতুন ইনিংস শুরু করলেন অভিজ্ঞ এই ক্রিকেটার। বুধবার তিনি সই করলেন মোহনবাগান ক্লাবের হয়ে। কালীঘাট ক্লাবের জার্সি ছেড়ে এবার সবুজ-মেরুন শিবিরে দেখা যাবে তাঁকে।

১ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছে সিএবি আয়োজিত স্থানীয় ক্রিকেটের দলবদল ও ক্রিকেটারদের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া। বুধবার, দশম দিনে মোট ৩৭৫ জন ক্রিকেটার নতুন দলে সই করেন। তবে সবার নজর কেড়েছিলেন অনুষ্টুপ। তিনি জানিয়েছেন, এখনও অবসর নেওয়ার কথা ভাবছেন না। বরং শারীরিক ভাবে ফিট থাকা এবং ভাল দল গঠন করাই তাঁর লক্ষ্য। অনুষ্টুপ বলেন, 'ফিট থাকাটাই আসল। মোহনবাগান খুব ভাল দল গড়েছে। ভবানীপুর থেকে বেশ কয়েকজন মানসম্মত ক্রিকেটার যোগ দিয়েছেন। পুরনো প্লেয়াররাও রয়েছে। আশা করছি মরশুমটা দুর্দান্ত যাবে।'

ক্রিকেট ক্লাব অফ ঢাকুরিয়ার ৮০ বছর পূর্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেখতে দেখতে ৮০ বছর হয়ে গেল ক্রিকেট ক্লাব অফ ঢাকুরিয়ার। এই ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীনতার আগে ১৯৪৬ সালে। স্বপ্ন দেখা শুরু করে দিয়েছিলেন বীরেন্দ্রনাথ মিত্ররা। ৫০ বছরেরও বেশি হয়ে গেল ক্রিকেট প্রশাসনে যুক্ত বীরেন্দ্রনাথ মিত্র। প্রথম থেকেই ছোটো ছেলেদেরকে প্রথম ভাগের প্রশিক্ষণ দিয়েই ক্রিকেটীয় যাত্রার শুরু হয়েছিল, কিন্তু সর্বাঙ্গীণ আকারে ক্রিকেট শেখানোর জন্য রবীন্দ্র সরোবরস্থিত আখড়াটি তৈরি হয় ১৯৯৯ সালে পৌঁছনোর পর। যদিও টেবিল টেনিস প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ঢাকুরিয়াতে তার থেকে বছর কুড়ি আগেই চালু হয়। ক্রিকেট কোচিং সেন্টারটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিদগ্ধ ক্রিকেট ব্যক্তিত্বেরা। এখনও সম্মানিত প্রশিক্ষকের দ্বারা এই শিক্ষন কেন্দ্রটি সমৃদ্ধশালী। সিসিডি ক্লাবের সভাপতি বীরেন্দ্রনাথ মিত্র ও শান্তনু মিত্রের উদ্যোগে সাড়ম্বরে আয়োজিত হয় ৮০ বছরের বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান।

১০ বছর পূর্তিতে ২১ ডিসেম্বর হবে টাটা কলকাতা ম্যারাথন

নিজস্ব প্রতিবেদন: শীতের কলকাতা মানেই শহরের প্রাণে দৌড়ের উত্তেজনা। ২১ ডিসেম্বর, শহরের বুকে আবারও ছড়িয়ে পড়বে পা ফেলার প্রতিধ্বনি। আসছে টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড ২৫কে কলকাতা ম্যারাথন। ভারতের অন্যতম বৃহৎ ক্রীড়া উৎসব, যা এবছর উদযাপন করতে চলেছে তার গৌরবময় দশম বর্ষপূর্তি। তাই আরও বড় আকারে এই ম্যারাথন হবে এ বার বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা। ১১ সেপ্টেম্বর কলকাতার এক পাঁচতারা হোটেলে জমকালো ঘোষণা হল ম্যারাথনের। ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে রেজিস্ট্রেশন। অংশগ্রহণকারীরা অনগ্রাউন্ড ও ভার্চুয়াল উভয় দৌড়ের জন্য ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন। এ

দিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্যতম অতিথি বাইচুং ভুটিয়া বলেন, 'কলকাতার সঙ্গে আমার সম্পর্ক সব সময়েই দারুণ। এখান থেকেই আমি পেশাদার ফুটবলার হিসেবে গড়ে উঠেছিলাম। এই শহর আমাকে অনেক দিয়েছে। আজ টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড ২৫কে দশম সংস্করণ উদযাপন করতে পেরে আমি গর্বিত। আমি প্রত্যেককে আহ্বান জানাচ্ছি এই দৌড়ে অংশগ্রহণ করে শহরের স্পিরিটকে আরও জোরদার করতে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

E-TENDER

e-TENDER invited by the Pradhan **Arbandi-I Gram Panchayat,** under Santipur Panchayat Samity, Nadia. NIT **No. 12/ARB- I/2025.** Bid Submission closing date: **18.09.25 up to 14:00 hrs.** For more details please contact to the office or visit **https:// wbtenders. gov.in**

Sd/- Pradhan
Arbandi-I Gram Panchayat.

Date Corrigendum

NIT No. SFDC/MD/NIT-07(e)/2025-26
Tender Id :- 2025_SFDCL_896773_1

Date Corrigendum

Schedule of Dates:-
Bid Submission End Date - 18/09/2025 upto 3.00 p.m.
Date of opening Technical Bid - 20/09/2025 at 3.00 p.m.
Note:- Details of information are available in the website https://wbtenders.gov.in.

TENDER

Sealed tenders are invited from bonafied Contractors for 14 wooks published through e tender **03/Dgp/2025-26** Communicated under Memo no **262 (8)/Dgp dated 02/09/2025.** Last date for online submission of tender is **19.09.2025.** For details please visit to office notice board & website **wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Dharampur G.P.

NOTICE INVITING e-TENDER

The Prodhan, Abujhati -II Gram Panchayat has invited e-Tender against **Tender Reference No:- AGP-II/e-Tender.-06/2025-26, Date- 12.09.2025,** in this Gram Panchayat. Bid submission end date and time **22.09.2025 up to 11.00 A.M.** Bid Opening Date (Technical) - **24.09.2025 at 11.30 A.M.** Details of Tender Notice may be seen at **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Prodhan
Abujhati-II Gram Panchayet
Vill. & P.O.- Kulingram, P.S.- Jamalpur, Dist.- Purba Bardhaman

TENDER NOTICE

WBCADC is inviting e-tender for Construction of 2(Two) Unit Crops Threshing Floor at WBCADC Nalhati-I Project under RKVY Fund Programme for F.Y. 2025-26, [NIT No.- 12/2025-26 (4th call), Tender Amount Rs. 8,77,878.00]. The intending tenderers will have to collect the tender documents within 20.09.2025 Up to 16.30 hours by downloading through the website stated below- **For details visit the website www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
ADMINISTRATIVE SECRETARY
WBCADC

TENDER NOTICE

The building contractors are hereby invited to submit the quotation for the construction of G+4 Residential Building with 8 Nos. of flats of **EKJUT Co-operative Housing Society Limited,** having its Plot at Premises no. 01-0127, Plot No. BC-31, Action Area-I, New Town, Kolkata. The last date of submission of the Quotation is (7 days gap from the date of publication) at **Box no BOX-T-1409/2025-26 of newspaper EKDIN PATRIKA, Narasingha Broadcasting Pvt. Ltd.1, Old Court, House Corner, Tobacco House, 3rd Floor, Room no 306(5) Kolkata -700001,** The Selection Process is the discretionary part of the society.

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখঃ ১১.০৯.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **টেন্ডার নং.ঃ টিএন-১২৫-২৫-২৬। কাজের নামঃ** (১) ব্রিজ নং. ১৬এ, ১৭ এবং ২০-এর ফ্লোর মেম্বারের জরুরী মেরামতি এবং প্রতিস্থাপন। (২) শিয়ালদহ ডিভিসনে সকল রোড ওভারব্রিজে ট্র্যাকশন গার্ড/সেফ্টি স্ক্রিন এবং অ্যান্টি ক্র্যাশ ব্যারিয়ারের ব্যবস্থা (ফেজ-II)। **টেন্ডার মূল্যঃ** ২,৩৬,৫১,৪০৮.৪৩ টাকা, **ইএমডিঃ** ২,৬৮,৩০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১২(বারো) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ১০.১০.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ১০.১০.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে ৩০ মিনিট। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে বিডিং জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল অফার সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে। ইন্ডিয়ান রেলওয়ে স্ট্যান্ডার্ড জেনারেল কন্ডিশনস্ অফ্ কন্ট্র্যাক্ট ২০২২ অনুযায়ী ই-টেন্ডার ফর্মের মূল্য শূন্য। SDAH-195/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

BONGAON MUNICIPALITY

Construction of C.C.Road, Surface drain and C.C Road with surface drain in different Wards within Bongaon Municipality Under the scheme of H.F.A.Year 2020-2021, I.D. component.

Tender reference: WBMAD/NIeT/HFA/75/BM/2025-26/PWD, Date: 12.09.2025

Tender ID: 2025_MAD_901727_1, 2025_MAD_901727_2, 2025_MAD_901727_3, 2025_MAD_901727_4, 2025_MAD_901727_5, 2025_MAD_901727_6, 2025_MAD_901727_7, 2025_MAD_901727_8, 2025_MAD_901727_9, 2025_MAD_901727_10, 2025_MAD_901727_11, 2025_MAD_901727_12, 2025_MAD_901727_13, 2025_MAD_901727_14, 2025_MAD_901727_15, 2025_MAD_901727_16.

1. Bid Submission Start date-- **12.09.2025 at 05.00 PM.** 2. Prebid meeting date- **18.09.2025 at 02.00 PM.** 3. End date- **23.09.2025 at 12.00 PM.** 4. Bid opening date- **25.09.2025 at 12.00 PM.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/351/25-26 Dated 12.09.25	Construction of concrete road Nischintapur Road from H/O Sailen Ghosh's to Nilratan Banerjee at Ward no-16, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-86(Proposal Serial No-1) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 9,75,628.00

Bid Submission end date: **22.09.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** *Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality*

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305

E-NIT No.- 44 of 2025-2026 Sl. No. 1 Dated 27.08.2025

Last date of Submission the above mention tender has been extended on 19.09.2025 at 14:55 hrs. and will be opened on 22.09.2025 at 13:00 hrs. All others terms and condition will remain unchanged.

Sd/-
E.E.(Civil), ADDA, Asansol

OFFICE OF THE COUNCILLORS
EGRA:: PURBA MEDINIPUR
E-Tender NOTICE

Paper quotation are here by invited The Chairman, Egra Municipality from the eligible tenders, Vide (1) NIQ-14/Supply of Printing meterials & Maintenance of CCTV/25-26, Date-12/09/2025. Others details can be seen from the https//wbtenders.gov.in & Notice Board of the undersigned or website www.egramunicipality.org.in,

Sd/-
Chairman,
Egra Municipality

OFFICE OF THE BOLPUR MUNICIPALITY
BOLPUR:BIRBHUM

(8) WBMAD/ULB/BM/PW/DMA/NIT-10 (2ND CALL)/2025-2026 Memo No:-2377/PWD/BM/2025-2026, Dated-12.09.2025 Name of the Work:-1 (One) Sl. No. 2025_MAD_902285_1 (9) WBMAD/ULB/BM/PW/15TH FINANCE/NIT-22/2025-2026 Memo No:-2378/PWD/BM/2025-2026, Dated-12.09.2025 Name of the Work:-6 (Six) Sl. No. 1-6 2025_MAD_902220_1, 2025_MAD_902220_2, 2025_MAD_902220_3, 2025_MAD_902220_4, 2025_MAD_902220_5, 2025_MAD_902220_6 Last Date-of Submission 22.09.2025, for details see Bolpur Municipality Notice Board & Web Site:- www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Chairman, Bolpur Municipality

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও পক্ষে প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার নোয়াপাড়া কার ডিপো সহ কিমি (-)৬.৩৭ (দক্ষিণেশ্বর) থেকে কিমি ৭/১৪ (সেন্ট্রাল) পর্যন্ত পিট লাইন এবং ব্যালাস্টলেস ট্র্যাক সহ আপ ও ডাউন উভয় ট্র্যাকে সিমেন্টিসিয়াস গ্রাউট সহ এবং নন-শ্রিংকেবল ওয়াটার প্রুফিং কম্পাউন্ড সহ সিমেন্ট অ্যাডমিক্সড্ সহ গ্রাউটিং দ্বারা ট্র্যাক বেডের ক্ষয় রোধ, আরটিএস বক্স/এলিভেটেড স্ট্রাকচার/স্টেশন/ভেন্টিলেশন শাফটের এক্সপানশন/কনস্ট্রাকশন জয়েন্ট, বক্স ওয়াল, ফ্লোর, মেজেনাইন এবং সিলিংয়ের ট্রিটমেন্টের জন্য জোনাল রক্ষণাবেক্ষণ। **কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৫৯,৭৮,২৭৮ টাকা, **বায়না মূল্যঃ** ১,১৯,৬০০ টাকা, **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ০৮(আট) মাস, **বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ০৭.১০.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। যদি কোনো পরিমার্জন/সংশোধন থাকে, তবে তা কেবলমাত্র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।

সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ সিভিল-২৫৩৪-২০২৫ (ওপেন)

আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT- 195(2nd Call), 213(2nd Call), 214(2nd Call)/ 2025-2026 along with NIeT-302 to 309/2025-2026, Dated- 12-09-2025

e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electricall works at Paschim Medinpur, Bankura, Murshidabad, Purulia, Nadia, Birbhum and Jhargram District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **13-09-2025 after 9.00 am.** Bid submission end date- **22-09-2025 and 10-10-2025 upto 3.00 pm**

Date: 12.09.2025 **Sd/- Executive Engineer**

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/347/25-26 Dated 12.09.25	Construction of concrete road at B.C Roy Road From H/O Dr. K.D Bhattacharya to H/O Palash Mondal in Ward no-25, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-111(Proposal Serial No-1) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,25,945.00
WBMAD/ULB/RSM/348/25-26 Dated 12.09.25	Construction of concrete road near Jagaddal P.O at H/O Mridula Chakraborty to Dhali's House in Ward no-25, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-111(Proposal Serial No-2) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,91,095.00
WBMAD/ULB/RSM/349/25-26 Dated 12.09.25	Construction of concrete road from H/O Isac Ali Gazi to Jagadananda pally Jheel Par in Ward no-25, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-111(Proposal Serial No-3) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,86,722.00
WBMAD/ULB/RSM/350/ 25-26 Dated 12.09.25	Construction of concrete road near Jagaddal P.O from Hiranmoy Apartment to H/O Mridula Das in Ward no-25, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-111(Proposal Serial No-4) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,67,305.00

Bid Submission end date: **22.09.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

1) Name of the work : Construction of shed at Trijil Jhupri Jaher Sthan, Booth No.-65, Ward No.-34 under DMC
e-Tender No. : WBDMC/W/8(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_901845_1 • Est. Amt. : Rs. 4,73,019.00

2) Name of the work : Repairing and Construction of Concrete road at Nepali Para and Khatal Para, Booth No.-65, Ward No.-34 under DMC
e-Tender No. : WBDMC/W/8(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_901845_2 • Est. Amt. : Rs. 3,45,211.00

3) Name of the work : Repairing of drain at Tiril Jhupri, Booth No.-65, Ward No.-34 under DMC
e-Tender No. : WBDMC/W/8(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_901845_3 • Est. Amt. : Rs. 1,62,087.00

4) Name of the work : Supply, fitting & fixing Chain Link Fencing at J.N. Das Sishu Uddyan within Ward No.-22 under DMC
e-Tender No. : WBDMC/W/24(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_902059_2 • Est. Amt. : Rs. 1,49,357.00

Last Date : **20.09.2025 upto 5.00 p.m.**
For details : **wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer, DMC

OFFICE OF THE BOLPUR MUNICIPALITY
BOLPUR:BIRBHUM

(1) WBMAD/ULB/BM/PW/DMA/NIT-16/2025-2026 Memo No:-2336/PWD/BM/2025-2026, Dated-11.09.2025 Name of the Work:-8 (Eight) Sl. Nos. 1-8. 2025_MAD_901180_1, 2025_MAD_901180_2, 2025_MAD_901180_3, 2025_MAD_901180_4, 2025_MAD_901180_5, 2025_MAD_901180_6, 2025_MAD_901180_7, 2025_MAD_901180_8
(2) WBMAD/ULB/BM/PW/DMA/NIT-17/2025-2026 Memo No:-2337/PWD/BM/2025-2026, Dated-11.09.2025Name of the Work:-1 (One) Sl. No. 1 2025_MAD_901518_1
(3)WBMAD/ULB/BM/PW/DMA/NIT-18/2025-2026 Memo No:-2338/PWD/BM/2025-2026, Dated-11.09.2025Name of the Work:-3 (Three) Sl. Nos. 1-3. 2025_MAD_901523_1, 2025_MAD_901523_2, 2025_MAD_901523_3
(4) WBMAD/ULB/BM/PW/15th Finance /NIT-19/2025-2026 Memo No:-2339/PWD/BM/2025-2026, Dated-11.09.2025 Name of the Work:-1 (One) Sl. Nos. 1 2025_MAD_901643_1
(5) WBMAD/ULB/BM/PW/Water Supply /NIT-20/2025-2026 Memo No:-2340/PWD/BM/2025-2026, Dated-11.09.2025 Name of the Work:-2 (Two) Sl. No. 1-2 2025_MAD_901665_1, 2025_MAD_901665_2
(6) WBMAD/ULB/BM/PW/OWN FUND/NIT-21/2025-2026 Memo No: 2341/PWD/BM/2025-2026, Dated-11.09.2025 Name of the Work:-1 (One) Sl. No. 1 2025_MAD_901693_1
(7) WBMAD/ULB/BM/PW/OWN FUND /NIQ-05/2025-2026 Memo No:-2342/PWD/BM/2025-2026, Dated-11.09.2025 Name of the Work:-1 (One) Sl. No. 1 2025_MAD_901825_1 ,Last Date-of Submission 08.10.2025, for details see Bolpur Municipality Notice Board & Web Site:- www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/340/25-26 Dated 11.09.25	Repairing & Restoration of road at different places at Ward no-16, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 16,53,906.00
WBMAD/ULB/RSM/341/25-26 Dated 11.09.25	Repairing & Restoration of damage road at Rajendra Nath Bhattacharya RD., Ramchand Ghosh RD., Bedanta Bagish RD., & Lalbari to J.N Bose road in Ward No-20 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 10,20,698.00
WBMAD/ULB/RSM/342/25-26 Dated 11.09.25	Repairing & Restoration of damage road at R.N.C Road, Nabatara School Road, Old 16' Road & New 16' road bye lane in Ward No-21 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 15,62,830.00
WBMAD/ULB/RSM/343/25-26 Dated 11.09.25	Repairing & Restoration of road at different places at Ward no-22 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 23,51,642.00
WBMAD/ULB/RSM/344/25-26 Dated 11.09.25	Repairing & Restoration of damage road at Haraharitala More to Bibek Bhaban, Harinavi More to Balak Sangha, H/O Jadu Chakraborty to Manikpur Agradut Club, Oil Mil More to Hari Chicken Shop via Chaltatala in Ward No-23 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 14,53,329.00
WBMAD/ULB/RSM/345/25-26 Dated 11.09.25	Repairing & Restoration of road at Bibekananda Sarani from Narendrapur More to Panchayet Border in Ward no-26 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 20,35,158.00

Bid Submission end date: **27.09.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — ই-টেন্ডার

টেন্ডার নোটিস নং ঃ পিসিএমএম/জিইএনএল/টিপি/২০২৫/৩৪ তারিখ ঃ ১১.০৯.২০২৫

"ই" প্রোকিওরমেন্ট সিস্টেম-এর জন্য টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, সদর দপ্তর কার্যালয় (ষষ্ঠ তল), নিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, ১১, গার্ডেনরীচ রোড, কলকাতা-৭০০০৪৩ কর্তৃক **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে আপলোড করা নিম্নোক্ত ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। সকল টেন্ডার দুপুর ২টোয় বন্ধ হবে।

ক্রম নং	টেন্ডার নং	খোলার তারিখ	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ	প্রদেয় বায়না অর্থ (টাকায়)
১.	৭৫২৫৩০৪৫	০৭.১০.২৫	থার্মোসেটিং সিন্থেটিক রেজিন শিট সরবরাহ, আকৃতি-২.৪৪ মিটার।	১১০০০ টি	২,৮১,৪১০/-
২.	৭৬২৫৩০২৭	০৭.১০.২৫	ম্যানুয়াল মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিং ইলেকট্রোড সরবরাহ, আকার ৪ মিমি x ৩৫০ মিমি, শ্রেণি-এম২	৩৩১৯৯১ মিটার	২,১৭,৪৫০/-
৩.	৭৭২৫০০১২	০৩.১০.২৫	অ্যান্টি কোরোসিভ ইপক্সি পেন্ট-এর সেট সরবরাহ।	২৮৪০ সেট	২,৩৪,৫৮০/-
৪.	১৬২৫৫০০৯	২৫.০৯.২৫	আইপি ভিত্তিক ভিডিও সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম-এর পরীক্ষা ও সূচনা।	১৪০ সেট	১,২৬,০০০০/-
৫.	২৯২৫৩৭৮৮	১৩.১০.২৫	এলআরইউ, কন্ট্রোল অংশের ওভারহলিং কিট।	১১৪ সেট	৩,২০,১৬০/-
৬.	২৯২৫৪৭৩৯	১৪.১০.২৫	এলআরইউ, কন্ট্রোল অংশের ওভারহলিং কিট।	৯৪ সেট	২,৫৭,৩৩০/-
৭.	২৯২৫৩৭৯১	১৫.১০.২৫	এলআরইউ, কন্ট্রোল অ্যাসেম্বলির ওভারহলিং কিট (ইবিভিবি)।	৯৬ সেট	২,৫৭,১৫০/-
৮.	২৫২৫৩৮৬৮	১৫.১০.২৫	ব্রেক শু (স্টেপ সাইজ) মিডিয়াম ফসফরাস।	৭৫৮৮ টি	১,৮৮,৫৭০/-
৯.	২৯২৫০০১৮বি	১৬.১০.২৫	ডব্লুএজি৯ লোকোর জন্য উচ্চ ক্ষমতার ড্রাফ্ট গিয়ার।	২৩৫টি	২,২৩,৫০০/-
১০.	২৫২৫১১৮১	১৭.১০.২৫	অ্যাক্সেল বক্স অ্যাসেম্বলি, সম্পূর্ণ ইত্যাদি	১৪৬টি	২,১২,৯৪০/-
১১.	৭৭২৫১৭৫১	০৩.১১.২৫	সাধারণ প্রয়োজনে অ্যালুমিনিয়াম পেন্ট ইত্যাদি সরবরাহ।	৩৮৩২০ লিটার	১,০৯,৪৩০/-
১২.	৭৯২৫১৭৭৯	০৭.১০.২৫	সকল এসি কোচ সমূহের জন্য অগ্নি প্রতিরোধক পর্দার ফ্যাব্রিক।	১৫৩২০ মিটার	১,১৮,৩৯০/-
১৩.	৬৫২৫৫০১০এ	৩০.০৯.২৫	ড্রাই ক্লিনিং মেশিন ইত্যাদি সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা, সূচনা, পরীক্ষা	০২টি	৯২,৮৩,৬৫০/-
১৪.	৩০২৫৫০০৫	০৮.১০.২৫	আইসিএফ এসি কোচ সমূহের আইপি ভিত্তিক ভিডিও সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম (ভিএসএস)-এর রেট্রোফিটমেন্ট।	১০৮ সেট	১২,৯৩,৩০০/-
১৫.	৩০২৫৫০০৬	০৮.১০.২৫	আইসিএফ জিএস কোচ সমূহের আইপি ভিত্তিক ভিডিও সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম (ভিএসএস)-এর সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা এবং সূচনার কাজ।	১৪২ সেট	১৮,৭৫,৯৭০/-
১৬.	৩০২৫৫০০৪	০৯.১০.২৫	আইসিএফ নন এসি কোচ সমূহের আইপি ভিত্তিক ভিডিও সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম (ভিএসএস)- এর সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা এবং সূচনার কাজ।	২৬০ সেট	২০,০০,০০০/-
১৭.	৩৩২৫৩০৪২	১৬.১০.২৫	সেকেন্ডারি স্প্রিং জেনারেটর কার সাইড।	১৪১টি	১,৯৬,৩১০/-
১৮.	৩৩২৫৩১৮৭	১৫.১০.২৫	এলএইচবি নন এসি কোচসমূহের জন্য সেকেন্ডারি স্প্রিং আউটার।	১৪১টি	১,৫৪,৫৭০/-
১৯.	৩৩২৫১৪৮৭	০৯.১০.২৫	এলএইচবি কোচসমূহের জন্য সেকেন্ডারি স্প্রিং (আউটার)।	১১৬টি	১,১৫,১২০/-
২০.	৬০২৫০১২৩	০৭.১০.২৫	৬৪০০ মিমি রাইডিং ডিরেলিং সুইচেস নির্মাণ ও সরবরাহ ইত্যাদি।	৩০০ সেট	১৬,৯৫,৬৬০/-
২১.	৪৬২৫৩১১৯	০৪.১১.২৫	সলিড কার পোর্সেলিন ব্র্যাকেট ইনসুলেটর (১০৫০ এমএম সিডি) ইত্যাদি।	২০৩১ টি	১,০২,৪৩০/-
২২.	৭৭২৫৩০৪২	১৭.১১.২৫	পেন্ট, ব্ল্যাক, এনামেল, সিন্থেটিক এক্সটিরিয়র ইত্যাদি সরবরাহ।	৭২৩৫০ লিটার	১,০৫,৮৬০/-

আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডার সংক্রান্ত সম্পূর্ণ বিশদ, বিবরণ ও নির্দিষ্টকরণ বিষয়ে জানতে এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই দফাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হবে না। **দ্রষ্টব্যঃ** সম্ভাব্য টেন্ডারদাতাগণকে অন্যান্য সকল টেন্ডারে অংশ নিতে এবং পরবর্তীকালে কোনো সংশোধনী প্রকাশিত হলে সে বিষয়ে জানতে নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। **(PR-621)**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
চিত্রাঙ্গদা
আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...

সৌরভ যতই ব্যস্ত থাকুক, আমি অভাব অনুভব করি না: ডোনা গাঙ্গুলী

ভারতের অন্যতম খ্যাতনামা নৃত্যশিল্পী ডোনা গাঙ্গুলী কেবল সৌরভ গাঙ্গুলীর স্ত্রী নন, বরং তিনি নিজস্ব পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত এক শিল্পী। ছোটবেলা থেকেই নাচ তাঁর জীবনের সঙ্গী। শাস্ত্রীয় নৃত্যকে কেন্দ্র করে তিনি গড়ে তুলেছেন নিজস্ব জগৎ এবং আজও অগণিত ছাত্র, ছাত্রীদের নাচ শেখানোর পাশাপাশি নতুন প্রজন্মকে শিল্পের পথে উদ্বুদ্ধ করে চলেছেন। জীবনের বিভিন্ন পর্বে তিনি যেমন সংসারের দায়িত্ব সামলেছেন, তেমনই স্টেজে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ করেছেন দর্শককে। একদিকে তিনি ক্রিকেটের মহারাজা সৌরভের সহধর্মিণী, অন্যদিকে এক জন স্বতন্ত্র শিল্পী। **বিট্টু দত্তর** সঙ্গে এই এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে উঠে এসেছে তাঁর জীবনের নানা অভিজ্ঞতা, চিন্তা ও দর্শন।

প্রশ্ন: আপনার জীবনে নাচের ভূমিকা কতটা গভীর? নাচকে কীভাবে আপনি নিজের পরিচয়ের সঙ্গে একাত্ম করেছেন?

ডোনা গাঙ্গুলী নাচ ছোটবেলা থেকেই আমার জীবনের একটি অঙ্গ। আমি মনে করি এই নাচের মধ্য দিয়েই আমি নিজেকে ভালো রাখি, খুশি থাকি। বিশেষ করে যে নাচ আমি করি, সেগুলো বেশিরভাগই দেব,দেবীকে ঘিরে। সেই কারণে নাচ আমার কাছে শুধু পেশা নয়, বরং একধরনের সাধনা। আমি নাচকে আমার পরিচয়ের সঙ্গে এমনভাবে একাত্ম করেছি যে, এর বাইরে আমি নিজেকে কল্পনাই করতে পারি না।

প্রশ্ন: সৌরভ গাঙ্গুলীর জনপ্রিয়তা ও ব্যস্ত সময়সারণির মধ্যে আপনি কীভাবে নিজের নৃত্য, ক্যারিয়ারকে গড়ে তুলেছেন?

ডোনা আমি কখনও ভাবিনি যে আমার স্বামী এত জনপ্রিয়, তাই আমাকে আলাদা করে কিছু করতে হবে। বরং আমি মনে করেছি, আমারও কিছু করা দরকার, যাতে আমি নিজের জগৎ তৈরি করতে পারি। নাচ আমাকে সেই সুযোগ দিয়েছে। সৌরভ যতই ব্যস্ত থাকুক না কেন, আমার কখনও মনে হয়নি যে উনি আমাকে সময় দিচ্ছেন না। কারণ আমি নাচের মধ্যেই এতটাই ডুবে থাকি যে সেই অভাব কোনও দিন অনুভব করি না। আমার প্রতিদিনের একটা বড় অংশ নাচের মধ্যেই কেটে যায়, এ কারণেই হয়তো আমার দিনের এক সেকেন্ডও সময় কাটছে না বলে বিরক্ত লাগে না। প্রশ্ন একদিকে ঘর ও পরিবার, অন্যদিকে স্টেজ ও প্র্যাকটিস;এই ভারসাম্য বজায় রাখার আপনার নিজস্ব কৌশল কী?

ডোনা সংসার ও নাচ; দুটোর মধ্যেই ভারসাম্য আছে বলেই আমি দুটোই ভালোভাবে চালাতে পারছি। আমি যখন ছাত্র, ছাত্রীদের রিহার্সাল করাই, তখন সেটাতেও মন দিয়ে থাকি। আবার সংসার সামলানোর সময়ও সমান মনোযোগ দিই। আমার কাছে দুটোই গুরুত্বপূর্ণ। যদি ভারসাম্য না থাকত, তবে হয়তো কোনওটাই সামলাতে পারতাম না। তাই মিলিয়ে মিশিয়ে দুটোই পরিপূর্ণতার সঙ্গে করার চেষ্টা করি।

প্রশ্ন: ক্যাপ্টেন সৌরভ গাঙ্গুলীর স্ত্রী হয়ে বিদেশ ভ্রমণের সবচেয়ে মধুর স্মৃতি কোনটি ?

ডোনা ক্রিকেট ট্যুরে তো অনেক জায়গায় গেছি। তবে বিশেষ করে একটা স্মৃতি আমার খুব মনে আছে। যখন এটিকে ছিল, তখন আমি সৌরভের সঙ্গে স্পেনের লিসবনে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের খেলা দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে আমাদের ডিনারে আমন্ত্রণ ছিল। অবাক হয়েছিলাম, স্পেন যেখানে ক্রিকেটের সঙ্গে কোনও যোগই নেই, সেখানেও মানুষ সৌরভকে চিনতে পেরেছিল। তাঁরা লর্ডসের সেই বিখ্যাত জার্সি উড়ানোর ঘটনার সঙ্গে ফুটবলের সেলিব্রেশনের তুলনা করেছিলেন। সেই মুহূর্তটা আমার কাছে ছিল ভীষণ সম্মানের।

এছাড়া তিনি আরও বলেন তিনি যখন পাকিস্তানেও গেছিলেন তখনো একটি জুতোর দোকানে তারা জুতো কিনতে গেছিল কিন্তু সেই দোকানের মালিক দাদার কাছ থেকে কোনরকম পয়সা নিতে চাইনি , যে পাকিস্তানকে নিয়ে আমরা এত কিছু বলি তারাও কিন্তু ভারতীয় দলকে খুবই সম্মান করেন । এছাড়া অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড সাউথ আফ্রিকা যেখানেই গেছি সেখানেই অনেক সময় ক্যাব চালক বা আরো বিভিন্ন দোকানেও আমাদের থেকে পয়সা নিতে চাইনি ।

প্রশ্ন: সাফল্যের সঙ্গে আসে সমালোচনা। আবার আপনি একজন হাইপ্রোফাইল ব্যক্তির স্ত্রীও। এই সমালোচনাগুলোকে কীভাবে সামলান?

ডোনা সমালোচনা সবচেয়ে বেশি আসে সোশ্যাল মিডিয়ায়। কিন্তু আমি একদমই সেখানে অ্যাকটিভ নই। মাঝে মাঝে আমার স্টুডেন্টরা এসে বলে; অ্যাম, আপনার নামে এটা বেরিয়েছে।দ আমি সেগুলোকে পাত্তাই দিই না। যদি আমার ভুল হয়,

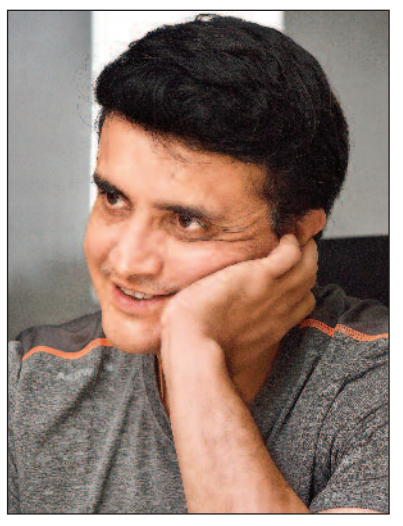

তবে আমি সেটা শোধরাই। কিন্তু যদি এমন কিছু ছড়ায়, যেটা আমার সঙ্গে কোনও সম্পর্কই নেই, তাহলে একদম ইগনোর করি। সমালোচনা জীবনেরই অংশ, তাই এতে প্রভাবিত হলে চলবে না।

প্রশ্ন: সৌরভ গাঙ্গুলীকে মানুষ ক্রিকেটের মহারাজা হিসেবে চেনে। স্ত্রী হিসেবে আপনার চোখে তিনি কেমন মানুষ?

ডোনা আমার চোখে সৌরভ একজন খুবই ভালো মানুষ। সম্ভবত সেই কারণেই আমাদের সংসার এত বছর ধরে টিকে আছে। উনি সবসময়ই নিজের কাজে একশো শতাংশ দেন। তাই প্রায়ই দেখা যায়, সময় কম পান। কিন্তু আমি কোনওদিন অভিযোগ করিনি। কারণ আমি জানি, কোনও জিনিসে সেরা হতে গেলে সময় দিতে হয়। আমারও একই অভিজ্ঞতা আছে। আমিও যদি নাচে যথেষ্ট সময় না দিতাম, তবে হয়তো আজ এই জায়গায় আসতে পারতাম না। তবে স্বামীর জনপ্রিয়তার কারণে অনেক সময় আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে চাপ আসে। মানুষের প্রত্যাশা সবসময়ই ওঁকে ঘিরে থাকে, যেটা কখনও কখনও পরিবারের উপরও প্রভাব ফেলে। কিন্তু সৌরভের ধৈর্য, বাস্তববোধ এবং সহজ,সরল ব্যবহার সবকিছুকে সহজ করে তোলে। তিনি যেমন বড় মাপের খেলোয়াড়, তেমনই একজন ভালো স্বামী ও বাবা।

প্রশ্ন: বর্তমান প্রজন্মের নৃত্যশিল্পীদের জন্য আপনি কি পরামর্শ দিতে চান?

ডোনা ছোটবেলা থেকেই আজকাল বাচ্চারা অনেক কিছু শিখতে চায়, যা খুব ভালো। তবে বাবা, মায়েদেরও দেখা উচিত, কোন বিষয়ে তাদের ছেলে বা মেয়ে সবচেয়ে ভালো। সেই দিকেই তাদের ক্যারিয়ার গড়তে দেওয়া উচিত। পড়াশোনা সবাই করে, কিন্তু কতজন বড় শিল্পী, ক্রিকেটার বা ফুটবলার হয়? খুব কম। এখন তো শিল্প, খেলাধুলা বা অন্য যেকোনও প্রতিভা থেকেই জীবিকা গড়া সম্ভব। সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য এই সুযোগ আরও বেড়েছে। যদিও এর খারাপ দিক আছে, তবে ভালো দিকও অস্বীকার করা যায় না। তাই আমি বলব, নিজের প্রতিভাকে চিহ্নিত করে সেই পথেই মনোযোগী হতে হবে।

ডোনা গাঙ্গুলীর জীবন থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, সাফল্যের পথে হাঁটতে গেলে আত্মনিবেদন, ভারসাম্য আর ধৈর্য খুব প্রয়োজন। তিনি প্রমাণ করেছেন, একজন নারীর পক্ষে সংসার ও ক্যারিয়ার দুটোই একসঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। সৌরভ গাঙ্গুলীর মতো তারকা স্বামীর পাশে থেকেও তিনি নিজের পরিচয় গড়ে তুলেছেন একজন সফল শিল্পী হিসেবে। নতুন প্রজন্মকে তিনি যেমন অনুপ্রেরণা দেন, তেমনই তাঁর নিজের জীবনও এক অনন্য উদাহরণ।

শুভক্ষণের অপেক্ষায় সবসময়ই দাঁড়িয়ে মানবজীবন, বার্তা জপুর ব্যায়াম সমিতির

শুভাশিস বিশ্বাস

‘অপেক্ষা’ এই শব্দবন্ধের বিস্তৃতি বিপুল। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে আমরা সবাই বেঁচে আছি এক সুসময়ের অপেক্ষাতেই। আর এই অপেক্ষা শব্দটা যে কোনও এক নারীর জীবনের সঙ্গে যেন পরতে পরতে জড়িয়ে। তাঁর শৈশব থেকে বার্ধক্য কাটে শুধু অপেক্ষাতেই। সে পড়াশুনাই বলুন কী পারিবারিক জীবন। একজন নারীই তো সংসার নামক তরণীর নাবিক। সেই নারীই অপেক্ষা করেন এক স্বপ্নসুন্দর পরিবার গড়ার। এখানে আরও একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলতেই হয়, যে কুমোরের হাতে দেবী দুর্গা চিন্ময়ী থেকে মৃন্ময়ী হয়ে ওঠেন সেখানেও কিন্তু থাকে এক দীর্ঘ অপেক্ষার পালা। খড় বাঁধা থেকে কাঠামো তৈরির পর মূর্তি গড়া এতো কিছুর পরেও শিল্পীকে বসে থাকতে হয মূর্তি না বিকানো পর্যন্ত। অর্থাৎ, এই দুর্গাপুজোকে ঘিরেও রয়েছে এক অপেক্ষার ছবি। আর কুমোরটুলির এই প্রতিমা তৈরির জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করে শিশুরাও। আর এই অপেক্ষার শুরু বাংলা নববর্ষের দিন থেকেই। কখন মা দুর্গা তাঁর পরিবার নিয়ে আসবেন মণ্ডপে তা নিয়ে আগ্রহের বীজ বপণ হয় সবার মধ্যেই। দুর্গাপুজোকে ঘিরে সবার এই পথ চেয়ে বসে থাকাও তো এক অপেক্ষাই বটে। আর এই ‘অপেক্ষা’কেই থিম হিসেবে তুলে ধরেছেন জ পুর ব্যায়াম সমিতির পুজো উদ্যোক্তারা। ২০০৬-এ এশিয়ান পেইন্টস শারদ সম্মানে সম্মানিত হওয়া এই পুজো এবার পা রাখল ৩৭ তম বর্ষে।

দমদম থেকে লেকটাউন অঞ্চলের এই পুজো নজর কাড়তো একবিংশ শতকের প্রথম থেকে দ্বিতীয় দশকে। আর সেই কারণে একাধিক শিরোপায় সম্মানিত হয়েছে এই পুজো। কিন্তু কোভিড এবং তার পরবর্তী সময়ে নানা কারণে কোথাও একটু ছন্দপতন ঘটে দমদম আর লেকটাউন এলাকার বিশাল এই

পুজোর।তবে এই পুজোকে আবার নিজের জায়গায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চালাচ্ছেন পুজো উদ্যোক্তারা। আরও একটা কথা না বললে জ পুর ব্যায়াম সমিতির সঠিক ছবিটা সবার কাছে স্পষ্ট হবে না। এখন যাঁদের হাতে পুজোর ভার তাঁরা একেবারেই যুব। কেউ ছাত্র বা কেউ সদ্য চাকুরি পেয়েছেন। ফলে নিজেদের পড়াশুনা বা কাজ ফেলে পুজোয় সময় দেওয়া তাঁদের পক্ষে বাস্তবিকই কঠিন।ফলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা তুলে পুজোর তহবিল গড়াও এক ‘ম্যামথ টাস্ক’ হয়ে দাঁড়িয়েছে পুজো উদ্যোক্তাদের কাছে। ফলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই এর প্রভাব পড়েছে পুজোর ব্যবস্থাপনায়। যে পুজো এককালে ‘এশিয়ান পেইন্টস’ শারদ সম্মানে সম্মানিত, আজ তাঁদের কাছে এই পুজো এখন অস্তিত্বের লড়াই।

বাজেট খুব কম হলেও পুজোয় কোনও খামতি রাখতে চান না জ পুর ব্যায়াম সমিতির

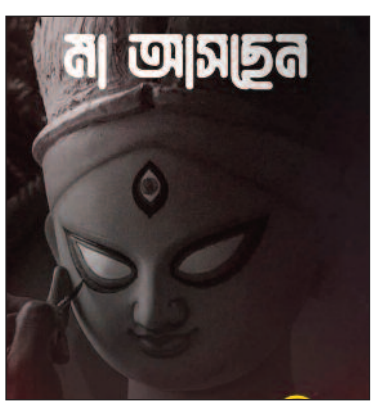

উদ্যোক্তারা। মহাষ্টমীতে ভোগের আয়োজন থাকে সবার জন্য। সঙ্গে হয় নরনারায়ণ সেবাও। তবে আলগা চটক থাকে না এ পুজোয়। যেমন পুজো শেষে হয় না কোনও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। তবে এটাও ঠিক, এই পুজোর সবথেকে বড় প্রতিবন্ধক হল স্থানাভাব। এক সংকীর্ণ জায়গায় তৈরি হয় মণ্ডপ। ফলে ইচ্ছে থাকলেও অতিরিক্ত কিছু করার উপায় নেই পুজো উদ্যোক্তাদের। তবে হাল ছাড়তে রাজি নন জ পুর ব্যায়াম সমিতির পুজো উদ্যোক্তারা। এবারে তাঁদের থিমে তুলে ধরা হয়েছে কুমোরটুলির এক আবহকে। সেখানে কী ভাবে খড় আর মাটি থেকে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে প্রতিমা, সেটাই তুলে ধরা হবে পুজো মণ্ডপে বেশ কয়েকটি ইনস্টলেশনের মাধ্যমে। পাশাপাশি রাখা হবে ছোট্ট একটি মেয়ের প্রতিকৃতি। তার ছোট থেকে বড় হয়ে ওঠার মধ্যে পড়াশুনার সঙ্গে চলে নানা বিদ্যা আয়ত্ত্ব করারও। যাতে ভবিষ্যতে এক সর্বাঙ্গসুন্দর এক নারীশক্তির প্রতিভূ হয়ে ওঠে সে। আর এই গানবাজনার তালিম নেওয়ার ঘটনাও তুলে ধরা হচ্ছে এক ইনস্টলেশনের মাধ্যমে। পুজো মণ্ডপের প্রবেশ দ্বার থেকে এমন সব ইনস্টলেশনের মধ্যে দিয়ে দর্শনার্থীরা পৌঁছে যাবেন মাতৃপ্রতিমার সামনে। যে মাতৃপ্রতিমাকে আমরা আরাধনা করি এক ‘নারী শক্তি’ হিসেবেই। এই থিমের সৃজনে রয়েছেন সঞ্জয় বর্মন। থিমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে প্রতিমা তৈরি হচ্ছে সাবেকি ঘরানায়। মাতৃপ্রতিমার রূপদানের দায়িত্বে রয়েছেন তরুণ কুমার। আলোতেও থাকছে থিমের ‘টাচ’। আলো এবং শব্দের দায়িত্বে ঘোষ ইলেক্ট্রিকস। মণ্ডপের দায়িত্বে বিএস ডেকরেটর্স। পুজোর উদ্বোধন হবে তৃতীয়াতে দমকলমন্ত্রী সুজিত বোসের হাতে। আর দ্বাদশীতে হবে নিরঞ্জন। গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা বলছে, জ পুর ব্যায়াম সমিতির মাতৃ প্রতিমার নিরঞ্জন হয় সাড়ম্বরেই। আর এই নিরঞ্জনের শোভাযাত্রায় অংশ নেন জ পুরের এলাকাবাসীর বিরাট এক অংশ। এরপর মাকে বিদায় জানানোর সঙ্গে পরের বছরের জন্য আসার আহ্বানও জানান পুজো উদ্যোক্তারা।মাকে ফের বরণ করে নেওয়ার জন্য শুরু হয় ‘অপেক্ষা’র।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির পুজো

ডাঃ শামসুল হক

একটা সময় ছিল যখন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির পুজো একটা ঐতিহাসিক ঘটনাও হয়ে উঠেছিল। সেইসময় পুজোর চারটে দিন তো বটেই, তারপরও বেশ কয়েকটা দিন মেতে থাকত উৎসবের ই মেজাজে। আলোয় আলোয় ভরে উঠত সমগ্র প্রাঙ্গণ। চলত যাত্রাপালা, নাচগানের আসর সহ বিনোদনের আর ও অনেক কিছুই। শহর কলকাতা লোকজন সেখানে হাজির তো থাকতেনই , কলকাতার বাইরে থেকেও আসতেন অনেকে। সকলে মিলে মেতেও থাকতেন হাসি আর আনন্দের ই মধ্য দিয়ে।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সেই পুজোর প্রতিষ্ঠাতা হলেন নীলমণি ঠাকুর। তাঁরা অবশ্য কলকাতার আদি বাসিন্দা নন। হুগলির চন্দননগরের থাকতে থাকতেই কলকাতায় চলে এসেছিলেন তাঁরা। নীলমণিবাবুর বাবা জয়রাম ঠাকুর ছিলেন ফরাসিদের বনিয়া। তবে একটা সময় তিনি ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ও খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন এবং সব কাজে সবসময় কোম্পানির নামীদামী লোকজনদের পাশে পাশেই থাকতেন। কিন্তু তা হলে কি হবে, নিজের ভায়েদের সঙ্গেই কখনও সুসম্পর্ক গড়ে ওঠেনি তাঁর। তাই তাদের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়েই একসময় চন্দননগর ছেড়ে তিনি চলে আসেন কলকাতায়। জোড়াসাঁকোয় জায়গা কিনে তৈরি করেন নতুন একটা বাড়িও।

১৭৮৪ সাল থেকে শুরু হয় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির দুর্গা পুজোর মহোৎসব এবং সেটা সম্পন্ন হয় নীলমণি ঠাকুরের ই তৎপরতায়। পরে ঠাকুরবাড়ির অন্যতম সদস্য দ্বারকানাথ ঠাকুরের কৃতকর্মের গুণে সেই উৎসব আরও অনেক জাঁকজমকপূর্ণ ও হয়ে ওঠে । তাঁর আমলেই সেই পুজো পায় অন্য এক রূপও।

তখন সেই বাড়ির প্রতিমা তৈরি হত নিজেদের ই বাড়িতে এবং ঠাকুরের সাজসজ্জাও হত একেবারে নিজেদের পছন্দমতোই। গঙ্গা থেকে একেবারে টাটকা মাটি সংগ্রহ করে নিজস্ব লোক দিয়েই তৈরি করা হত প্রতিমা। দেবীকে সাজানো হত বেনারসী শাড়ি দিয়ে । তাঁর মাথায় শোভা পেত সোনার মুকুট। আবার

সর্বাঙ্গ মোড়া থাকত ঝকমকে সোনার গয়না গাটিতেও।

সেইসময় দ্বারকানাথবাবুও ভীষণ উদারহস্ত হয়ে উঠতেন । নতুন নতুন পোশাক অথবা অন্যান্য সব উপকরণ কেনার জন্য ছোট বড় সব কর্মচারীদের ই তিনি টাকা দিতেন । খেয়াল রাখতেন মহিলাদের উপর ও । তাঁদের ও নানানভাবে সাহায্য করতেন।

পুজোর সময় তৈরি করা হত একান্ন রকমের ভোগ। সোনার থালা এবং বাটিতে সুন্দরভাবে সাজিয়ে সেটা আত্মীয় এবং পরিজনদের মধ্যে বিতরণ করা হত। ঠাকুর দেখতে আসা লোকজনদের মধ্যেও বিতরণ করা হত সেই ভোগ। শুধুমাত্র ভোগ ই নয়, বিতরণ করা হত নানান ধরণের ফল এবং মিষ্টান্ন ও । থাকত ঘরে তৈরি ক্ষীরের মিষ্টিও। পুজোর শেষে দেওয়া হত কুমড়ো বলি ।

পুজোর চারটে দিন চলত সেইভাবেই। তারপর শুরু হতো উৎসবের দ্বিতীয় পর্ব। গঙ্গায় ধুমধাম সহকারে প্রতিমা বিসর্জনের পর শুরু হতো পরবর্তী উৎসব। রাতে ঠাকুরবাড়িতে চলত গানের আসর। সেইসঙ্গে বসত যাত্রা পালাও । কলকাতার বিভিন্ন যাত্রা পার্টি তো বটেই, বাইরের অনেক দল ও হাজির থাকত সেই অনুষ্ঠানে।

সেইভাবেই চলেছিল অনেকগুলো বছর। তারপর ই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির পুজোয় দেখা দেয় বড় ধরণের ই ছন্দপতন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময় থেকেই প্লান হতে শুরু করে সেই ঘরোয়া পুজোর জৌলুস। রাজা রামমোহন রায়ের সাহচর্যে দেবেন্দ্রবাবুও তখন অন্য এক মানুষ হয়ে ওঠেন। সেইসময় ব্রহ্ম ধর্ম গ্রহন করেন তিনি। সেটা ১৮৪৩ সালের কথা। তারপর আস্তে আস্তে ফিকে হতে থাকে সবকিছুই। অবশেষে ১৮৬১ সালে সম্পূর্ণভাবেই বন্ধ হয়ে যায় সেই পুজো। বন্ধ হয় সব ধরণের আনন্দ, খানাপিনাও। স্তব্ধ হয়ে যায় উৎসবের আওয়াজও।